পুরুলিয়ায়
গীতাঞ্জলি
ফরেস্ট রিট্রিট
পাহাড় আর সবুজের মাঝে এক অপরূপ ডেস্টিনেশন

দুরন্ত বার্তা

সুচিকিৎসা
মাসিক স্বাস্থ্য পত্রিকা
দামঃ ১৫ টাকা
পত্রিকা সংগ্রহ করতে আজই নিকটবর্তী এজেন্টের সাথে যোগাযোগ করুন।

১ ইন্টারনেট সংস্করণ http://durantbarta.com কলকাতা Volume No. 30, Issue No.: 195 Monday, 16 June, 2025 ❋ ৩০ বর্ষ, ১৯৫ সংখ্যা ❋ ১ আষাঢ় ১৪৩২ সোমবার, ১৬ জুন, ২০২৫ ❋ আজ ৮ পাতা ❋ মূল্য– ৩ টাকা

এআই-১৭১ ফ্লাইটের মর্মান্তিক দুর্ঘটনার কারণ কি জ্বালানি দূষণ

নয়াদিল্লি, ১৫ জুন ঃ আহমেদাবাদে এয়ার ইন্ডিয়ার এআই-১৭১ ফ্লাইটের মর্মান্তিক দুর্ঘটনার মূল কারণ নিয়ে তদন্ত চলছে। বলাবলি করা হচ্ছে শুধু একটি প্রযুক্তিগত ব্যর্থতার কথা। আবার বলা হচ্ছে একাধিক স্তরে কর্তব্যে চূড়ান্ত গাফিলতির ইঙ্গিতের কথা। নানান ভাবে এি ঘটনা নিয়ে আলোচনা করা হচ্ছে। উল্লেখ্য, আহমেদাবাদ বিমানবন্দর থেকে লন্ডনের গ্যাটউইক অভিমুখে যাত্রা শুরুর কয়েক মিনিটের মধ্যেই বোয়িং ৭৮৭-৮ ড্রিমলাইনার বিমান মাটিতে আছড়ে পড়ে ধ্বংস হয়ে যায়। বিমানের যাত্রী ও স্থানীয় মিলিয়ে এখনও পর্যন্ত মৃতের সংখ্যা ২৭৯। আবার সেই সংখ্যাটা বাড়এথও পারে বলে মনে করা হচ্ছে। ধ্বংসস্তূপ থেকে এখনও দেহ উদ্ধারের কাজ চলছে। ফ্লাইট এআই-১৭১ নামেই এখন আতঙ্ক! তাই এয়ার ইন্ডিয় থেকে এই ইভণন্নের নম্ব পাল্টে দেওয়া হয়। জানা গিয়েছে, এয়ার ইন্ডিয়া তাদের সংস্থার কোনও উড়ানেই ১৭১ ব্যবহার করবে না বলে সিদ্ধান্ত নিয়েছে। যাত্রীদের মানসিক আঘাত কমাতেই বিমান সংস্থাটি এই সিদ্ধান্ত। ১৭ জুন থেকে আহমেদাবাদ থেকে গ্যাটউইক (লন্ডন) যাওয়ার ফ্লাইটটির নম্বর বদল হয়ে হবে এআই ১৫৯। ফিরতি ফ্লাইটটির নম্বর পাল্টে হবে এআই ১৬০। বৃহস্পতিবার দুর্ঘটনার পর থেকেই বলা হচ্ছিল, বিমানের ইঞ্জিনে পাখির ধাক্কার কারণে বিপর্যয়। তবে সেই দাবি ঠিক নয় ভলেই মনে করা হচ্ছে। ক্রমেই স্পষ্ট হচ্ছে যে, গাফিলতির কারণেই এতগুলি প্রাণ গেল। জাতীয় অ্যারোস্পেস ল্যাবরেটরিজ (এনএএল)-এর প্রাক্তন ডেপুটি ডিরেক্টর শালিগ্রাম জে মুরলীধর একে ভারতের সাম্প্রতিক ইতিহাসে 'সবচেয়ে দুর্ভাগ্যজনক বিমান দুর্ঘটনা' বলে বর্ণনা করেছেন। তিনি প্রাথমিকভাবে সম্ভাব্য 'ফুয়েল কনট্যামিনেটেড' বা 'জ্বালানি দূষণের' দিকে ইঙ্গিত করেছেন, যা বিমানের দুটি ইঞ্জিনের একসঙ্গে বিকল হওয়ার পিছনে মূল কার। এক সাক্ষাৎকারে মুরলীধর বলেছেন, বোয়িং ড্রিমলাইনার একটি অত্যাধুনিক এবং সর্বাধিক সুরক্ষিত বিমান। এমন প্রযুক্তিনির্ভর বিমানে দুটি ইঞ্জিনের একসঙ্গে থ্রাস্ট লস সাধারণত দেখা যায় না, যদি না জ্বালানিতে দূষণ থাকে। বিশেষজ্ঞরা বলছেন, বিমানের জ্বালানি দূষণ মানে হল বিমানে যে জ্বালানি ব্যবহার হয়, সাধারণত অ্যাভিয়েশন টারবাইন ফুয়েলে (এটিএফ) অন্য কোনও পদার্থ মিশে থাকে। তা বৃষ্টির জল, অপরিষ্কৃত ট্যাঙ্ক থেকে মিশে যাওয়া ধুলো ময়লা, জৈব পদার্থ বা ব্যাকটেরিয়া (দীর্ঘদিন ধরে সঞ্চিত জ্বালানিতে ব্যাকটেরিয়া জন্মাতে পারে), অন্য রাসায়নিক পদার্থ, যেমন ডিজেল বা পেট্রল ভুলবশত মিশে যাওয়া, ট্যাঙ্কের অভ্যন্তরীণ ক্ষয় থেকে লোহাচূর্ণ বা মরিচা মিশে যাওয়া। এই জ্বালানি দূষণ বিমানের

ইঞ্জিনে মারাত্মক সমস্যার কারণ হতে পারে, এবং অনেক সময় তা দুর্ঘটনার দিকে ঠেলে দেয়। কারণ, জ্বালানি ঠিকভাবে ইঞ্জিনে পৌঁছতে পারে না। ফুয়েল লাইন ব্লক হয়ে যায়। ফলে মাঝ আকাশে ইঞ্জিন বন্ধ হয়ে যেতে পারে। শুধু তাই নয়, রাসায়নিক বিক্রিয়ায় মাঝ আকাশে বিমানে বিস্ফোরণও ঘটতে পারে। জ্বালানি দূষণ শনাক্ত করতে বিমানবন্দরে এবং মেনটেন্যান্স পয়েন্টে কিছু স্ট্যান্ডার্ড পদ্ধতি রয়েছে। প্রতিটি বিমানে উড়ানের আগে স্যাম্পল টেস্ট করা হয়। মনে রাখতে হবে, দুর্ঘটনাগ্রস্ত বিমানে পাইলট ' বার্তায় বলেছিলেন, ইঞ্জিনে থ্রাস্ট নেই, শক্তি হারাচ্ছি, তুলতে পারছি না। এর অর্থ ইঞ্জিনে ঠিকভাবে জ্বালানি পৌঁছচ্ছিল না। কনট্যামিনেটেড ফুয়েল, ক্লোগড ফিলটার্স অথবা ফুয়েল প্রেশার রেগুলেটর ফেলিওর যদি দুর্ঘটনার সম্ভাব্য কারণ হয়, তবে প্রশ্ন উঠছে, জ্বালানি পরীক্ষায় কার গাফিলতি ছিল? মুরলীধরের মতে, এখন মূল গুরুত্ব পাওয়া উচিত ফ্লাইট ডেটা রেকর্ডার (এফডিআর) ও ককপিট ভয়েস রেকর্ডার (সিভিআর)-এর ডেটা বিশ্লেষণের দিকে। এই তথ্যগুলি থেকেই বোঝা যাবে পাইলটের শেষ মুহূর্তের কথোপকথন, ইঞ্জিনের অবস্থা ও বিমানের উচ্চতা বা গতি সংক্রান্ত তথ্য। দুর্ঘটনার প্রকৃতি বিচার করে তিনি স্পষ্ট জানিয়েছেন, পাখির ধাক্কা লাগলেও দুটি ইঞ্জিন একসঙ্গে বন্ধ হতে পারে না। কিন্তু এখানে তা-ই ঘটেছে। এর অর্থ, এখানে আরও গভীর কোনও প্রযুক্তিগত ত্রুটি বা জ্বালানি দূষণের সম্ভাবনা রয়েছে। সূত্র অনুযায়ী, এআই-১৭১ ফ্লাইটে প্রায় ৩৫ টনের বেশি জ্বালানি ছিল লন্ডন পৌঁছনোর জন্য। সেই জ্বালানির দূষণই যদি ঘটিয়ে থাকে ইঞ্জিন থ্রাস্ট লস, তবে এটি স্পষ্টতই গ্রাউন্ড টেকনিক্যাল টিম ও কোয়ালিটি কন্ট্রোল বিভাগের গাফিলতি। ক্যাপ্টেন সুমিত সাবারওয়াল, যিনি লাইন ট্রেনিং ক্যাপ্টেন হিসাবে ৮,২০০ ঘণ্টার উড়ানে অভিজ্ঞ এবং সহকারী ফার্স্ট অফিসার ক্লাইভ কুন্দার, যাঁর ফ্লাইং আওয়ার ছিল ১,১০০- এত অভিজ্ঞ পাইলটদের পক্ষেও বিমানটি নিয়ন্ত্রণে আনা সম্ভব হয়নি। ফলে প্রশ্ন উঠছে, বহু স্তরে প্রস্তুতির ঘাটতি ছিল কি না। দুপুর ১টা ৩৯ মিনিটে বিমানটি রানওয়ে ২৩ থেকে ওড়ে। এর কিছুক্ষণের মধ্যেই এয়ার ট্র্যাফিক কন্ট্রোল (এটিসি)-তে 'বিশেষ বার্তা আসে, কিন্তু পরবর্তী কোনও উত্তর পাওয়া যায়নি। বিমানটি বিমানবন্দর এলাকা পেরোনোর আগেই মাটিতে আছড়ে পড়ে এবং সঙ্গে সঙ্গে এক ভয়াবহ আগুনের গোলায় পরিণত হয়। এই দুর্ঘটনা ভারতীয় অসামরিক বিমান চলাচলের সুরক্ষা ব্যবস্থার এক ভয়াবহ ত্রুটির প্রতিফলন বলে মনে করছেন বিশেষজ্ঞরা। তাঁরাই প্রশ্ন তুলছেন, জ্বালানির মান পরীক্ষার নিয়ম কি যথাযথভাবে অনুসরণ করা হয়েছিল? কী কারণে এত আধুনিক বিমান একেবারেই উচ্চতা না পেয়ে ভেঙে পড়ল? বোয়িং সংস্থা ও এয়ার ইন্ডিয়ার অভ্যন্তরীণ নজরদারি কোথায় ছিল? এই প্রশ্নগুলোর উত্তর পেতে আরও বিস্তৃত ও স্বচ্ছ তদন্ত এখন সময়ের দাবি।

প্রবল বৃষ্টির জেরে কেদারের পথে ধস, মৃত্যু পুণ্যার্থীর, আপাতত বন্ধ তীর্থযাত্রা

নয়াদিল্লি, ১৫ জুন ঃ প্রবল বৃষ্টির জেরে মর্মান্তিক দুর্ঘটনা কেদারনাথের যাত্রাপথে। সোনপ্রয়াগ থেকে কেদারনাথ যাওয়ার পথে ধস নেমে মৃত্যু হল এক পুণ্যার্থীর। পাশাপাশি দুর্ঘটনার জেরে ২ জন আহত হয়েছেন বলে জানা যাচ্ছে। ধসের জেরে বন্ধ হয়ে গিয়েছে রাস্তা। এই অবস্থায় কোনওরকম ঝুঁকি এড়াতে অনির্দিষ্টকালের ওই পথে কেদারনাথ যাত্রা বন্ধ করা হয়েছে। রুদ্রপ্রয়াগ পুলিশের তরফে জানানো হয়েছে, গত কয়েকদিন ধরে একনাগাড়ে ভারী বৃষ্টির জেরে ওই পথে জঙ্গলচট্টির কাছে বড়সড় ধস নেমেছে। ভারী পাথর চাপা পড়ে মৃত্যু হয়েছে একজনের। পাশাপাশি আরও দু'জন আহত হয়েছেন। ধ্বংসাবশেষ এবং পাথর পড়ে বন্ধ হয়ে গিয়েছে রাস্তা। এদিকে চলতি সপ্তাহে ভারী বৃষ্টির পূর্বাভাষ রয়েছে এই অঞ্চলে। জারি হয়েছে হলুদ সতর্কতা। এই অবস্থায় ভক্তদের নিরাপত্তার কথা মাথায় রেখে সোনপ্রয়াগ থেকে কেদারনাথ ধামে যাওয়ার পথ বন্ধ করা হয়েছে। আগামী নির্দেশ না আসা পর্যন্ত ওই পথে কেউ যাতায়াত করবেন না।

এদিকে শুধুমাত্র জঙ্গলচট্টি এলাকায় ভূমিধসে জেরে ওই অঞ্চলে আটকে প।। তীর্থযাত্রীদের উদ্ধার করতে কাজে নেমে পড়েছে উদ্ধারকারী দল। যারা আটকে পড়েছেন তাঁদের উদ্ধারের কাজ শুরু হয়েছে। পাশাপাশি কেদারনাথ ধামে আসা তীর্থযাত্রীদের কাছে আবেদন জানানো হয়েছে নিরাপদ জায়গায় বিশেষ করে হোটেলের কাছাকাছি থাকার জন্য। উল্লেখ্য, গত ৩০ এপ্রিল অক্ষয় তৃতীয়ার দিন আনুষ্ঠানিকভাবে শুরু হয়েছিল চারধাম যাত্রা। ওইদিন গঙ্গোত্রী ও যমুনোত্রী ধাম যাত্রার অনুমতি দেওয়া হয়। এরপর ধাপে ধাপে গত ২ মে কেদারনাথ ও ৪ মে বদ্রীনাথ যাত্রার অনুমতি দেয় সরকার। কেদারনাথ যাত্রায় যাওয়ার জন্য বেশিরভাগ পর্যটক বেছে নেন হাঁটাপথ। পাশাপাশি হেলিকপ্টার যাত্রারও সুবিধা রয়েছে। তবে সাম্প্রতিক সময়ে একাধিকবার রুদ্রপ্রয়াগ থেকে হেলিকপ্টার যাত্রায় দুর্ঘটনার খবর এসেছে।

উত্তরাখণ্ডে হেলিকপ্টার দুর্ঘটনায় যাত্রীদের জন্য মমতার প্রার্থনা

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৫ জুন ঃ উত্তরাখণ্ডে হেলিকপ্টার দুর্ঘটনায় সেটির যাত্রীদের জন্য প্রার্থনা করলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। রবিবার তিনি এক্সবার্তায় লিখেছেন, আজ সকালে আরেকটি বেসামরিক আকাশযান দুর্ঘটনার খবর পাওা গেছে। এটা খুব দু ঃখজনক বিষয়। এবার দুর্ঘটনা হয়েছে উত্তরাখণ্ডে, কেদারনাথ - গৌরীকুণ্ড - গুপ্তকাশী অঞ্চলে। হেলিকপ্টারে একটি শিশু এবং পাইলট সহ ৭ জন আরোহী ছিলেন। সংবাদমাধ্যম ভয়াবহ দুর্ঘটনার আশঙ্কা করছে। উদ্ধার ও অনুসন্ধান অভিযান চলছে। আমি আকাশযানে থাকা প্রত্যেকের জন্য প্রার্থনা করছি।

'যুদ্ধের মাঝেই ইরানে আটকে ১৬০০ ভারতীয়'

নয়াদিল্লি, ১৫ জুন ঃ ইরান ও ইজরায়েলের যুদ্ধে আশঙ্কার মেঘ ভারতের আকাশে। এই যুদ্ধ পরিস্থিতিতে ইরানের মাটিতে আটকে পড়েছেন প্রায় ১৬০০ ভারতীয়। তাঁদের দ্রুত উদ্ধার করার জন্য এবার কেন্দ্রের কাছে দরবার করলেন মিম সাংসদ আসাদউদ্দিন ওয়েইসি। বিদেশমন্ত্রী এস জয়শংকরের কাছে আর্জি জানালেন যাতে দ্রুত তাঁদের উদ্ধার করা হয়। যুদ্ধের জেরে ইরানে আটকে পড়া ভারতীয় নাগরিকদের জন্য উদ্বেগ প্রকাশ করে এক্স হ্যান্ডেলে ওয়েইসি লেখেন, 'ইরানে আটকে রয়েছেন ১৫৯৫ জন ভারতীয়। যাঁদের মধ্যে ১৪০ জন তেহরান বিশ্ববিদ্যালয়ের মেডিক্যাল বিভাগের পড়ুয়া। এর পাশাপাশি ইরাকে আটকে রয়েছেন আরও ১৮৩ জন তীর্থযাত্রী। আমি এই বিষয়ে রাষ্ট্রদূত আনন্দ প্রকাশের সঙ্গে কথা বলেছি। এবং সেখানে আটকে পড়া নাগরিকদের বিষয়ে জানিয়েছি। অনুরোধ করেছি যাতে দ্রুত ভারতীয় নাগরিকদের দেশে ফেরানো হয়। পাশাপাশি আমি বিদেশমন্ত্রী এস জয়শংকর ও মুখ্যমন্ত্রী রেবন্ত রেড্ডির কাছে আবেদন জানাব যত তাড়াতাড়ি সম্ভব সকল ফেরানো হোক।' উল্লেখ্য, গত শুক্রবার ইরানের সামরিক ঘাঁটি এবং পারমাণবিক অস্ত্রভাণ্ডার লক্ষ্য করে আকাশপথে হামলা চালানো হয় ইজরায়েলের তরফে। তার জেরে মৃত্যু হয়েছে ইরান সেনার চিফ অফ স্টাফ মহম্মদ বাঘেরি, রেভোলিউশনারি গার্ডসের কমান্ডার হোসেন সালামি, ইরানের এমার্জেন্সি কমান্ডের কমান্ডার ।

আবার দুর্ঘটনা, এবার গৌরীকুণ্ডে ভেঙে পড়ল হেলিকপ্টার

নয়াদিল্লি, ১৫ জুন ঃ আহমেদাবাদের রেশ কাটেনি এখনও। মাঝ আকাশে আবার দুর্ঘটনা। রবিবার কেদারনাথ থেকে গুপ্তকাশী যাওয়ার পথে আরিয়ান এভিয়েশনের একটি হেলিকপ্টার গৌরীকুণ্ডের জঙ্গলে ভেঙে পড়ে। সূত্রের খবর, কপ্টারটিতে ৬ জন যাত্রী ছিলেন। অসমর্থিত সূত্রে জানা গিয়েছে, এর মধ্যে পাঁচজনের মৃত্যু হয়েছে। তবে সরকারিভাবে এখনও এনিয়ে কিছু জানানো হয়নি। দুর্ঘটনার পর উদ্ধারকাজ শুরু করেছে এনডিআরএফ এবং এসডিআরএফ। উত্তরাখণ্ড সিভিল এভিয়েশন ডেভলপমেন্ট অফরিটি তরফে এই দুর্ঘটনা নিয়ে একটি বিবৃতি প্রকাশ করা হয়েছে। সেখানে বলা হয়েছে, ভোর ৫ টা ২০ নাগাদ ৬ জন যাত্রীকে নিয়ে টেক অফ করে হেলিকপ্টারটি। যাঁদের মধ্যে ৫ জন প্রাপ্তবয়স্ক ও একজন শিশু ছিল। যাত্রীরা উত্তরপ্রদেশ, মহারাষ্ট্র এবং গুজরাটের বাসিন্দা বলে জানা গিয়েছে। খারাপ আবহাওয়ার কারণে হেলিকপ্টারটি দুর্ঘটনার কবলে পড়ে বলে প্রাথমিকভাবে মনে করা হচ্ছে। এদিকে এই নিয়ে এক্স হ্যান্ডেলে পোস্ট করেছেন উত্তরাখণ্ডের মুখ্যমন্ত্রী পুষ্কর সিং ধামি। তিনি লেখেন, 'গৌরীকুণ্ডে জেলায় একটি হেলিকপ্টার ভেঙে পড়ার খবর পাওয়া গিয়েছে। এসডিআরএফ, এনডিআরএফ এবং স্থানীয় প্রশাসন উদ্ধারকাজ শুরু করেছে।' তিনি জানান, রুদ্রপ্রয়াগ জেলায় হেলিকপ্টার দুর্ঘটনার খবর অত্যন্ত দু ঃখজনক। এসডিআরএফ, স্থানীয় প্রশাসন এবং অন্যান্য উদ্ধারকারী দল ত্রাণ ও উদ্ধার কাজে নিয়োজিত রয়েছে। আমি সকল যাত্রীর নিরাপত্তার জন্য বাবা কেদারের কাছে প্রার্থনা করছি। এদিকে এই দুর্ঘটনা নিয়ে এক্স হ্যান্ডেলে পোস্ট করেছেন বাংলার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। উল্লেখ্য, ২ মে থেকে কেদারনাথের দরজা পূর্ণার্থীদের জন্য খুলে দেওয়া হয়। তারপর এই নিয়ে পঞ্চমবার দুর্ঘটনার কবলে পড়ল তীর্থযাত্রী বোঝাই হেলিকপ্টার। এর আগে ৭ জুন কেদারনাথগামী একটি হেলিকপ্টার উত্তরাখণ্ডের একটি সড়কের উপর জরুরী অবতরণ করেছিল। হেলিকপ্টারের লেজ রাস্তায় দাঁড়িয়ে থাকা একটি গাড়ির ওপর ভেঙে পড়ে। যদিও ওই দুর্ঘটনায় কেউ আহত হয়নি। এরই মধ্যে ভেঙে পড়ল আরও একটি হেলিকপ্টার।

পুণায় সেতু ভেঙে মৃত অন্তত ৫, নিখোঁজ বহু পর্যটক

পুণা, ১৫ জুন ঃ মহারাষ্ট্রের পুণে জেলার চিঞ্চওয়াড নগর এলাকায় ইন্দ্রায়নী নদীর উপর একটি লোহার সেতু ভেঙে পড়ায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। রবিবার দুপুরে সেতুটি ভেঙে পড়ার সময় সেটিতে পর্যটকদের ভিড় ছিল। এই দুর্ঘটনায় অন্তত ২৪ জন নদীতে পড়ে যান। এর মধ্যে ১২ জনকে উদ্ধার করে হাসপাতালে পাঠানো হয়, কিন্তু চিকিৎসাধীন অবস্থায় দু'জনের মৃত্যু হয়েছে। এখনও পর্যন্ত নিখোঁজ রয়েছেন ১২ জন, যাদের খোঁজে তপর রয়েছে উদ্ধারকারী দল। স্থানীয় পুলিশ ও উদ্ধারকারী বাহিনীর সূত্রে জানা গিয়েছে, সেতুটি অত্যন্ত

পুরনো ছিল এবং শুধুমাত্র পায়ে চলার উপযোগী ছিল। রবিবার ছুটির দিনে বহু পর্যটক কুণ্ডমালা ঘুরতে এসে ওই সেতুতে ভিড় জমান। নদীর স্রোতে অনেকেই ভেসে যান বলে অনুমান। দমকল ও দুর্যোগ মোকাবিলা বাহিনী ইতিমধ্যে ঘটনাস্থলে পৌঁছে উদ্ধারকাজ শুরু করেছে। বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনীর এক আধিকারিক জানান , জলস্রোতের কারণে উদ্ধারকাজে বেগ পেতে হচ্ছে। তিনি আরও জানান , দুইটি দল কাজ করছে। কিছুজনকে বাঁচানো হয়েছে, কিন্তু এখনও প্রায় ২০-২৫ জন ধ্বংসস্তূপে আটকে থাকতে পারেন বলে আশঙ্কা।

সক্রিয় হচ্ছে মৌসুমি অক্ষরেখা! রবি-সোম বৃষ্টি দক্ষিণবঙ্গে, শীর্ঘই ঢুকবে বর্ষা?

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৫ জুন ঃ সকাল থেকেই মুখ ভার করে রয়েছে আকাশ। সকাল থেকেই ঝিরঝিরে বৃষ্টি শহরে। আবহাওয়া দপ্তরের পূর্বাভাস রবিবার কলকাতায় দিনভর আবহাওয়া এই রকমই ছিল। বিকেলের দিকে বজ্রবিদুৎ-সহ ঝড়বৃষ্টির হয়। দক্ষিণবঙ্গে রবিবার বজ্রবিদ্যুৎ-সহ ঝড় বৃষ্টির সতর্কতা আগেই ছিল। জানা গিয়েছে সক্রিয় হচ্ছে মৌসুমি অক্ষরেখাও। আলিপুর আবহাওয়া দপ্তর জানিয়েছে, দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমি বায়ুর অনুকূল পরিস্থিতি তৈরি হচ্ছে দক্ষিণবঙ্গে। দুটি ঘূর্ণাবর্ত তৈরি হয়েছে। দক্ষিণ বাংলাদেশ ও সংলগ্ন উত্তর বঙ্গোপসাগর এলাকায় একটি। যা থেকেএকটি নিম্নচাপ অক্ষরেখা বিস্তৃত রয়েছে দক্ষিণ ওড়িশা পর্যন্ত। আরও একটি ঘূর্ণাবর্ত রয়েছে পশ্চিম মধ্য বঙ্গোপসাগর ও উত্তর অন্ধ্রপ্রদেশ উপকূলে। তার জেরে মঙ্গল বা বুধবারের মধ্যে দক্ষিণবঙ্গে বর্ষার প্রবেশ করতে পারে এমনটা মনে করা হচ্ছে। এদিকে সক্রিয় হচ্ছে মৌসুমি অক্ষরেখাও। হাওয়া অফিসের পূর্বাভাসে যেমনটা বলা হয় দক্ষিণবঙ্গে রবিবার তেমনই বজ্রবিদ্যুৎ-সহ ঝড়বৃষ্টি হয়। উত্তর ও দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা পূর্ব ও পশ্চিম

মেদিনীপুর কলকাতা, হাওড়া, হুগলি, বীরভূম মুর্শিদাবাদ, নদিয়াতে ঝড়বৃষ্টি হয়। সোমবার থেকে বিক্ষিপ্তভাবে ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা বাড়বে। দিনভর কলকাতার আকাশ মেঘলাই থাকবে। বিক্ষিপ্তভাবে বৃষ্টি হলেও গরম ও অস্বস্তি বজায় রয়েছে। আজ ও কাল ঝড় বৃষ্টির সম্ভাবনা বেশি থাকবে। আজ সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ২৯.২ ডিগ্রি। গতকাল দিনের সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল ৩৫.২ ডিগ্রি। অন্যদিকে, উত্তরবঙ্গে ভারী থেকে অতিভারী বৃষ্টির সতর্কতা দিয়েছে হাওয়া অফিস। দার্জিলিং, কালিম্পং, আলিপুরদুয়ার, কোচবিহার, জলপাইগুড়ি এবং উত্তর দিনাজপুরে ভারী বৃষ্টির সতর্কতা। রবিবার দার্জিলিং ও কালিম্পং এ প্রবল বর্ষণ হয়। মালদহ ও দক্ষিণ দিনাজপুর বজ্রবিদ্যুৎ সহ ঝড়বৃষ্টির আশঙ্কা। উত্তরবঙ্গে প্রবল বর্ষণের কারণে নদীর জলস্তর বাড়বে। তিস্তা, তোর্সা জলঢাকা-সহ অন্যান্য নদীর জলস্তর বাড়তে পারে। নিচু এলাকা প্লাবনের আশঙ্কা। বৃষ্টির কারণে দৃশ্যমানতা কমতে পারে তাই সড়কপথে যান চলাচলের সতর্কতা পরামর্শ পর্যটকদের।

গালওয়ান সংঘাতের পর প্রথমবার চিন সফরে যাবেন রাজনাথ সিং

নয়াদিল্লি, ১৫ জুন ঃ গালওয়ান সংঘাতের পর প্রথমবার চিন সফরে যাবেন ভারতের প্রতিরক্ষামন্ত্রী! এমনটাই শোনা যাচ্ছে সূত্র মারফত। চলতি মাসের শেষেই সাংহাই কোঅপারেশন অর্গানাইজেশনের সদস্য দেশগুলির প্রতিরক্ষামন্ত্রীদের বৈঠক রয়েছে। চিনে আয়োজিত এই বৈঠকে যোগ দিতে যেতে পারেন প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিং। উল্লেখ্য, পাক প্রতিরক্ষামন্ত্রী খোয়াজা আসিফও যোগ দিতে পারেন এই বৈঠকে। ১০ দেশকে নিয়ে গঠিত এই এসসিও'র সদস্য রাশিয়া, চিন, কাজাখস্তান, কিরঘিজস্তান, উজবেকিস্তান, ইরান, বেলারুশ, ভারত এবং পাকিস্তান। চলতি মাসের শেষেই এই ১০ দেশের প্রতিরক্ষামন্ত্রী বৈঠকে বসবেন চিনের কিংডাও শহরে। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক এক আধিকারিক জানিয়েছেন, সেই বৈঠকে যোগ দিতে যেতে পারেন রাজনাথও। উল্লেখ্য, প্রতিরক্ষামন্ত্রী হিসাবে এই প্রথমবার চিনে পা রাখতে চলেছেন রাজনাথ। গালওয়ান সংঘাতের পরেও এই প্রথমবার চিনে যাচ্ছেন ভারতীয় প্রতিরক্ষামন্ত্রী। সূত্রের খবর, চিনের প্রতিরক্ষামন্ত্রী অ্যাডমিরাল ডং

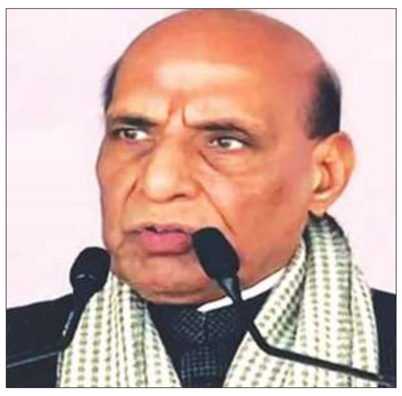

জুনের সঙ্গে বৈঠকেও বসতে পারেন রাজনাথ। তবে এখনও নির্ঘণ্ট চূড়ান্ত করা হয়নি। প্রসঙ্গত, গালওয়ান সংঘাত অধ্যায় ভুলে ধীরে ধীরে বরফ গলছে ভারত-চিন সম্পর্কে। শুক্রবার দিল্লিতে বৈঠকে বসেন ভারতের বিদেশসচিব বিক্রম মিসরি ও চিনের উপ বিদেশমন্ত্রী সান ওয়েইডং। সেই বৈঠকের পর জানা গিয়েছে, ভারত-চিন বিমান পরিষেবা পুনরায় শুরু করার কথা ভাবছে দুই দেশ। চারবছর পরে স্বাভাবিকভাবে শুরু হয়েছে মানস সরোবর যাত্রাও। গালওয়ানের পর ডেমচক, দেপসাংয়ের মতো একাধিক এলাকায় সেনা মোতায়েন করা হয়েছিল। কিন্তু গত বছরের অক্টোবর মাসেই লাদাখের প্রকৃত নিয়ন্ত্রণরেখা থেকে সেনা প্রত্যাহার নিয়ে চুক্তি হয় ভারত ও চিনের মধ্যে। তবে পহেলগাঁও হামলা এবং তার পরবর্তী অপারেশন সিঁদুর আবহে বারবার পাকিস্তানের পাশে দাঁড়িয়েছে চিন। সেদেশে গিয়ে বৈঠক করেছেন পাক বিদেশমন্ত্রী ইশাক দার। এহেন পরিস্থিতিতে পাকিস্তানের ' চিনের সঙ্গে কূটনৈতিক সম্পর্কে উন্নতি করতে পারবে ভারত? চিন-পাকিস্তান অর্থনৈতিক করিডর প্রকল্প নিয়ে আপত্তির বিষয়টি বেজিংয়ের কাছে তুলে ধরা যাবে? নজর থাকবে রাজনাথের চিন সফরের দিকে।

আহমেদাবাদের দুর্ঘটনার ভিডিও করা কিশোর ট্রমায় রয়েছে

আহমেদাবাদ, ১৫ জুন ঃ আহমেদাবাদে এয়ার ইন্ডিয়ার এআই ১৭১ বিমান দুর্ঘটনায় এখনও পর্যন্ত ২৭৯ জনের মৃত্যুর খবর পাওয়া গিয়েছে। দুর্ঘটনাস্থলে আরও মৃতদেহ রয়েছে বলে মনে করা হচ্ছে। গোটা দেশ শোকস্তব্ধ এমন এক দুর্ঘটনায়। কীভাবে বিমানটি টেক অফ করার কিছুক্ষণ পরে ফের মাটিতে নেমে এল, তারপর আছড়ে পড়ল, সেই ভিডিওটি ভাইরাল হয়ে গিয়েছিল মুহূর্তে। এবার আহমেদাবাদের ক্রাইম ব্রাঞ্চ রেকর্ড করল সেই ২৪ সেকেন্ডের ভিডিওটি যে তুলেছে সেই ১৭ বছরের কিশোর। নেট ভুবনে একটি ভিডিও ছড়িয়েছে, যেখানে দাবি করা হচ্ছে ওই কিশোরকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। কিন্তু সেই দাবি উড়িয়ে দিচ্ছেন তদন্তকারীরা। তাঁরা জানিয়েছেন, এই দুর্ঘটনার একজন সাক্ষী হিসেবেই ওই কিশোরের বয়ান রেকর্ড করা হয়েছে।

শ্রদ্ধাঞ্জলি

জন্ম ঃ ৩রা জুন, ১৯৩০ গীতাঞ্জলি নস্কর প্রয়াণঃ ১৬ই জুন, ২০১৮

৮ 'বছর পার হয়ে গেল তুমি আমাদের মাঝে নেই। তবু তুমি আছো সর্বক্ষণ আমাদের হৃদয়ে ও মননে। তোমার শেখানো জীবনবোধ আমাদের আত্মস্থ করে রাখুক এবং হোক আমাদের চলার পথে পাথেয়।

যেখানেই থাকো তুমি ভালো থেকো-
তোমার পরিবারবর্গ ও 'দুরন্ত বার্তা'র কর্মীবৃন্দ

MUDRAN

শিখ সম্প্রদায়কে 'অপমান' করে এবার বিপাকে বিজেপি সাংসদ

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৫ জুন ঃ শুভেন্দু অধিকারীর পর সুকান্ত মজুমদার। শিখ সম্প্রদায়কে 'অপমান' করে এবার বিতর্কে জড়ালেন বালুরঘাটের বিজেপি সাংসদ। তাঁর বিরুদ্ধে পুলিশের কাছে অভিযোগ দায়ের শিখ সংগঠনের। ক্ষমা না চাইলে তাঁর বিরুদ্ধে বৃহত্তর আন্দোলনে নামার হুঁশিয়ারিও দেওয়া হয়েছে। ঠিক কী করেছেন বিজেপি রাজ্য সভাপতি? রবিবার কলকাতার শ্রী গুরু সিং সভার অফিসিয়াল ফেসবুক পেজে একটি ভিডিও শেয়ার করা হয়। ওই ভিডিওতে দেখা গিয়েছে, কলকাতা পুলিশের প্রিজন ভ্যানে উঠে দাঁড়িয়ে রয়েছেন সুকান্ত মজুমদার। হাওয়াই চপ্পলের কাটআউট বাইরে লক্ষ্য ছোঁড়েন। ওই কাটআউটটি উড়ে গিয়ে এক শিখ ধর্মাবলম্বীর পাগড়িতে লেগে মাটিতে পড়ে যায়। বলে রাখা ভালো, শিখ ধর্মাবলম্বীদের কাছে পাগড়ি অত্যন্ত পবিত্র। এই ভিডিও শেয়ার করে তাই সুকান্ত মজুমদারের বিরুদ্ধে ধর্মীয় ভাবাবেগে আঘাত দেওয়ার অভিযোগ করেছেন শিখ ধর্মাবলম্বীরা। রবিবার বিকেলে বাংলার শিখ গুরুদ্বারের প্রতিনিধিরা সাংবাদিক বৈঠক করেন। তাঁরা জানান, ধর্মীয় ভাবাবেগে আঘাতের অভিযোগ সুকান্ত মজুমদারের বিরুদ্ধে পুলিশের কাছে অভিযোগ দায়ের করেছে। তাঁদের তরফে জানানো হয়েছে, যদি সুকান্ত মজুমদার ক্ষমা না চান, তাহলে আমরা বিজেপি ও সুকান্ত

মজুমদারের বিরুদ্ধে বৃহত্তর আন্দোলন শুরু করব। যখন শুভেন্দু অধিকারী এক শিখ অফিসারকে 'খলিস্তানি' বলেছিলেন, তখন আমরা টানা ৩৬ দিন ধরে প্রতিবাদ করেছি। এবার সুকান্ত মজুমদার যদি ক্ষমা না চান, তাহলে আমরা আরও বৃহত্তর আন্দোলন শুরু করব। উল্লেখ্য, এর আগে গত বছরের ফেব্রুয়ারি মাসে উত্তপ্ত সন্দেশখালির পরিস্থিতি পরিদর্শনে যায় বিজেপি বিধায়কদের একটি প্রতিনিধি দল। নেতৃত্বে ছিলেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। ধামাখালির কাছে বিজেপি প্রতিনিধি দলকে আটকায় পুলিশ। সেই দলে ছিলেন ইনটেলিজেন্স ব্রাঞ্চের স্পেশাল সুপার, আইপিএস অফিসার যশপ্রীত সিং। শিখ সম্প্রদায়ের ওই আইপিএসের মাথায় স্বভাবতই পাগড়ি ছিল। অভিযোগ, আর তা দেখেই বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী নাকি 'ওটা খলিস্তানি'বলে কটাক্ষ করেন। তাতে খেপে যান ওই পুলিশ অফিসার। পাল্টা প্রশ্ন করেন, আমার মাথায় পাগড়ি দেখে খলিস্তানি বলছেন? এ কেমন কথা? উভয়ের তর্কবিতর্কে ধামাখালির কাছে পরিস্থিতি আরও উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। সেই ঘটনার জেরে শুভেন্দু অধিকারীকে নাকি সতর্কও করেছিলেন বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি জে পি নাড্ডা। এবার দেখার সুকান্তর ভাগ্যে কী রয়েছে।

মৃতদের নিশ্চিত শনাক্তকরণে তুরুপের তাস ওই ডিএনএ

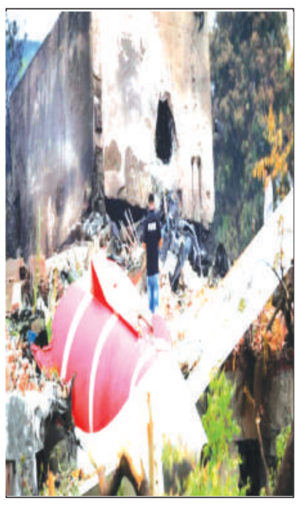

আহমেদাবাদ, ১৫ জুন ঃ বিমান দুর্ঘটনায় ডিএনএ মিলেছে ৯ জনের, বিমান দুর্ঘটনার পর শনিবারই প্রথম দেহ তুলে দেওয়া হয়েছে পরিবারের হাতে। সম্ভাব্য আইনি জটিলতা এড়াতে এই মুহূর্তে মৃতদের নিশ্চিত শনাক্তকরণে তুরুপের তাস হয়ে উঠেছে ওই ডিএনএ।বাকি যেসব দেহের ডিএনএ মিলেছে, সেগুলিও ধাপে ধাপে হস্তান্তরের প্রক্রিয়া চলছে, তবে পুরোপুরি ডিএনএ মেলানো ও আইনি প্রক্রিয়া শেষ না হওয়া পর্যন্ত তা পরিবারের হাতে তুলে দেওয়া হবে না বলে জানিয়েছে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ।নিহতদের আত্মীয়দের অনেকেই আহমেদাবাদে এসে ডিএনএ নমুনা দিয়েছেন। অনেককে বিদেশ থেকে আসতে হয়েছে শুধু এই কারণে। সেই নমুনা মেলানোর প্রক্রিয়াই এখন দেহ শনাক্তের একমাত্র উপায়। যতক্ষণ না পর্যন্ত ডিএনএ রিপোর্ট আসছে এবং আইনি প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ হচ্ছে, ততক্ষণ কোনও দেহই হস্তান্তর করা হচ্ছে না।বিমান দুর্ঘটনায় মৃতের সংখ্যা কত তা এখনও চূান্ত করেনি সরকার। তবে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, প্রতিটি দেহের বিজ্ঞানসম্মত শনাক্তকরণ না হওয়া পর্যন্ত চূড়ান্ত তালিকা প্রকাশ করা হবে না।হাসপাতাল সূত্রে খবর, মৃতদের অধিকাংশের ক্ষেত্রে পরিস্থিতি জটিল হয়ে যায়। দেহগুলি এতটাই পুড়ে গিয়েছিল যে ডিএনএ পরীক্ষাই একমাত্র ভরসা ছিল।

বিএসএফ জওয়ানের মৃত্যুকে ঘিরে প্রশ্ন

মুর্শিদাবাদ, ১৫ জুন ঃ ধুলিয়ানের এক গুলিবিদ্ধ বিএসএফ জওয়ানের মৃত্যুকে ঘিরে প্রশ্ন দেখা দিয়েছে। নিজেদের মধ্যে বচসার জেরে এক জওয়ান অন্যজনকে গুলি করেছেন বলে সূত্রের দাবি। ঘটনায় এক জওয়ানকে আটক করা হয়েছে।শনিবার গভীর রাতে জওয়ানের মৃত্যুর বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন জঙ্গিপুর পুলিশ জেলার সুপার অমিত কুমার সাউ। সংবাদমাধ্যমকে তিনি বলেন, নিজেদের মধ্যে ঝামেলায় গুলিবিদ্ধ হয়ে বিএসএফ জওয়ানের মৃত্যু হয়েছে বলে শুনেছি। পুরো বিষয়টি খতিয়ে দেখা হচ্ছে।জানা গিয়েছে, রাত সাড়ে দশটা নাগাদ ধুলিয়ানের পাহাড়ঘাটি এলাকায় ডিউটি করার সময় দুই বিএসএফ জওয়ানের মধ্যে কোনও একটি বিষয়কে কেন্দ্র করে বচসা শুরু হয় বলে। ক্রমশ সেই বিবাদ বাড়তে থাকে। শেষমেশ বচসার জেরে রতন সিং নামে এক জওয়ানকে গুলি করেন মিশরা নামে আর এক জওয়ানকে।গুলিবিদ্ধ অবস্থায় ওই বিএসএফ জওয়ানকে প্রথমে স্থানীয় অনুপনগর হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় শামশেরগঞ্জ থানার বিশাল পুলিশবাহিনী । পরিস্থিতি আশঙ্কাজনক হওয়ায়. রাতেই জঙ্গিপুর মহকুমা হাসপাতালে রেফার করা হয়. বিএসএফ জওয়ানকে। সেখানে নিয়ে যাওয়া হলে চিকিৎসকরা রতন সিংকে মৃত বলে ঘোষণা করেন । তাঁদের প্রাথমিক অনুমান, হাসপাতালের আনার পথেই জওয়ানের প্রাণ গিয়েছে । অন্যদিকে, এই ঘটনায় অভিযুক্ত জওয়ানকে আটক করা হয়েছে বলে খবর

ইতালি গাত্তুসোকে প্রধান কোচ হিসেবে নিয়োগ

রোম, ১৫ জুনঃ ইতালিয়ান ফুটবল ফেডারেশনের প্রতিনিধি দলের প্রধান জিয়ানলুইজি বুফন গত শনিবার জানিয়েছেন, বরখাস্ত হওয়া লুসিয়ানো স্প্যালেটির স্থলাভিষিক্ত হিসেবে ইতালি তাদের প্রাক্তন মিডফিল্ডার জেনারো গাত্তুসোকে ম্যানেজার হিসেবে নিয়োগ করেছে। আশা করি এটা আমাদের সেরা নির্বাচন।বুফন ইতালির রাষ্ট্রীয় সম্প্রচারক আরএআইকে বলেছেন।উল্লেখ্য, দুই বছরেরও কম সময়ের মধ্যে স্প্যালেত্তিকে বরখাস্ত করা হয়। ইতালির প্রথম বিশ্বকাপ বাছাইপর্বের খেলায় নরওয়ের কাছে

সন্ত্রাসবাদ মোকাবিলায় বার্তা প্রধানমন্ত্রীর

নয়াদিল্লি, ১৫ জুন ঃ রবিবার তিন দেশের সফরে রওনা হয়েছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। বিমানে ওঠার আগে প্রধানমন্ত্রী রবিবার জানিয়েছেন, কানাডার প্রধানমন্ত্রী মার্ক কার্নির আমন্ত্রণে জি৭ শীর্ষ সম্মেলনে যোগ দিতে যাচ্ছেন তিনি। তাঁর আগামী সফরের বিভিন্ন বৈঠকে সন্ত্রাসদমনের প্রসঙ্গ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিতে চলেছে বলে জানিয়েছেন মোদী। পহেলগাম কাণ্ডের পরে সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে ভারতের ল।াইয়ে যে সব দেশকে পাশে পেয়েছেন, তাঁদের তিনি ধন্যবাদ জানাতে চান বলেও জানিয়েছেন মোদী।প্রধানমন্ত্রী বলেন, এই তিন দেশ সফর সীমান্ত সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে আমাদের লড়াইয়ে ভারতের প্রতি অবিচল সমর্থনের জন্য দেশগুলিকে ধন্যবাদ জানানোর একটি সুযোগ। সন্ত্রাসবাদ মোকাবিলায় বিশ্বব্যাপী বোঝাপড়া জোরদার করারও একটি সুযোগ বলে জানান প্রধানমন্ত্রী। যখন দেশ উন্নত হওয়ার লক্ষ্যে কাজ করে চলেছে তখন আপনাদের সরকারি চাকুরিতে আসা এক বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। এটি আপনাদের পরিশ্রমের ফল। আমি যারা নিয়োগপত্র পেয়েছেন সেইসব যুবক-যুবতীদের ও তাদের পরিবার পরিজনকে অনেক অনেক অভিনন্দন জানাই, অনেক অনেক শুভ কামনাও জানাচ্ছি। বন্ধুগণ,স্বাধীনতার এই অমৃতকালে আমি সব দেশবাসীকে আগামী ২৫ বছরে ভারতকে উন্নত করার সংকল্প গ্রহণের আহ্বান জানাই। আগামী ২৫ বছর আপনাদের সকলের সঙ্গে জন্য যেমন গুরুত্বপূর্ণ তেমনই দেশের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বর্তমানে সমগ্র বিশ্বে ভারতের প্রতি যে চিন্তাভাবনা তৈরি হয়েছে, বিশ্বাস জন্মেছে, আকর্ষণ তৈরি হয়েছে, এই সবকিছুর সম্পূর্ণ লাভ গ্রহন করতে হবে। আপনারা দেখেছেন যে ভারত মাত্র ৯ বছরে বিশ্বের অর্থ ব্যবস্থার তালিকায় ১০ নম্বর থেকে ৫ নম্বরে উঠে এসেছে। বর্তমানে প্রায় সব বিশেষজ্ঞরাই বলছেন, আগামী কয়েক বছরে ভারত দুনিয়ায় প্রথম তিনটি অর্থনীতির দেশের তালিকায় উঠে আসবে। প্রথম তিনটি অর্থনীতির দেশের তালিকায় উঠে আসা ভারতের জন্য এক অসামান্য সাফল্য হবে। কারণ সব ক্ষেত্রেই চাকুরির সম্ভাবনা বাড়বে, দেশের সাধারণ নাগরিকদের আয়ও বাড়বে। সব সরকারি কর্মচারীদের জন্যও এর থেকে বড় সুযোগ আর কিছু হতে পারেনা। আপনাদের সিদ্ধান্ত, আপনাদের পদক্ষেপ দেশহিতের জন্য, গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠবে এবং দেশের উন্নয়নে গতি সঞ্চার করবে। এটাই আমি বিশ্বাস করি। এই সুযোগ, এই চ্যালেঞ্জ এবং এই সম্ভাবনা সবকিছুই আপনাদের সামনে রয়েছে। আপনারা এই অমৃতকালে দেশ সেবার বিশেষ সুযোগ পেয়েছেন। দেশের জনগণের জীবন সহজ করতে তাদের সমস্যার সমাধান করতে আপনাদের এগিয়ে আসতে হবে, এটাই হওয়া উচিত আপনাদের প্রাথমিক লক্ষ্য। আপনারা যে বিভাগেই নিয়োগপত্র পেয়ে থাকুন না কেন, যে শহর বা গ্রামেই তা হোক, সর্বদা এ কথা মনে রাখবেন যেন আপনাদের কাজের ফলে জনগণের জীবনযাপন সহজ হয়। জীবনযাত্রার সরলীকরণ হয়, পাশাপাশি আগামী ২৫ বছরের মধ্যে উন্নত ভারত তৈরির জন্য অনুকূল পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়। কখনও কখনও আপনাদের ছোট্ট একটি প্রয়াস কারও কারও ক্ষেত্রে দীর্ঘ কয়েক মাসের প্রতীক্ষার অবসান ঘটাতে পারে। তাঁদের কোনো বিফল হতে যাওয়া কাজ সাফল্য অর্জন করতে পারে। আপনারা আমার একটি কথা অবশ্যই মনে রাখবেন, জনতা জনার্দন এবং তাঁরা ঈশ্বরেরই অন্য রূপ। জনগণের থেকে পাওয়া আশীর্বাদ, দেশের দরিদ্র শ্রেণীর থেকে পাওয়া আশীর্বাদ সর্বদাই ভগবানের আশীর্বাদের সমান হয়। এইজন্য আপনারা অন্যদের সাহায্য করার চিন্তাভাবনা নিয়ে কাজ করবেন। এরফলে আপনাদের যশ বৃদ্ধি পাবে। আপনারা নিজেরাও সন্তুষ্ট হবেন।বন্ধুগণ,আজকের এই অনুষ্ঠানে ব্যাঙ্কিং ক্ষেত্রে বহু মানুষ নিয়োগপত্র পেয়েছেন। অর্থ ব্যবস্থার উন্নয়নের জন্য আমাদের ব্যাঙ্কিং ক্ষেত্রের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। বর্তমানে ভারত সেই দেশগুলির মধ্যে অন্যতম যেখানে ব্যাঙ্কিং ক্ষেত্রকে সবচেয়ে গুরুত্বপুর্ণ বলে মনে করা হয়। কিন্তু ৯ বছর আগে পরিস্থিতি এমন ছিলনা। যখন ক্ষমতা দখলের স্বার্থ জনগণের উন্নয়নকে ছাপিয়ে যায় তখন সব কাজই নষ্ট হয়ে যায়। এর বেশ কিছু উদাহরণ আমরা চোখের সামনে দেখতে পেয়েছি। এই ব্যাঙ্কিং ক্ষেত্র পূর্ববর্তী সরকারের সময় এমন দূরবস্থায় পড়েছিল, আমরা প্রত্যেকেই তা প্রত্যক্ষ করেছি। আপনারা আজকাল ডিজিটাল যুগে রয়েছেন। মোবাইল ফোনের মাধ্যমে ব্যাঙ্কিং পরিষেবা গ্রহণ করেন। ফোনের মাধ্যমে ব্যাঙ্কের কাজকর্মও করেন। কিন্তু ৯ বছর আগে যে সরকার ক্ষমতায় ছিল তখন ফোনের মাধ্যমে ব্যাঙ্কের পরিষেবা পাওয়ার কল্পনাও কেউ করেনি। সম্পূর্ণ কর্মপদ্ধতিই ছিল আলাদা। সেইসময় আপনাদের মতো সাধারণ জনগণের জন্য ফোনের মাধ্যমে ব্যাঙ্কিং পরিষেবা চালু ছিল না। দেশের ১৪০ কোটি মানুষ এই পরিষেবা পাননি। সেইসময় একটি বিশেষ পরিবারে ঘনিষ্ঠ কিছু শক্তিশালী নেতা ব্যাঙ্কে ফোন করে নিজেদের পছন্দের মানুষকে হাজার কোটি টাকা ঋণ দেওয়ার ব্যবস্থা করতেন। এই ঋণগুলি কখনই পরিশোধ করা হয়নি। কাগজেই কেবল কাজ হতো। ঋণ পরিশোধ করার জন্য পুনরায় ব্যাঙ্ককে ফোন করে দ্বিতীয়বার ঋণ, দ্বিতীয়বার নেওয়া ঋণ পরিশোধের জন্য তৃতীয় বার ঋণ এভাবেই চলতো ঋণের পর ঋণ গ্রহণ। এই ফোনের মাধ্যমে ব্যাঙ্কিং পরিষেবার কেলেঙ্কারি পূর্ববর্তী সরকারের সবচেয়ে বড় দুর্নীতির মধ্যে অন্যতম। পূর্ববর্তী সরকারের এই দুর্নীতির জন্য দেশের ব্যাঙ্কিং ব্যবস্থা দুর্বল হয়ে পড়েছিল। ২০১৪ সালে আপনারা আমাদেরকে ক্ষমতায় এনে দেশের সেবা করার সুযোগ দিয়েছেন। ২০১৪ সালে ক্ষমতায় আসার পর আমরা এই পরিস্থিতি থেকে ব্যাঙ্কিং ক্ষেত্রকে এবং দেশকে উদ্ধার করেছি। একের পর এক পদক্ষেপ গ্রহণের মাধ্যমে পরিস্থিতির উন্নতি হয়েছে। আমরা সরকারি ব্যাঙ্কগুলিতে ম্যানেজমেঃটকে মজবুত করেছি। পেশাদারিত্বের ওপর জোর দিয়েছি। আমরা দেশের ছোট ছোট ব্যাঙ্কগুলিকে একত্রিত করে বড় ব্যাঙ্ক তৈরি করেছি। আমরা এটি সুনিশ্চিত করেছি যে ব্যাঙ্কে সাধারণ নাগরিকের ৫ লক্ষ টাকা পর্যন্ত অর্থ কখনও হারিয়ে না যায়। কেননা ব্যাঙ্কের প্রতি সাধারণ নাগরিকের বিশ্বাস মজবুত করা অত্যন্ত জরুরি ছিল। বেশ কিছু কর্পোরেট ব্যাঙ্ক তখন ডুবতে বসেছিল। সাধারণ জনগণের পরিশ্রমের অর্থ ডুবে যাচ্ছিল, এইজন্য আমরা এই সীমা ১ লক্ষ থেকে বাড়িয়ে ৫ লক্ষ টাকা করেছি। এর ফলাফল এখন আপনাদের সামনে। যেসব সরকারি ব্যাঙ্কের হাজার কোটি টাকা ক্ষতি নিয়ে আলোচনা হত বর্তমানে সেইসব ব্যাঙ্কেরই রেকর্ড পরিমান মুনাফা নিয়ে আলোচনা হয়।বন্ধুগণ,ভারতের মজবুত ব্যাঙ্কিং ক্ষেত্র এবং ব্যাঙ্কের প্রত্যেক কর্মচারি বিগত ৯ বছরে সরকারের দৃষ্টিভঙ্গীর সঙ্গে সাযুজ্য রেখে কাজ করেছেন। এইজন্য আমরা সকলে গর্বিত। ব্যাঙ্কে কর্মরত আমার সব কর্মচারী ভাই-বোনেদের তাঁদের কঠোর পরিশ্রমের মাধ্যমে এই সংকট থেকে ব্যাঙ্কিং ক্ষেত্রকে বের করে আনার জন্য এবং দেশের অর্থ ব্যবস্থাকে মজবুত করার জন্য ধন্যবাদ জানাই। ব্যাঙ্কের কর্মচারীরা কখনও আমার লক্ষ্যকে ভ্রষ্ট হতে দেননি।

উত্তর প্রদেশে ৬০ হাজারের বেশি কনস্টেবলকে নিয়োগপত্র কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর

লখনউ, ১৫ জুন ঃ রবিবার কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ সদ্য নিয়োগ পাওয়া উত্তর প্রদেশ পুলিশের কনস্টেবলদের হাতে নিয়োগপত্র তুলে দেন লখনউতে। জানা গেছে সদ্য নিযগে পাওয়া উত্তর প্রদেশ পুলিশের কনস্টেবলের সংখ্যা ৬০ হাজার ২৪৪ জন।উত্তর প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথও অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। রাজ্যের আইনশৃঙ্খলা আরও মজবুত করার লক্ষ্যে এটি বড় পদক্ষেপ বলে মনে করা হচ্ছে। এদিন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহকে স্বাগত ও সংবর্ধনা জানান উত্তর প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ। লখনউ এর ডিফেন্স এক্সপো গ্রাউন্ডে এই কার্যক্রম হয় বলে মনে হয় আজ।

করোনায় সতর্ক ছত্রিশগড়

রায়পুর, ১৫ জুন ঃ ছত্রিশগড়ে আবারও বাড়তে শুরু করেছে করোনা সংক্রমণের হার। রবিবার স্বাস্থ্য দফতরের দেওয়া তথ্য অনুযায়ী, ছত্রিশগড় রাজ্যে নতুন করে ৬ জন করোনা সক্রিয় রোগীর সন্ধান মিলেছে। এই নতুন সংক্রমণের জেলায় মোট করোনার সক্রিয় রোগীর সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৫০।স্বাস্থ্য দফতর সূত্রে জানা গিয়েছে, এই ৫০ জনের মধ্যে ৪০ জন রয়েছেন হোম আইসোলেশনে, ৯ জনকে ভর্তি করা হয়েছে জেনারেল ওয়ার্ডে এবং ১ জন রয়েছেন আইসিইউ-তে। মোট ৫৫ জন রোগী সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে হাসপাতাল থেকে ছাড়া পেয়েছেন। স্বাস্থ্য দফতরের পক্ষ থেকে সকলকে করোনা সচেতনতা বজায় রাখার এবং কোভিড সংক্রান্ত সকল

ইরানের বিরুদ্ধে হুমকি বন্ধ করার একমাত্র উপায় পারমাণবিক অস্ত্র অর্জন!

বিশ্বসংবাদ সংস্থাঃপাকিস্তানি জেনারেলের স্পষ্ট সতর্কবার্তা ইরানের বিরুদ্ধে হুমকি বন্ধ করার একমাত্র উপায় পারমাণবিক অস্ত্র অর্জন!পাকিস্তানি জেনারেলের স্পষ্ট সতর্কবার্তাঃইরানের বিরুদ্ধে হুমকি বন্ধ করার একমাত্র উপায় পারমাণবিক অস্ত্র অর্জন!পার্সটুডে ইসলামি প্রজাতন্ত্র ইরানের ক্ষেপণাস্ত্র সক্ষমতা এবং পূর্বে বিকশিত উন্নত উৎক্ষেপণ ব্যবস্থার কথা উল্লেখ করে পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর একজন সাবেক জেনারেল বলেছেন, যদি ইরানও পারমাণবিক ওয়ারহেড তৈরির প্রযুক্তি অর্জন করে এবং এর কমান্ড ও নিয়ন্ত্রণ কাঠামো সম্পূর্ণ হয.তাহলে ইরানের অস্তিত্বের জন্য কেউ হুমকি সৃষ্টি করতে পারবে না।পার্সটুডে অনুসারে, পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর সাবেক কমান্ডার খালিদ নাঈম লোদি ইরানের জাতীয় সম্প্রচার সংস্থার সাহাব নেটওয়ার্কের উর্দু চ্যানেলকে দেওয়া এক সাক্ষাকারে বলেছেন যে তিনি ইরানের পারমাণবিক কর্মসূচির ভূ-রাজনৈতিক মাত্রা পরীক্ষা করে দেখেছেন এবং এটিকে দেশের টিকে থাকা এবং স্বাধীনতার জন্য একটি কৌশলগত প্রয়োজনীয়তা বলে মনে করছেন।বৈশ্বিক পরিস্থিতি এবং বৃহ শক্তিগুলোর আচরণের কথা উল্লেখ করে তিনি তার বিশ্লেষণে বলেছেন, যদি ইরান এখনও পারমাণবিক অস্ত্র তৈরি না করে তাহলে তার উপর আন্তর্জাতিক চাপ অব্যাহত থাকবে যাতে এটি কখনও এই ক্ষমতা অর্জন না করতে পারে। তবে, যদি ইরান এই ক্ষমতা অর্জনে সফল হয় বা তার সীমার কাছাকাছি চলে আসে, তাহলে পরিস্থিতি পাল্টে যাবে এবং অঞ্চলের ভারসাম্য পুনরায় সংজ্ঞায়িত হবে।সমসাময়িক ইতিহাসের বাস্তবসম্মত পর্যালোচনা করে লোদি উল্লেখ করেন যে লিবিয়া. এবং ইরাকের মতো পারমাণবিক প্রতিরোধ ক্ষমতাবিহীন দেশগুলো সামরিক আগ্রাসনের শিকার হয়েছিল এবং এসবের পরিণতিতে বলা যায় যে শক্তিই একমাত্র ভাষা যার কথা মানুষ শোনে। তিনি বলেন যে যদি একটি দেশ শক্তিশালী হয়, অন্যরা তার সঙ্গে যেকোনো সংঘাত এড়িয়ে যাবে এবং যদি এটি দুর্বল হয় তবে এটি সহজেই চূর্ণবিচূর্ণ হবে।ইরানের ক্ষেপণাস্ত্র ক্ষমতা এবং পূর্বে বিকশিত উন্নত উৎক্ষেপণ ব্যবস্থার কথা উল্লেখ করে পাকিস্তানি সেনা জেনারেল আরো বলেন যে ইরান যদি পারমাণবিক ওয়ারহেড তৈরির প্রযুক্তি অর্জন করে এবং এর কমান্ড এবং নিয়ন্ত্রণ কাঠামো সম্পূর্ণ হয়, তবে এটি আর তার অস্তিত্বের জন্য হুমকি হয়ে উঠবে না, কারণ এটি প্রথম আক্রমণ বা প্রতিশোধমূলক প্রতিরোধে প্রতিক্রিয়া জানাতে সক্ষম হবে।তার সাক্ষাকারের অন্য অংশে ওমান আলোচনায় ইরানের সাম্প্রতিক প্রস্তাবের কথাও তিনি উল্লেখ করেছেন যেখানে তেহরান ঘোষণা করেছিল যে তারা তার পারমাণবিক কর্মসূচিকে সৌদি আরব এবং সংযুক্ত আরব আমিরাতের সাথে একটি যৌথ প্রকল্পে রূপান্তর করতে প্রস্তুত। লোদি এই প্রস্তাবকে একটি চতুর কূটনৈতিক কৌশল হিসেবে বর্ণনা করেছেন যা একদিকে প্রতিবেশী আরব দেশগুলোকে স্বচ্ছতা প্রক্রিয়ায় জড়িত করে এবং অন্যদিকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মতো সরকারগুলোকে সামরিক পদক্ষেপের ন্যায্যতা প্রমাণের অজুহাত কেড়ে নেবে।তিনি উল্লেখ করেছেন যে যদি এই ধরনের যৌক্তিক এবং অংশগ্রহণমূলক প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করা হয় তাহলে সামরিক সংঘাতের কোনো নৈতিক যৌক্তিকতা থাকবে না এবং এটি বিশ্ব জনমতের দৃষ্টিতে ইরানের বিরুদ্ধে আক্রমণাত্মক পদক্ষেপের বৈধতাকে দুর্বল করে দেবে।পারমাণবিক অস্ত্র তৈরি ক্ষেত্রে ধর্মীয় দৃষ্টিভঙ্গি সম্পর্কে ইরানের ইসলামি বিপ্লবের সর্বোচ্চ নেতার ফতোয়ার কথা উল্লেখ করে জেনারেল লোদি বলেন, ইরান যদি সত্যিই এই পথে না যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেয়, তবে এটি বিধিনিষেধ এবং চাপের মুখোমুখি হতে থাকবে। তবে,যদি আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি ইরানকে তার অর্থনৈতিক ও আঞ্চলিক ভূমিকা সুসংহত করতে এবং পাকিস্তান, তুরস্ক, আফগানিস্তান এবং মধ্য এশিয়ার মতো দেশগুলোর সাথে তার প্রতিবেশী অঞ্চলে কৌশলগত সহযোগিতা প্রতিষ্ঠা করতে দেয় তাহলে এটি হুমকি এবং নিষেধাজ্ঞার এই চক্রটি কাটিয়ে উঠতে পারে। উপসংহারে তিনি জোর দিয়ে বলেন যে যেসব দেশ নিষেধাজ্ঞাগুলোকে সুযোগে পরিণত করেছে যেমন ইরান তারা ভেতর থেকে শক্তিশালী হয়ে উঠেছে। খালিদ নাঈম লোদী দেশীয় উৎপাদন, সামরিক এবং অর্থনীতির ক্ষেত্রে ইরানের অগ্রগতির উদাহরণ তুলে ধরেন এবং ইরানের এই ক্রমবর্ধমান অগ্রযাত্রা অন্যান্য মুসলিম জাতির জন্য একটি মডেল বলে মনে করেন তিনি।

গুম্ব কাভোসের সুন্নি জুমার নামাজের ইমামঃইসরাইল বিনা জবাবে পার পাবে না

ইরান১৫জুনঃগনবাদ কাভোসের সুন্নি জুমার নামাজের ইমাম মোল্লা আব্দুল বাসেত নূরিজাদইরানের কিছু অংশে ইহুদিবাদী ইসরাইলি শাসকগোষ্ঠীর আজ ভোরের হামলা এবং দেশের বেশ কয়েকজন সামরিক কমান্ডার,পারমাণবিক বিজ্ঞানী এবং বেসামরিক নাগরিকের শহীদ হওয়ার বিষয়ে নিন্দা জানিয়ে গুম্ববাদ কাভোসের সুন্নি জুমার নামাজের ইমাম বলেছেন যে এই দুর্ভাগ্যজনক শাসকগোষ্ঠীর ঔদ্ধত্য বিনা জবাবে পার পাবে না।পার্সটুডে অনুসারে, শুক্রবার ইরনার একজন প্রতিবেদকের সাথে এক সাক্ষাকারে, মোল্লা আব্দুল বাসেত নূরিজাদ বেশ কয়েকজন সামরিক কমান্ডার, পারমাণবিক বিজ্ঞানী এবং ইরানি জনগণের শহীদ হওয়ার বিষয়ে শোক প্রকাশ করে আরো বলেছেন, যেমনটি সর্বোচ্চ নেতা বলেছেন খুনি ইহুদি শাসকগোষ্ঠীর এই ঔদ্ধত্যের প্রতি ইরানের প্রতিক্রিয়া হবে নিষ্পত্তিমূলক এবং অত্যন্ত কঠোর।তিনি আরো বলেন, ইহুদি শাসকগোষ্ঠী এবং তার উদ্ধত সমর্থকদের জানা উচিত যে এই ধরনের আক্রমণ ইরানি জাতির ঐক্য ও সংহতিতে তো কোনো ব্যাঘাত ঘটাতে পারবেই না বরং আঞ্চলিক অধিকার লঙ্ঘনের বিরুদ্ধে তাদের দেশকে রক্ষা করার ক্ষেত্রে তাদের মধ্যে ঐক্যও আরো শক্তিশালী করবে।ইরানি জনগণের বিভিন্ন অংশের মধ্যে সংযম, ঐক্য এবং সংহতি বজায় রাখার প্রয়োজনীয়তার উপর জোর দিয়ে নূরিজাত আরো বলেন, আল্লাহর ইচ্ছায় ইহুদিবাদী শাসক গোষ্ঠীর প্রতি ইরানের শক্তিশালী বাহিনীর চূড়ান্ত প্রতিক্রিয়ায় বিপ্লব ও ইসলামের শত্রুরা আগের চেয়েও বেশি হতাশ হয়ে পড়বে।আজ ভোরে শুক্রবার, ১৩ জুন, তেহরান এবং দেশের বেশ কয়েকটি শহরে ইহুদিবাদী শাসনের সন্ত্রাসী হামলার পর, বেশ কয়েকজন সামরিক কমান্ডার, বিজ্ঞানী এবং বেসামরিক নাগরিক শহীদ হন।ইহুদিবাদী শাসনের এই অপরাধের পর মহান ইরানি জাতির উদ্দেশ্যে সম্বোধন করা এক বার্তায় বিপ্লবের সর্বোচ্চ নেতা বলেনছেন, ইহুদীবাদী ইসরাইলের জন্য এখন কঠোর শাস্তি অপেক্ষমান। ইনশাআল্লাহ,ইসলামি প্রজাতন্ত্রের সশস্ত্র বাহিনীর শক্তিশালী হাত তাদের ছাড়বে না বলে মনে হয়।

পাঁচ দিনের জন্য তিন দেশ সফরে রওনা প্রধানমন্ত্রী

নয়াদিল্লি, ১৫ জুন ঃ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী সাইপ্রাস, কানাডা এবং ক্রোয়েশিয়া সফরে পাঁচ দিনের জন্য রওনা হয়েছেন রবিবার।চলতি বছরে জি৭ বৈঠকের আসর বসছে কানাডায়। কয়েকদিন আগেই এই বৈঠকে যোগ দেওয়ার জন্য মোদীকে আমন্ত্রণ জানান কানাডার প্রধানমন্ত্রী মার্ক কার্নি। রবিবার প্রথমে সাইপ্রাসে যাচ্ছেন মোদী। সোমবার সেখান থেকেই রওনা দেবেন কানাডায়। ১৬-১৭ জুন জি৭ শীর্ষ সম্মেলনে অংশগ্রহণ করবেন। এটি হবে জি৭ শীর্ষ সম্মেলনে প্রধানমন্ত্রী মোদীর টানা ষষ্ঠ অংশগ্রহণ। শীর্ষ সম্মেলনে প্রধানমন্ত্রী জি৭ দেশগুলির নেতাদের সঙ্গে এবং অন্যান্য আমন্ত্রিত দেশগুলির প্রধানদের সঙ্গে আলোচনা করবেন। শীর্ষ সম্মেলনের সময় তিনি বেশ কয়েকটি দ্বিপাক্ষিক বৈঠকও করবেন। তাঁর সফরের শেষ পর্যায়ে, প্রধানমন্ত্রী মোদী ক্রোয়েশিয়া প্রজাতন্ত্রের প্রধানমন্ত্রী আন্দ্রেজ প্লেনকোভিচের আমন্ত্রণে ১৮ জুন ক্রোয়েশিয়ায় একটি সরকারি সফর করবেন। এটি হবে কোনও ভারতীয় প্রধানমন্ত্রীর ক্রোয়েশিয়ায় প্রথম সফর।

উত্তরাখণ্ডে হেলিকপ্টার দুর্ঘটনা, কড়া পদক্ষেপ মুখ্যমন্ত্রীর

দেহরাদুন, ১৫ জুনঃ কেদারনাথ থেকে ফেরার পথে রবিবার তীর্থযাত্রিবাহী একটি হেলিকপ্টার ভেঙে পড়ার পরে কড়া পদক্ষেপ নিলেন উত্তরাখণ্ডের মুখ্যমন্ত্রী পুষ্কর সিংহ ধামি। উত্তরাখণ্ড জুড়ে হেলিকপ্টার চলাচলের ক্ষেত্রে এসওপি (স্যান্ডার্ড অপারেটিং প্রসিডিওর) জারি করছে তাঁর দফতর। এ ছাড়াও হেলিকপ্টারের যান্ত্রিক খুঁটিনাটি খতিয়ে দেখার জন্য বিশেষজ্ঞদের নিয়ে একটি কমিটি গঠন করার নির্দেশ দিয়েছেন ধামি।উল্লেখ্য, রবিবার সকালে এই দুর্ঘটনা ঘটে। উদ্ধারকাজে নামে এনডিআরএফ এবং এসডিআরএফ। জানা গিয়েছে, গৌরিকুণ্ড ও ত্রিযুগীনারায়ণের মাঝে গভীর জঙ্গলে ভেঙে পড়ে হেলিকপ্টারটি। প্রাথমিকভাবে মনে করা হচ্ছে, খারাপ আবহাওয়ার কারণেই হেলিকপ্টারটি ভেঙে পড়েছে। জানা গিয়েছে, কেদারনাথ ধামের কাছেই দুর্ঘটনাটি ঘটে। গুপ্তকাশী যাচ্ছিল কপ্টারটি। ভোর ৫টা নাগাদ ৫ জন যাত্রী ও পাইলটকে নিয়ে ওড়ে কপ্টারটি। কিন্তু কিছুক্ষণ পরই তা নীচে নামতে শুরু করে। নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে সাড়ে ৫টা নাগাদ গৌরিকুণ্ড ও ত্রিযুগীনারায়ণের মাঝে গভীর জঙ্গলে ভেঙে পড়ে কপ্টারটি।

ইরান-ইজরায়েলের সংঘর্ষে মধ্য প্রাচ্যে বাড়ছে উত্তাপ

তেল আভিভ, ১৫ জুন ঃ ইরান, ইজরায়েলের সংঘর্ষে মধ্য প্রাচ্যে উত্তাপ বাড়ছে। শনিবারও মধ্য রাতে দুই দেশ নতুন করে একে অপরের উপরে আঘাত হেনেছে বলে জানা গেছে।ইজরায়েল সেনা দাবি করেছে, ধারাবাহিকভাবে ইরানের তেহরানে পরমাণুকেন্দ্রে আঘাত করা হয়েছে। নিশানায় ছিল ইরানের প্রতিরক্ষা মন্ত্রকের সদর দফতর ও এসপিএনডি পরমাণু প্রজেক্টের সদর দফতরও। এ ছাড়াও ইরান যেখানে যেখানে পরমাণু শক্তির সংরক্ষণ করেছে সে সব জায়গাগুলিও ইজরায়েলের লক্ষ্য ছিল, দাবি সে দেশের সেনার বলে মনে করেছে অনেকেই বলে থাকেন।

দক্ষিণ আফ্রিকার টেস্ট চ্যাম্পিয়ন শিরোপা জয়ের পর সোশ্যাল মিডিয়ায় বিশিষ্টদের প্রতিক্রিয়া

কলকাতা, ১৫ জুন ঃপ্রোটিযাদের এই জয়ের পর বিশ্বজুড়ে প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়েছে, যার মধ্যে এবি ডি ভিলিয়ার্স, ডেল স্টেইন, শচীন টেন্ডুলকার এবং ক্রিস গেইলের মতো বিশিষ্টরা রয়েছেন।এবি ডি ভিলিয়ার্সঃঅসাধারণ জয়! ম্যাচ জয়ী সেঞ্চুরির জন্য মার্করামকে অভিনন্দন, আর এত বরফ আর আগুন দিয়ে নেতৃত্ব দেওয়ার জন্য টেম্বাকে অভিনন্দন।ডেল স্টেইনঃ এই সুন্দর ফর্ম্যাটের খেলা দেখার অভিজ্ঞতা কী অসাধারণ! জমে ওঠা নাটকীয়তা, ধীরগতির প্রত্যাশা, এবং মিষ্টি জয় সবকিছুই ছিল উপভোগ করার মতো মুহূর্ত এবং আমার ছেলেদের সাফল্যে আমি রোমাঞ্চিত।শচীন টেন্ডুলকারঃশেষ ইনিংসে শান্ত এবং সংযত থাকার জন্য টেন্ডুলকার মার্করাম-বাভুমার প্রশংসা করেছেন। এই জুটি দক্ষিণ আফ্রিকার আশাকে ইতিহাসে পরিণত করেছে ।হার্শেল গিবঃটস থেকেই নিখুঁত পারফর্মেন্সের কথা স্বীকার করেছেন হার্শেল গিবসঃখুব ভালো একটা ম্যাচ উপভোগ করলাম। ছেলেদের ধন্যবাদ।কুমার সাঙ্গাকারাঃদুর্দান্ত মার্করাম! টেম্বা বাভুমার নেতৃত্বে দক্ষিণ আফ্রিকার দুর্দান্ত জয় পেল। টেস্ট ক্রিকেটের জন্য এটি একটি দুর্দান্ত বিজ্ঞাপন ছিল। আইসিসি বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়ন দক্ষিণ আফ্রিকাকে অভিনন্দন!ইয়ান বিশপঃদক্ষিণ আফ্রিকার জন্য একটি গৌরবময় দিন। মার্করামের সাহসহীন সেঞ্চুরি দক্ষিণ আফ্রিকাকে ঐতিহাসিক জয় এনে দিল।ক্রিস গেইলঃএটি তার জন্য একটি ক্যারিয়ার-নির্ধারক সেঞ্চুরি, এবং তিনি এতে সত্যিই খুশি হবেন কারণ তিনি দক্ষিণ আফ্রিকাকে তাদের প্রথম বিশ্ব ট্রফি জিততে সাহায্য করেছিলেন।

রাশিফল

মেষঃ আপনার সাহচর্যে আপনার সঙ্গী নিশ্চিন্ত ও নিরাপদ বোধ করবেন। প্রেমের জীবন ভালোই কাটবে, কেননা আপনার প্রিয় মানুষের সঙ্গে আপনার সম্পর্ক সমণ্বয়পূর্ণ হবে। বিনিয়োগের জন্য এই দিনটি শুভ হতে পারে। যদিও, আপনি বেশি কাজ করবেন ও আর্থিক বিষয় নিয়ে চিন্তা কম করবেন। পেশাগত ক্ষেত্রে আপনি আজ কাজে মনোনিবেশ করবেন।

বৃষঃ এটি একটি শুভ দিন, আপনি পরিবারের নৈতিক সমর্থন পাবেন, যা কিনা আপনাকে প্রবল আনন্দিত করে তুলবে। আপনার প্রিয়তম আপনার সান্নিধ্যে স্বছহন্‌ বোধ করবেন, যা সম্পর্কটিকে পরবর্তী পদক্ষেপের দিকে নিয়ে যাবে।

মিথুনঃপ্রেম জীবন শান্তিপূর্ণ থাকবে। রোমান্টিক কথোপকথন আপনার আবেগকে জাগিয়ে তুলবে। আপনার প্রিয়তমের সঙ্গে ভালো সময় কাটানোর ফলে দীর্ঘস্থায়ী সম্পর্কের পথ প্রশস্ত হবে। আর্থিক চাপের কারণে আপন হয়তো খুব ভালো কাজ করতে পারবেন না।

কর্কটঃসারা দিনে আপনার মাথায় যে চাপ তৈরি করেছেন, আপনার জীবনসঙ্গী তার থেকে মুক্তি পেতে আপনাকে সাহায্য করবেন। যাই হোক, আপনার প্রিয় মানুষকে পাশে পাওয়ার ফলে মানসিক চাপ সামলানো আপনার জন্য কঠিন হবে না। আজকে খুব বেহসি লাভ দেখতে পাওয়া যাচ্ছে না, ফলে আর্থিক পরিস্থিতি গড়পড়তাই থাকবে।

সিংহঃ আজকে রোমান্সের দিন ও আপনি তা সম্পূর্ণ উপভোগ করবেন। আপনার সাহসিকতা আপনার প্রিয় মানুষটির বাসনা জাগিয়ে তুলবে, ফলে প্রেমের ক্ষেত্রে আপনি মুখ্য ভূমিকা নেবেন।।

কন্যাঃমনের ভাব মুখে প্রকাশ করার জন্য আজ ভালো দিন। আপনি হয়তো আপনার প্রিয় মানুষের সঙ্গে কোনও সুন্দর জায়গায় যাওয়ার পরিকল্পনা করবেন।

তুলাঃসম্পর্কের প্রতি আপনার যে অঙ্গীকারের কারণে আপনি সেই বিশেষ ব্যক্তির কাছে হৃদয় উজা। করে দিতে চাইবেন।

বৃশ্চিকঃ ব্যক্তিগত ও পেশাদারী জীবনের মধ্যে ভারসাম্য নিয়ে আসা সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ। জটিল পরিস্থিতি আপনাকে বিভ্রান্ত করে তুলতে পারে, কিন্তু আপনার প্রিয়জন আপনার আত্মবিশ্বাস বাড়াতে সাহায্য করবে।

ধনুঃবিভিন্ন জায়গায় আপনার প্রেয়সীর সঙ্গে সময় কাটাতে ইচ্ছে করবে, কাজেই প্রেম জীবন সঠিকভাবে চলছে বলে মনে হবে।

মকরঃএই রাশির জাতকদের আজ সঙ্গীর সঙ্গে মতপার্থক্যের সম্ভাবনা রয়েছে । তবে তা প্রেমের সম্পর্কের উপর কোনও প্রভাব পড়বে না । সম্পর্ক মজবুতীকরণের জন্য আপনি কৌশল অবলম্বন করতে পারেন । আজ আপনার আর্থিক ভাগ্য ভালো নয় । জলের মতো টাকা বেরিয়ে যাবে ।

কুম্ভঃ প্রেমের জীবনে চ্যালেঞ্জ আসতে পারে। আপনাকে হয়তো আপনার সঙ্গীর প্রয়োজনের দিকে মনোযোগ দিতে হবে। সম্পর্কে সঙ্গতি বজায় রাখার জন্য যা যা করা সম্ভব, তা অবশ্যই করুন।

মীনঃ আপনার প্রণয়ী প্রচুর খুশি ও আনন্দে আপনার মন ভরিয়ে দেবেন, কাজেই প্রেম জীবন শান্ত ও শান্তিপূর্ণ থাকবে। আজকের দিনে আপনার প্রিয় মানুষের সঙ্গে হাসিখুশি কথাবার্তার প্রত্যাশা করতে পারেন। জমায়েতের বঃেদাবস্ত করা ও পার্টি দেওয়ার জন্য আজকের দিনটি ভালো, যদিও তাতে আপনার প্রচুর খরচ হবে! এর থেকে বোঝা যাচ্ছে যে আর্থিক দিক থেকে আজকের দিনটি সন্তোষজনক হবে।

আবহাওয়া

দুই চব্বিশ পরগনা, দুই মেদিনীপুরের পাশাপাশি কলকাতা, হাওড়া, হুগলি, বীরভূম, মুর্শিদাবাদ ও নদিয়াতে ঝড়-বৃষ্টির সম্ভাবনা বেশি থাকবে।সোমবার থেকে বৃষ্টির দাপট কিছুটা কমে এলেও বিক্ষিপ্তভাবে বৃষ্টি চলবে প্রায় সব জেলাতেই। তবে কিছু জেলায় ভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস রয়েছে। ভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস রয়েছে দক্ষিণ ২৪ পরগনা, দুই মেদিনীপুরে। এছাড়াও ভারী বৃষ্টি হবে দুই বর্ধমান, ঝাড়গ্রাম, পুরুলিয়া, বাঁকুড়ায়। আগামী বৃহস্পতি ও শুক্রবারেও বীরভূম, মুর্শিদাবাদে ভারী বৃষ্টির আশঙ্কা থাকছে।এদিকে রবিবার দার্জিলিং, কালিম্পংয়ে প্রবল বৃষ্টি হতে পারে। মালদহ ও দক্ষিণ দিনাজপুরেও বজ্রবিদ্যু সহ ঝড়-বৃষ্টির আশঙ্কা থাকছে। তবে সোমবার ও মঙ্গলবার বৃষ্টির দাপট কিছুটা কমলেও বুধবার থেকে ফের গতি বাড়াবে বৃষ্টি।জোয়ার-সকাল ১১টা ৫২মিনিট এবং রাত ০৯টা ৫২ মিনিট । ভাটা-সকাল ১০টা৫২মনিট এবং রাত ১১টা ৫০মনিট । সূর্যঃউদয় ঃ সকাল ৫টা ০২মিনিটে এবং অস্ত যাবে আজ ৬টা ০২মিনিটে হতেপারে।

ক্যারাটের শিবির ও বেল্ট এক্সাম অনুষ্ঠিত হলো টাকীতে

দুরন্তবার্তা, সৌরভ দাশ, টাকী (উত্তর চব্বিশ পরগনা) ১৫ ই জুন ঃ টাকী থুবা ব্যায়াম সমিতি প্রাঙ্গনে অনুষ্ঠিত হলো একদিনের ক্যারাটে শিবির ও বেল্ট এক্সাম।বসিরহাট সেইসিনকাই ক্যারাটে ডো অ্যাসোসিয়েশান আঞ্জ য়োজিত এই শিবিরে প্রায় তিন শতাধিক শিক্ষার্থী অংশগ্রহন করে। রবিবার দুপুর থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত চলে শিবির। ছাত্র ছাত্রী ছাড়াও অভিভাবক, ক্রীড়া প্রেমী মানুষের উপস্থিতি ছিলো চোখে পড়ার মতো। ডিজিটালাইজেশানের যুগে খেলাধুলা থেকে মুখ ফিরিয়ে শৈশব আটকে যাচ্ছে মেবাইল কিংবা কম্পিউটারে।ছোট থেকেই ইলেক্ট্রনিক্স ডিভাইসে মগ্ন থাকা যে মোটেও স্বাস্থ্যসম্মত নয় তা ঠাহর করেছেন অভিভাবকরা।তাই শিশুদের শারীরিক ও মানসিক বিকাশ ঘটাতে শারীরিক কসরতের দিকে তাদের নিয়োজিত করাতে ক্রমেই ঝোঁক বাড়ছে। গত কয়েকবছরে বছরেউল্লেখযোগ্য হারে বেড়েছে ক্যারাটে, যোগা ইত্যাদি ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীর সংখ্যা। বর্তমানে বিভিন্ন স্কুলে পঠন পাঠনের পাশাপাশি ক্যারাটে কেও অঙ্গীভূত করা হয়েছে। ক্যারাটের মাধ্যমে ক্রমেই বাড়ছে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার সুযোগও। বাড়ছে দেশ বা আর্ন্তজাতিক স্তরে খেলার সুযোগও। শুধু ফিটনেস ই নয় চলার পথে নিজেদের নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করতে সন্তান দের যেন অসুবিধা না হয় তা নিশ্চিত করতে ছোট থেকেই ছেলে মেয়েদের ক্যারাটে মুখী করছেন অভিভাবক রা অনেকেই। চাহিদার সঙ্গে তালমিলিয়ে বর্তমানে বিভিন্ন জায়গায় গড়ে উঠেছে ক্যারাটে কোচিং সেন্টার। তবে কথায় আঞ্জ ছে পুরানো চাল ভাতে বাড়ে তেমনই পুরাতনের কদর যে আলাদা, তার সাক্ষাৎ প্রমান মিললো এদিনের ক্যারাটে শিবিরে। বসিরহাট মহকুমার অন্যতম প্রবীন ক্যারাটে প্রশিক্ষক সিহান প্রশান্ত গিরির বসিরহাট সেইসিনকাই ক্যারাটে ডো অ্যাসোসিয়েশানের তরফে আয়োজিত এই শিবিরে হাসনাবাদ, টাকী, বসিরহাট, বাদুড়িয়া সহ বিভিন্ন এলাকার প্রায় তিনশতাধিক শিক্ষার্থী অংশগ্রহণ করে। শিবিরের উদ্যোক্তা ও বসিরহাট সেইসিনকাই ক্যারাাটে ডো অ্যাসোসিয়েশানের প্রশিক্ষক প্রশান্ত গিরি জানান এই শিবিরের মূল তত্বাবধায়ক ক্যারাটে ইন্ডিয়াঅর্গানাইজেশান KOI-এর চেয়ারম্যান, ক্যারাটে অ্যাসোসিয়েশান অব বেঙ্গল KAB এর সভাপতি হানসি প্রেমজীৎ সেন। তার কথায় ক্যারাটে ছেলে, মেয়েদের ভরসা দিচ্ছে। আত্মরক্ষা, শরীর গঠন সহ মানসিক বিকাশে এর ভূমিকা অনস্বীকার্য।রাজ্যে ক্যারাটের প্রসারতা প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রীর উদ্যোগের জন্য ক্যারাটের একজন প্রশিক্ষক হিসাবে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন তিনি। তিনি জানান এদিনের তিনশতাধিক অংশগ্রহনকারীর মধ্যে দুই শতাধিক ই ছাত্রী। কার্যত ছেলেদের তুলনায় ক্যারাটের প্রতি আগ্রহে মেয়েরা এগিয়ে বলেন তিনি।ক্যারাটে মেয়েদের জীবন দর্শন বদলে দিচ্ছে তাদের আত্মবিশ্বাসী করে তুলছে জানান প্রশান্ত গিরি। ক্যারাটের ক্যাম্পে উপস্থিত হয়ে এক অভিভাবক ফিরোজ কামাল গাজী, সিহান প্রশান্ত গিরির পরিশ্রম ও তার পরিচালিত ক্যাম্পের ভূয়সী প্রশংসা করেন। তার কথায় মহকুমার এত প্রবীন একজন ক্যারাটে বিশারদ যেভাবে ছাত্র ছাত্রীদের পথ প্রদর্শক হচ্ছেন, তা সব প্রশংসার উর্দ্ধে। আগামীতে এই ক্যাম্পের উত্তরোত্তর শ্রী বৃদ্ধি কামনা করেন তিনি।

মারধর করে টাকা ছিনতাইয়ের অভিযোগ ৩ জনের বিরুদ্ধে

দুরন্তবার্তা, দেবাশিস কংশবণিক, নবদ্বীপ ঃ পূর্বের আক্রোশের জেরে এক ব্যক্তিকে বেধড়ক মারধর ও নগদপুরি হাজার টাকা ছিনিয়ে নেওয়ার অভিযোগ উঠল যুবক সহ তিনজনের বিরুদ্ধে। ঘটনাটি ঘটেছে রবিবার সকালে নবদ্বীপ থানার অন্তর্গত মাজদিয়া পানশিলা গ্রাম পঞ্চায়েতের হাটপাড়া কুমোর পাড়া বারোয়ারি মন্দিরের কাছে। ঘটনায় আক্রান্ত স্বপন বিশ্বাস নামক একটি মহেশগঞ্জ গ্রামীণ হাসপাতালে চিকিৎসা করিয়ে নবদ্বীপ থানায় মূল অভিযুক্ত যুবক বিশ্বজিৎ দেবনাথ সহ তিনজনের বিরুদ্ধে লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন।সূত্রের খবর নবদ্বীপ ব্লকের মাজদিয়া পানশিলা গ্রাম পঞ্চায়েতের কুটির পাড়ার বাসিন্দা পেশায় পাইপ লাইনের কর্মী স্বপন বিশ্বাস রবিবার সকালে মেয়ের বাড়ি শান্তিপুর থানার সাতকুলিয়া শ্রীরামপুর গ্রামে যাচ্ছিলেন। আনুমানিক সকাল ন'টা নাগাদ হাটপাড়া বারোয়ারি মন্দিরের কাছে স্বপন বাবুর পথ আটকান একই থানার কানাই নগরের বাসিন্দা অভিযুক্ত বিশ্বজিৎ দেবনাথ সহ অজ্ঞাতপরিচয় দুই মহিলা। স্বপনবাবুর অভিযোগ,অভিযুক্ত বিশ্বজিৎ তাকে রড দিয়ে মারধর করে তার পকেটে থাকা নগদ কুড়ি হাজার টাকা ছিনিয়ে নেয়। সেই সময় আমার চিৎকারে কয়েকজন পথচারী ছুটে এলে অভিযুক্তরা সেখান থেকে পালিয়ে যায়। আক্রান্ত স্বপন বাবু জানান, ওরা পালিয়ে গেলে আমি রক্তাক্ত অবস্থায় কোনও মতে মহেশগঞ্জ গ্রামীণ হাসপাতালে পৌঁছাই। সেখানে প্রাথমিক চিকিৎসা করিয়ে নবদ্বীপ থানায় মূল অভিযুক্ত বিশ্বজিৎ দেবনাথ সহ তিনজনের বিরুদ্ধে লিখিত অভিযোগ দায়ের করি। আক্রান্ত স্বপন বিশ্বাস জানান,আজ থেকে বেশ কয়েক মাস আগে অভিযুক্ত বিশ্বজিৎ এলাকার এক গৃহবধূকে উত্তক্ত করায় আমি তার প্রতিবাদ করেছিলাম। সেই রাগ থেকেই আজকের ঘটনা ঘটিয়েছে অভিযুক্ত বিশ্বজিৎ। অপরদিকে অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্ত শুরু করলেও অভিযুক্তদের নাগাল পাইনি পুলিশ।

বিজেপি জেলা পার্টি অফিসে মধ্যরাতে পুলিশের হামলা ! আজ থানা ঘেরাওয়ের ডাক

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা, বাঁকুড়া ঃ বিজেপির বাঁকুড়া নতুনগঞ্জ জেলা পার্টি অফিসে তালা ভেঙে রাতের অন্ধকারে পুলিশের তাণ্ডব! শনিবার গভীর রাত ২ টো নাগাদ বাঁকুড়া জেলা পুলিশের একটি টিম বাঁকুড়া সদর থানার আইসির উপস্থিতিতে, বাঁকুড়া সদর থানার পুলিশ ও খাতড়া থানার পুলিশ বাহিনী বিজেপি'র জেলা পার্টি অফিসের তালা ভেঙে পার্টি অফিসের ভিতরে ঢুকে কাগজপত্র তছনছ করে বলে অভিযোগ বিজেপির। ঘটনায় ব্যাপক উত্তেজনা ছড়িয়েছে। খবর পেয়ে বিজেপি কর্মীরা ঘটনাস্থলে পৌঁছলে পুলিশ পিছু হটতে বাধ্য হয়। বিজেপির জেলা সভাপতি কটাক্ষ করে বলেন, 'এই ঘটনা প্রমাণ করে, পশ্চিমবঙ্গ পুলিশ এখন তৃণমূল কংগ্রেসের দলদাসে পরিণত হয়েছে।' তাঁর দাবি, রাজ্যের খাদ্য ও সরবরাহ প্রতিমন্ত্রী জ্যোৎস্না মান্ডির স্বামীর উপর হামলার ঘটনায় বিজেপির নাম জড়িয়ে মিথ্যা প্রতিহিংসা চরিতার্থ করতে পুলিশ এই অভিযান চালিয়েছে। ঘটনার প্রতিবাদে আজ থানাঘেরাও এবং তৎ সংলগ্ন রাস্তা অবরোধের ডাক দিয়েছে বাঁকুড়া জেলা বিজেপি। জেলার রাজনীতিতে চাঞ্চল্যকর এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে উত্তেজনা তুঙ্গে। প্রশাসনের পক্ষ থেকে এখনও কোনও প্রতিক্রিয়া মেলেনি।

রবীন্দ্র সরোবরে জলে ডুবে মৃত্যু

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ রবীন্দ্র সরোবর লেকে ফের জলে ডুবে মৃত্যু। রবিবার সকালে ঘটনাটি ঘটেছে লেকের এক নম্বর গেটের কাছে পাবলিক সুইমিংপুলে। ঝাঁঝিতে পা আটকে মৃত্যু হয়েছে একজনের। শিবম বা শুভম নাম। অপর একজন অভিষেককে উদ্ধার করা হয়। তিনিও ডুবে যাচ্ছিলেন। কিন্তু বাঁচানো গিয়েছে। কিন্তু শিবম বা শুভমকে বাঁচানো যায়নি। লেকে যারা নিয়মিত সাঁতার কাটেন, তাঁরাই ওদের উঞ্জ দ্ধার করেন। জানা গিয়েছে, এদিন সকাল সাতটা নাগাদ তিনজন কেএমডিএর অধীনে থাকা পাবলিক সুইমিংপুলে সাঁতার কাটতে নামে। ওখানে জলে একটি নির্দিষ্ট সীমায় রেলিং দেওয়া রয়েছে। যারা সাঁতার জানে না, তাঁরা রেলিংয়ের মধ্যে স্নান করে। কিন্তু যারা সাঁতার জানে তারা রেলিংয়ের বাইরে যায়। রেলিংয়ের বাইরে কুড়ি ফুট এলাকা সাঁতারের জন্য নির্দিষ্ট করা হয়েছে। কিন্তু রেলিংয়ের ভিতরের জায়গাটির সাঁতার কাটার জন্য অযোগ্য, রক্ষণাবেক্ষণ না হওয়ার জেরে নোংরা জমে গিয়েছে, পলি জমেছে, গভীরতা নেই বলে অভিযোগ পরিবেশপ্রেমী এবং প্রাতঃভ্রমণকারীদের। তাই অনেকেই রেলিংয়ের বাইরে সাঁতার কাটে। প্রত্যক্ষদর্শীরা জানাচ্ছেন, এরা তিনজন রেলিংয়ের বাইরে সাঁতার কাটতে চলে যায়। নিখিল, অভিষেক এবং শিবম বা শুভম। তার মধ্যে নিখিলকে স্থানীয়রা বারণ করলে সে উঠে চলে আসে। অভিষেক ডুবে যাচ্ছিল, ওকে অন্যান্য সাঁতারুরা জল থেকে উঞ্জ দ্ধার করে। কিন্তু শুভম ঝাঁঝরিতে পা আটকে ডুবে যায় বলে অভিযোগ। প্রায় ৪৫ মিনিট পর ৭টা বেজে ৪৫ মিনিটে শিবম বা শুভমকে জল থেকে উদ্ধার করা হয়। সে মারা গিয়েছে। বাঙুর হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। ঘটনাস্থলে যায় রবীন্দ্র সরোবর থানার পুলিস।

ছুরি মারামারির ঘটনায় আহতদের চিকিৎসার জন্য নিয়ে আসা হলো হাসপাতালে, চাঞ্চল্য

দুরন্তবার্তা, পূর্ব বর্ধমান ঃ রবিবার সাতসকালেই পূর্ব বর্ধমান জেলার ভাতার থানার নতুন গ্রামে ছুরি মারামারির ঘটনায় এক শিশু ও এক যুবককে চিকিৎসার জন্য নিয়ে আসা হলো, ভাতার থানার নতুন গ্রামের ঘটনা। এদিন সকালে গ্রামেরই যুবক বাবুলাল হেমরম বয়স ২৫বছর। তার কাছে রাতে শোয়ার জন্য আসতো পাশের বাড়ির প্রদীপ সরেন নামে ৯বছরের এক শিশু। আরো জানা গেছে শিশুটির বাবা-মা কেউ নেই, গ্রামে সে দাদুর কাছে থাকতো, কিন্তু রাতে ওই যুবক বাবলু হেমরম এর কাছে থাকতো। গত এক মাস ধরে বাবলু হেমরম তার পা ভাঙ্গা অবস্থায় বাড়িতেই আছে। তার কথাও শুনতো ওই শিশু প্রদীপ সরেন। শিশুটির দাদু পান্ডব সরেন জানান গতকাল রাতে প্রদীপ বাবলুর বাড়িতে শুতেও গিয়েছিল। হঠাৎ আজ সকালে সে ছুটতে ছুটতে এসে আমাকে বলে আমি মরে যাবো আমাকে ছুরি মেরে দিয়েছে বাবলু। তারপরেই পরিবারের লোকজন তাকে বর্ধমান মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে আসে চিকিৎসার জন্য। গ্রামের মানুষজন বাবলু হেমরমের বাড়িতে গিয়ে দেখে তারও পেটে ছুরি মারা অবস্থায় পড়ে আছে। গ্রামের লোকজন সঙ্গে সঙ্গে ভাতার থানায় খবর দেয়। পুলিশ এসে বাবলু হেমরমকে উদ্ধার করে এদিন সকালে ৭টায় তন্বত্বতনিয়ে আসে চিকিৎসার জন্য। কিন্তু কি ঠিক ঘটেছিল তা এখনো পরিষ্কার হয়নি দুই পরিবারের মধ্যে। এ বিষয়ে তদন্তে নেমেছে ভাতার থানার পুলিশ।

স্বাস্থ্য সাথী, চিকিৎসা সহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে বেনিয়মের অভিযোগ

দুরন্তবার্তা, ১৫ জুন ঃ স্বাস্থ্য সাথী কার্ড, চিকিৎসা বিল সহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে একাধিক বেনিয়মের অভিযোগ জমা পড়ার প্রেক্ষিতে স্বাস্থ্য কমিশনের সুপারিশের ভিত্তিতে রাজ্য সরকার এসংক্রান্ত আইন সংশোধনের সিদ্ধান্ত নিয়েছে। বেসরকারি হাসপাতাল, নার্সিংহোমগুলিকে নিয়ন্ত্রণে কঠোর বিধি আনতে আগামীকাল বিধানসভায় এই সংক্রান্ত দি ওয়েস্ট বেঙ্গল ক্লিনিক্যাল এস্টাবলিশমেন্ট সংশোধনী বিল ২০২৫ উত্থাপন করা হবে। আগামী ২ দিন বিলের উপরে দেড় ঘন্টা করে মোট তিন ঘন্টা আলোচনার কার্যসূচী রয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী আলোচনায় অংশ নিতে পারেনবলেজানাগিয়েছে।আগামীকাল দ্বিতীয়ার্ধে আলোচনা শুরুর আগে মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জির পৌরহিত্যে বিধানসভায় রাজ্য মন্ত্রিসভার বৈঠক ডাকা হয়েছে।

বিলকান্দা গ্রাম পঞ্চায়েতে ওয়াটার এটিএম উদ্বোধনে মন্ত্রী শোভনদেব

দুরন্তবার্তা, নববারাকপুর্ ১৫ জুন ঃ এলাকার মানুষের দীর্ঘদিনের চাহিদা ছিল বিশুদ্ধ শীতল পানীয় জল মেশিন স্থাপন করা হোক। গরমের প্রখর দাবদাহ থেকে রক্ষা পেতে রবিবার সকালে বিলকান্দা ২ নং গ্রাম পঞ্চায়েতের বি ব্লকে লেনিনগড় শিক্ষা নিকেতন হাই স্কুল লাগোয়া স্বাস্থ্য কেন্দ্রের সামনে চাঁদপুর মৌজায় উদ্বোধন হল ওয়াটার এটিএম। ফিতে কেটে অত্যাধুনিক ওয়াটার এটিএম মেশিন এর শুভ উদ্বোধন করেন রাজ্যের কৃষি ও পরিষদীয় মন্ত্রী শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়। মন্ত্রী নিজে ঠান্ডা জল খেলেন। মন্ত্রী এলাকায় সবুজায়নে কয়েকটি গাছের চারা রোপন করেন। মন্ত্রী বলেন সত্যি ভালো কাজ হল। মানুষের উপকারে লাগবে। নিরাপদ বিশুদ্ধ পানীয় জলের প্রয়োজন ছিল। জল সত্যি এলাকার মানুষের খুব কাজে লাগবে। এলাকার মানুষের প্রয়োজন মেটাতে কাজ করার সুযোগ পেলাম। খড়দহ বিধানসভার গোটা কেন্দ্রে বিভিন্ন জায়গায় এই কাজ করা হচ্ছে। মানুষের চাহিদার উপর নির্ভর করে। মন্ত্রী বলেন মানুষের আশীর্বাদ আছে বলে কাজ করবার সুযোগ পাই। এবং দায়িত্ব কাজ করবার। মানুষ যখন ভোট দেয় তখন আমরা প্রতিশ্রুতি বদ্ধ কাজের প্রতি। সেই কাজ করবার চেষ্টা করি মাত্র। গরমের সময় মানুষ যাতে জল পায়। তার জন্য এই এটিএম মেশিন স্থাপন ২০২৪-২৫ পঞ্চদশ অর্থ কমিশনের (টাইড) অর্থানুকূল্যে চাঁদঁপুর মৌজায়। বহু মানুষ উপকৃত হবেন। জেলা পরিষদের সহযোগিতায় এলাকায় বেশ কিছু কংক্রিট ঢালাই রাস্তা নির্মাণ করা হয়েছে। বিধায়ক হিসেবে চেষ্টা করি এলাকার মানুষ সমস্যা সমাধানে। রহড়া বাজার এলাকায় এমএলএ কার্যালয় রয়েছে গ্রামবাসীরা আসবেন। চেষ্টা করব সমস্যা সমাধানের। লেনিনগড় সুভাষ সংঘের মাঠের শেড নির্মাণের প্রতিশ্রুতি দেন মন্ত্রী। উপস্থিত ছিলেন বিলকান্দা ২ নং গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান দীপা পাইক, পঞ্চায়েত সমিতির জনস্বাস্থ্য ও পরিবেশ কর্মাধ্যক্ষ সজল দাস সহ পঞ্চায়েত সমিতির একঝাঁক সদস্যরা। গ্রামবাসীরা খুশি প্রবল গরমে শীতল পানীয় জল মেশিন স্থাপনে।

বিজেপি প্রার্থী আশীষ ঘোষের সমর্থনে ভোট প্রচারে হিরন চ্যাটার্জী

দুরন্তবার্তা, ১৫ ই জুন ঃ কালিগঞ্জ বিধানসভা উপনির্বাচনে বিজেপি দখল নিতে কোমর বেঁধে ময়দানে নামলেন বিজেপি প্রার্থী অসীম ঘোষ। গতকাল কালিগঞ্জ বিধানসভা উপনির্বাচনে বিজেপি প্রার্থীর হয়ে প্রচারে এসেছিলেন রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। আর ২৪ ঘন্টা পার হতে না হতেই কালিগঞ্জ বিধানসভার উপনির্বাচনের বিজেপি মনোনীত প্রার্থীআশীষ ঘোষের সমর্থনে ভোট প্রচারে এলেন টলিউডের তারকা তথা বিজেপি নেতা হিরণ চ্যাটার্জী। এদিন কালিগঞ্জ বিধানসভার পলাশী ১ নং গ্রাম পঞ্চায়েতের এরিয়াডাঙ্গা এলাকায় প্রচার সারলেন বিজেপির প্রার্থীর হয়ে। এদিন প্রচারে শেষে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে হিরন বলেন তীব্র গরমকে উপেক্ষা করে মানুষ স্বতঃস্ফূর্তভাবে রাস্তায় বেরিয়েছেন। নরেন্দ্র মোদির আদর্শে যেভাবে ভারত বর্ষ উন্নয়ন হচ্ছে সেই অর্থে পশ্চিমবঙ্গে কোন উন্নয়ন হচ্ছে না তাই মানুষ চাইছে কবে পশ্চিমবঙ্গে বিজেপি আসবে। অন্যদিকে অশোকনগরে কিডনি পাচার চক্রে তৃণমূল নেতা গ্রেপ্তার প্রসঙ্গে বলেন, বালি চুরি থেকে খাবারের জল মানুষের বাড়ি মানুষের খাবারের ভাত বাচ্চাদের মিড ডে মিল সবকিছুর সঙ্গেই জড়িয়ে রয়েছে শাসক দল। তৃণমূল চোর কংগ্রেস বলে কটাক্ষ হিরন চ্যাটার্জির।

বিএসএফের গুলিবিদ্ধ বিএসএফ জওয়ান

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব প্রতিনিধি ঃ সামশেরগঞ্জের ধুলিয়ানে ডিউটিরত অবস্থায় বিএসএফের নিজেদের মধ্যে ঝামেলায় গুলিবিদ্ধ এক বিএসএফ জওয়ান। শনিবার রাত সাড়ে দশটা নাগাদ ঘটনায় ব্যাপক চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে মুর্শিদাবাদের সামশেরগঞ্জের ধুলিয়ানের পাহারঘাটি এলাকায়। ইতিমধ্যেই গুলিবিদ্ধ ওই বিএসএফ জওয়ানকে প্রথমে অনুপনগর হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে পরিস্থিতি আশঙ্কাজনক হওয়ায় তাকে জঙ্গিপুর মহকুমা হাসপাতালে রেফার করা হয়। নিজেদের মধ্যে ঝামেলায় ওই বিএসএফ কর্মী গুলিবিদ্ধ হয়েছেন। এদিকে বিএসএফ কর্মীর গুলিবিদ্ধ হওয়ার ঘটনায় ব্যাপক শোরগোল সৃষ্টি হয় এলাকা জুড়ে। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় সামসেরগঞ্জ থানার বিশাল পুলিশ বাহিনী। পুরো বিষয়টি তদন্ত করে দেখা হচ্ছে বিএসএফ এবং পুলিশের পক্ষ থেকে। গুলিবিদ্ধ বিএসএফ জওয়ানের নাম রারতাম সিং। গুলিবিদ্ধ হওয়ার ঘটনাটির সত্যতা স্বীকার করে জঙ্গিপুর জেলা পুলিশের এক শীর্ষ আধিকারিক জানিয়েছেন, নিজেদের মধ্যেই ঝামেলা।

বাঁশবেবেরিয়ায় গঙ্গায় কুমিরের আতঙ্ক

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব প্রতিনিধি ঃ কয়েক দিন আগেই বাঁশবেবেরিয়ায় ঈশ্বর গুপ্ত সেতুর নিচে কুমির দেখা গিয়েছিল।যার পরেই বাঁশবেড়িয়া ও চুঁচুড়ায় সতর্কতা হিসেবে গঙ্গায় নামতে নিষেধাজ্ঞা জারি করে প্রশাসন। কিন্তু কুমিরের আর দেখা মেলেনি। রবিবার সকালে ফের সেই কুমিরের দেখা মিলল বলে দাবি চুঁচুড়ার ২৮ নম্বর ওয়ার্ডের ভগবতী লেন সংলগ্ন এলাকার বাসিন্দারা। এদিন সকালে স্থানীয় এক মাঝি কুমিরটিকে চড় থেকে একটি কুকুরকে টেনে নিয়ে যেতে দেখেন। তারপরে এলাকায় হই হই রব ওঠে। স্থানীয়দের দাবি বাঁশবেড়িয়ায় দেখতে পাওয়া সেই কুমিরটি চুঁচুড়ায় চলে এসেছে। সকালের পর শেষ সাড়ে এগারোটা নাগাদ চুঁচুড়া ও চন্দননগরের মাঝামাঝি জায়গায় গঙ্গার মাঝ বরাবর কুমিরটিকে দেখা যায়। চুঁচুড়া কয়েকজন মানুষ নৌকায় চেপে যাওয়ার সময় কুমিরটির ভিডিও করেন। কিছুক্ষণ পরেই আঞ্জ বরো খবর আসে ঐ কুমিরটিকে আঞ্জ বরো জগদ্দলের গঙ্গায় দেখা গিয়েছে, সব মিলিয়ে বিশাল আতঙ্কে সাধারণ মানুষ।

সন্দেশখালির সমাবেশে মহিলা সহ বিজেপি ও সিপিএম থেকে কর্মী সমর্থক তৃণমূলে যোগদান

দুরন্তবার্তা, সৌরভ দাশ, সন্দেশখালি ঃ রবিবার সন্দেশখালীর কানমারী ভারত সেবাশ্রম মাঠে সমাবেশটি অনুষ্ঠিত হয় ।রাজ্যের মন্ত্রী বীরবাহা হাঁসদা,সুজিত বসু ছাড়াও বসিরহাট লোকসভার বিভিন্ন বিধানসভা কেন্দ্রের বিধায়ক সহ বসিরহাট সাংগঠনিক জেলা তৃণমূল নেতৃত্ব। সভা মঞ্চে বিজেপি ও সিপিএম থেকে বেশ কিছু কর্মী সমর্থক তৃণমূলের দলীয় পতাকা হাতে তুলে নেন। সমাবেশে বক্তব্য দিতে গিয়ে রাজ্যের মন্ত্রী বীর বাহা হাঁসদা বিজেপিকে কটাক্ষ করে বলেন- যারা বারবার মিথ্যা কথা বলার জন্য সুড়সুড়ি দিয়ে যায় তাদেরকে ঘাড় ধাক্কা দিয়ে বের করে দেবেন। পাশাপাশি তিনি শুভেন্দু অধিকারী কে কটাক্ষ করে বলেন- তিনি একা হিন্দু, আমরাতো উড়ে এসে জুড়ে বসেছি, ২৬ সে তৈরি থাকুন- এই উড়ে আসা জুড়ে বসা মানুষগুলোই জবাব দেবে। পশ্চিমবঙ্গের বুকে বিজেপি যেন একটাও সিট না পায় সেদিকে আমাদের অঙ্গীকার করতে হবে। দমকল মন্ত্রী সুজিত বসু তার বক্তব্যে বিজেপিকে কটাক্ষ করে বলেন- তারা যতবার বক্তব্য দিতে আসেন ততবারই বলেন ২০০ পার, কখনো বলেন ইসবার ৪০ পার , আর ততোই সংখ্যা কমতে থাকে , তার কারণ আপনাদের কথা মানুষ বিশ্বাস করে না। দেশের মানুষ ও আপনাদের কথা বিশ্বাস করে না । যদি দেশের মানুষ বিশ্বাস করত তাহলে আপনাদের ২৭৩ আসুন থাকতো ২৪০ সে নেমে যেত না ।যত কুৎসা করবে তত আসন কমবে। তিনি আরো বলেন- এই মুহূর্তে যদি ভোট হয় তাহলে বসিরহাটে সাতটা বিধানসভা সাতটায় তৃণমূল পাবে।

বৃষ্টিতেও ভক্তদের উন্মাদনা কেদার দর্শনে

দুরন্তবার্তা, ১৫ জুন ঃ বৃষ্টির কারণে সমস্যা হলেও ভক্তদের উন্মাদনায় খামতি নেই।কেদারনাথ দর্শনের জন্য বহু প্রতিকূলতা অতিক্রম করে হাজির হচ্ছেন দেশের বিভিন্ন প্রান্তের ভক্তরা। মূলত সোনপ্রয়াগ থেকে কেদারনাথ যাওয়ার ট্রেকিং এর যে ২২ কিলোমিটার রাস্তা। তার মধ্যে ১০ কিলোমিটার রাস্তার দশা একদমই বেহাল। কার্যত ভেঙে গিয়েছে রাস্তা।ফলে কেদারনাথ মন্দির যেতে ওই রাস্তা অতিক্রম করতে সমস্যায় পড়তে হচ্ছে আগত দর্শনার্থীদের। উত্তরাখণ্ড সরকারের কাছে তাদের দাবি যাতে ওই রাস্তা সংস্কার করা হয়। অন্যদিকে অনেকে ট্রেকিং করতে না পারলে হেলিকপ্টারে কেদারনাথ পৌছায়। কিন্তু দর্শনার্থীরা জানাচ্ছে অনেক সময় অনলাইনে তারা টিকিট পাচ্ছে না। কিন্তু এখানে এসে অতিরিক্ত মূল্যে দালাল চক্রের কাছ থেকে টিকিট মিলছে। টিকিটে এই দালাল চক্র বন্ধ করারও দাবি জানিয়েছে দর্শনার্থীরা। যদিও এর মধ্যে উত্তরাখন্ড সরকার এই নিয়ে কঠোর নজরদারি চালাচ্ছে। টিকিট দালাল চক্র জড়িত চারজনকে গ্রেফতার করা হয়েছে বলেও স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে।

নবগ্রামের পুলিশের সাফল্য, গুড়-তেলের টিনে গাঁজা উদ্ধার

দুরন্তবার্তা, মুর্শিদাবাদ, ১৫ জুন ঃ আবারও মুর্শিদাবাদ জেলার নবগ্রাম থানার পুলিশ এক বড় সাফল্য অর্জন করল। শনিবার দুপুরে ১২ নম্বর জাতীয় সড়কের আইরা মোড় এলাকায় বিশেষ তল্লাশির সময় একটি চারচাকা গাড়ি থেকে বিপুল পরিমাণ গাঁজা উদ্ধার করে নবগ্রাম থানার পুলিশ। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, অভিনব কায়দায় গাঁজাগুলি পাচার করা হচ্ছিল। গুড় ও তেলের টিনের ভিতরে বিশেষভাবে গাঁজা ভরে তা বহন করা হচ্ছিল বলে জানা গেছে। তবে সেই পরিকল্পনা ব্যর্থ করে দেয় নবগ্রাম থানার তৎপর পুলিশবাহিনী। ঘটনার সঙ্গে যুক্ত একজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। ধৃত ব্যক্তিকে রবিবার সকাল এগারোটা নাগাদ লালবাগ মহকুমা আদালতে তোলা হয় বলে পুলিশ সূত্রে খবর। এই ঘটনায় নবগ্রাম থানার সক্রিয়তা ও সতর্কতা পুলিশের প্রশংসনীয় ভূমিকার পরিচয় দিয়েছে বলে মনে করছেন স্থানীয় বাসিন্দারা।

দীর্ঘ ২৪ ঘন্টা পর অবশেষে খাঁচা বন্দি সুন্দরবনের বাঘ

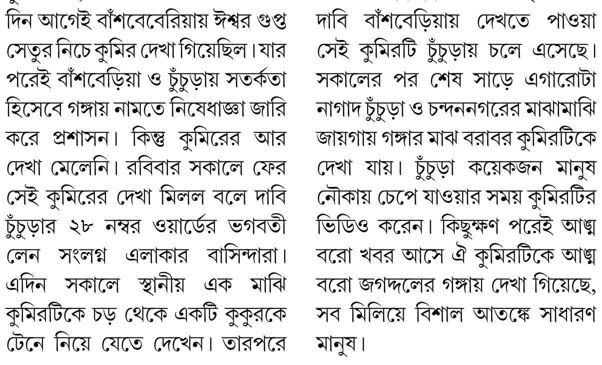

দুরন্তবার্তা, উজ্জ্বল বন্দ্যোপাধ্যায়, কুলতলি দীর্ঘ ২৪ ঘন্টা পর হাঁপ ছেড়ে বাঁচলো সুন্দরবনের মানুষ। অবশেষে কুলতলির দেউলবাড়িতে খাঁচাবন্দি হল বাঘ, স্বস্তিতে গ্রামবাসী। স্বস্তি ফিরলো কুলতলির দেউলবাড়ি গ্রামে। শনিবার সকালে কুলতলি ব্লকের দেউলবাড়ি গ্রামে বাঘের পায়ের টাটকা ছাপ দেখে আতঙ্ক ছড়ায় এলাকায়।রবিবার ভোর রাতে খাঁচা বন্দি করা হয়েছে বাঘটিকে। শনিবার ওই এলাকায় বাঘের ছাপ দেখার পরেই মাইকিং করে বাসিন্দাদের সতর্ক করে চিতুরি বিট অফিসের বন কর্মীরা এবং কুলতলি থানার পুলিশ। সেই সঙ্গেই বাঘের খোঁজ শুরু করে তারা। তাতেও আতঙ্ক কাটেনি বাসিন্দাদের। শনিবার সকাল থেকে বাঘের পায়ের ছাপ ঘিরে আতঙ্কে কাঁটা হয়ে ছিলেন তাঁরা। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে দ্রুত তৎপর হয় বনদপ্তর এবং কুলতলি থানার পুলিশ।বাঘের খোঁজে নেমে বাঘের অবস্থান খুঁজে পান বন কর্মীরা। একটি ঝোপের মধ্যে বাঘটির অবস্থান নিশ্চিত করার পরেই এলাকাটিকে ঘিরে ফেলা হয়। সেই সঙ্গেই গ্রামে বাড়তে থাকে জনতা এবং কৌতূহলী মানুষের ভিড়। পুলিশ প্রশাসনের তরফে নিরাপত্তা বলয় তৈরি করে মানুষকে নিরাপদে রাখার চেষ্টা করা হয়। শনিবার বিকালে বাঘটিকে ধরতে দুটি খাঁচা জঙ্গলে বসানো হয়। টোপ হিসেবে রাখা হয় ছাগল। দীর্ঘক্ষণ নজরদারির পর অবশেষে রবিবার ভোররাতে, তিনটের সময়, পাতা ওই খাঁচার একটিতে ধরা পড়ে বাঘটি। আর তৎক্ষণাৎ বনদপ্তরের কর্মীরা তাকে খাঁচাবন্দি অবস্থায় উদ্ধার করেন।বর্তমানে বাঘটির শারীরিক পরীক্ষা করা হচ্ছে। সব কিছু স্বাভাবিক থাকলে রবিবারই তাকে জঙ্গলের গভীরে ছেড়ে দেওয়াহবে বলে জানালেন জেলা সহ বন আধিকারিক (এ ডি এফ ও) পার্থ মুখার্জি।আর এত বড় বিপদের আশঙ্কা থেকে মুক্ত হয়ে স্বস্তিতে কুলতলির দেউলবাড়ির বাসিন্দারা।

ভোর রাতে স-মিলে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ড

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব প্রতিনিধি ঃ ভোররাতে স-মিলে ভয়াবহ আগুন! ঘটনাস্থলে দমকলের একটি ইঞ্জিন। ভোররাতে স মিলে ভয়াবহ আগুন লাগার ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়ালো তমলুক ময়না রাজ্যে সড়কের পাশে নন্দকুমারের বহিচবেড়িয়া বাসস্ট্যান্ড এলাকায়। ঘটনাটি ঘটেছে আনুমানিক রাত ৩টা নাগাদ। পাশাপাশি বসতি বাড়ি থাকায় আতঙ্কিত হয়ে পড়ে স্থানীয়রা। প্রথমে ঘটনা স্থলে পৌঁছায় নন্দকুমার থানার পুলিশ পরে তমলুক থেকে দমকলের একটি ইঞ্জিন আসার প্রায় ৩০ থেকে ৪০ মিনিট দমকল কর্মীদের চেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আসে। দমকলের জলের সঙ্কট থাকায় তমলুক ময়না রাজ্য সড়কের পাশে খাল থেকে পাম্প চালিয়ে জল নেওয়ায় দীর্ঘ সময় যান চলাচল বন্ধ থাকায় যানজটের সৃষ্টি হয়। আগুন নিয়ন্ত্রণ আসার পর যানচলাচল স্বাভাবিক করে নন্দকুমার থানার পুলিশ। স মিলের মালিক প্রণব রায় জানান, আমি গতকাল সন্ধ্যা সাড়ে সাতটা নাগাদ সমিল থেকে বাড়ি বেরিয়েছি সব ঠিক ঠাক ছিল। কেউ বা কারা হিংসা করে আগুন লাগিয়েছে। প্রায় তিন লক্ষ টাকার ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে এমনটাই জানান স মিলের মালিক। তমলুক ফায়ার ব্রিগেডের ওসি অসীম কুমার ঘোষ জানান, আমি নন্দকুমার থানা মারফত খবর পাই, খবর পাওয়া মাত্রই ঘটনাস্থলে পৌঁছে আধঘন্টা মধ্যে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনি। প্রচন্ড গরমের কারণে আগুন লাগার সম্ভাবনা থাকতে পারে অথবা অন্য কোনো কারণ হতে পারে এমনটাই অনুমান করেন তিনি।

৬৪ বছরে প্রথমবার নবগ্রাম পিপলস কো-অপারেটিভ লিমিটেড সমবায় নির্বাচনে ৫৬টি আসনই তৃণমূলের

বনস্পতি দে, কোন্নগর হুগলি, রবিবার বেলা বারোটায় মোট ৫৬ টি আসনের জন্য ১৮ বুথে ভোট গ্রহণ শুরু হয় নবগ্রামের তিনটি স্কুলে। বাম সমর্থিত প্রার্থীরা সব আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে তৃণমূল সমর্থিত প্রার্থীদের সঙ্গে। একটি আসনেও প্রার্থী দিতে পারেনি বিজেপি। ৬৪ বছরে প্রথমবার ভোট। কোন্নগরের নবগ্রাম পিপলস কো-অপারেটিভ লিমিটেড সমবায় নির্বাচনে ৫৬ টি আসনেই জয়লাভ করল শাসকদল তৃণমূল। ভোট লুঠের অভিযোগে রাস্তায় নেমে বিক্ষোভ দেখিয়েছিল বিজেপি। কিন্তু শেষ হাসি হাসল তৃণমূল। এদিন ভোট শুরুর পর থেকেই বিশৃঙ্খলার অভিযোগ তোলে সিপিএম। বামেদের অভিযোগ করেন, ভোটারদের বুথে ঢুকতেই দেওয়া হচ্ছে না। জোর করে ছাপ্পা মারা হচ্ছে। এর প্রতিবাদে নবগ্রাম নৈটি রোড অবরোধ করেন বাম সমর্থকরা। যদিও সেই অভিযোগ অস্বীকার করে তৃণমূল। এই সমবায়ে গত ৬৪ বছরে একটিও ভোট হয়নি। গত পঞ্চায়েত নির্বাচনেও জয় হয়েছিল বামেদের। অর্থাৎ ভরা সবুজের বাজারেও বামেরা এই এলাকায় নিজের আলো জ্বালিয়ে রেখেছিল। কিন্তু এই সমবায়ে সেটাও কার্যত নিভে গেল। সমবায়ের এক্স চেয়ারম্যান তথা তৃণমূল নেতা মানস রায় বলেন, 'এটা গণতন্ত্রের জয়। ৬৪ বছরে ব্যাঙ্কে এটা প্রথম ভোট। সব ধরনের মেম্বার রেখেছিলাম। গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতেই ভোট হয়েছে। জয় আসারই ছিল। বিরোধীরা নিজেদের অবস্থান বুঝতে পেরেছিল, তাতেই মিথ্যা অভিযোগ তুলছে।দ হুগলির এসএফআই সভাপতি অর্ণব রায় বলেন, তসমস্ত স্কুলে বুথ জ্যাম, তৃণমূল কর্মীরা আক্রমণ করছে। অগণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে নির্বাচন হয়েছে। এটা আসলে একটা প্রহসনই হল।'

ঝিলে স্নান করতে নেমে জলে ডুবে মৃত্যু এক কিশোরের

দুরনন্তবার্তা, হাওড়া ঃ মাঠে ফুটবল খেলার পর ঝিলে স্নান করতে নেমে জলে ডুবে মৃত্যু হলো এক কিশোরের। রবিবার সকালে ঘটনাটি ঘটে হাওড়ার ডুমুরজলা স্টেডিয়াম সংলগ্ন এলাকায়। মৃত কিশোরের নাম অভিজিৎ শর্মা (১৪)। বাড়ি হাওড়ার ব্যাঁটরা থানা এলাকায়। এদিন ঘটনার খবর পেয়ে চ্যাটার্জিহাট থানার পুলিশ ওই কিশোরকে উদ্ধার করে হাওড়া জেলা হাসপাতালে নিয়ে যায়। সেখানে তাকে মৃত বলে ঘোষণা করা হয়। পুলিশ জানিয়েছে, এদিন সকালে মাঠে ফুটবল খেলার পর বন্ধুরা মিলে জলে স্নান করতে ও হাত-পা ধুতে নেমেছিল। ওই কিশোর সম্ভবত সাঁতার জানত না। কোনওভাবে সে জলে তলিয়ে যায়। কিছুক্ষণের মধ্যেই তার দেহ উদ্ধার করে হাওড়া জেলা হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে চিকিৎসক তাকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। মৃত অভিজিৎ শর্মার বাড়ি ব্যাঁটরা থানা এলাকার মধুসুদন পালচৌধুরী লেনে। দেহ ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হয়েছে। এদিকে, এই ঘটনায় এলাকায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে।

এশিয়া বুক অফ রেকর্ডসের অনন্য সম্মান পজেটিভ বার্তাকে

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব প্রতিনিধি ঃ এশিয়া বুক অফ রেকর্ডসের অনন্য সম্মান পজেটিভ বার্তাকে। পজিটিভ বার্তা একটি প্ল্যাটফর্ম যারা মনে করে ইতিবাচক ভাবনা সমাজের বুকে ভীষণ জরুরী। সমাজের দায়িত্ববান সংবাদমাধ্যমের সাথে যুক্ত ব্যক্তিরা। যখন চারিদিকে নেতিবাচক ভাবধারায় মানুষ ভালো থাকার ইচ্ছাটুকু হারাচ্ছে। সেই সন্দীক্ষণে দাঁড়িয়ে পজিটিভ বার্তা একটি প্ল্যাটফর্ম। তৎসহ প্রত্যন্ত গ্রাম থেকে মেয়েদেরও উৎসাহিত করে তাদের মহিলা উদ্যোগপতি হিসাবে তৈরি করতে চাইছেন। উদ্দেশ্য একটাই, মা যদি উদ্যোগপতি হয় তাহলে তার ছেলেটি কর্মহীন বা বেকার জীবন কাটাবেন না। এছাড়াও বিরোধকারী মানুষদের উপার্জনের সুযোগ করে দেওয়া সি.টি এ নামক এক কর্মসংস্থানের মধ্য দিয়ে। এছাড়াও সারা ভারত বর্ষ জুড়ে ডিজিটাল মিডিয়া, প্রিন্ট মিডিয়া সাথে যুক্ত সাংবাদিকদের একত্রিত করে। ইতিবাচক ভাবনা সম্প্রসারণের এক মহতি উদ্যোগকে এগিয়ে নিয়ে চলেছে। আর এই সমস্ত কর্মকান্ডের জন্য তএশিয়া বুক অফ রেকর্ড তপজিটিভ বার্তাকে এই অনন্য সম্মানে ভূষিত করেছে। গত ১৪ জুন দিল্লি প্রেসক্লাবে অনুষ্ঠানিক তএশিয়া বুক অফ রেকর্ডসদস্বীকৃতি প্রদান সম্পন্ন হয় ।উপস্থিত ছিলেন পজিটিভ বার্তার কর্ণধার ডঃ মলয় পিঠ মহাশয়। এদিন দিল্লি প্রেস ক্লাবের প্রেসিডেন্টসহ বিভিন্ন বিশিষ্টজনদের উপস্থিতি ছিলেন। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন ত্রিপুরা থেকে আগত মহিলা উদ্যোগপতিদের যাঁরা পজিটিভ বার্তার মাধ্যমে জীবনের দিশা খুঁজে পেয়েছেন।

আলোই ঈশ্বরের প্রতিবিম্ব
দুরন্তবার্তা
৩০ বর্ষ, দৈনিক সংখ্যা, ১৯৫ সংখ্যা, সোমবার ১ আষাঢ় ১৪৩২

বাড়তে থাকা বর্জ্য বিশ্বজুড়ে এক নীরব সংকটের বিস্তার

বর্তমান বিশ্ব যে সব সমস্যার সম্মুখীন, তার মধ্যে অন্যতম এবং ক্রমবর্ধমান সংকট হল বর্জ্য বা আবর্জনার স্তূপ। নগরায়নের প্রসার, শিল্পায়নের বেগ, ভোক্তাপণ্য নির্ভর জীবনের চাহিদা এবং প্রযুক্তির অদম্য অগ্রগতির ফলস্বরূপ আমাদের চারপাশে বর্জ্যের পরিমাণ দিনে দিনে ভয়াবহ আকার ধারণ করছে। উন্নত কিংবা উন্নয়নশীল;সব দেশেই বর্জ্য ব্যবস্থাপনা এক গুরুতর চ্যালেঞ্জ হয়ে উঠেছে। অথচ এই সমস্যা নিয়ে যতটা সচেতনতা থাকা দরকার, তা এখনও গড়ে ওঠেনি বিশ্বের অধিকাংশ মানুষের মধ্যে। মানুষ যেমন দায়িত্ব নিয়ে ব্যবহার করে পণ্য, তেমনভাবে ব্যবহার শেষে সেই পণ্যের অবশিষ্টাংশ কোথায় যাচ্ছে, কীভাবে প্রভাব ফেলছে পরিবেশে, সেই দিকটি প্রায় অদৃশ্য। বিশ্বে প্রতিদিন কয়েক কোটি টন বর্জ্য উৎপন্ন হচ্ছে। এর মধ্যে প্লাস্টিক, ইলেকট্রনিক, জৈব বর্জ্য, রাসায়নিক, এবং নির্মাণ সামগ্রীর অংশ প্রধান। নগরের প্রতিটি ঘর, রাস্তাঘাট, অফিস, কলকারখানা থেকে যে পরিমাণ আবর্জনা সৃষ্টি হয়, তার সুষ্ঠু নিষ্পত্তি না হলে তা পরিবেশ, জনস্বাস্থ্য এবং আর্থ-সামাজিক ভারসাম্যে এক বিশাল ক্ষতিকর প্রভাব ফেলতে পারে। জাতিসংঘের এক পরিসংখ্যান অনুযায়ী, প্রতিবছর বিশ্বে ২০০ কোটিরও বেশি টন কঠিন বর্জ্য উৎপন্ন হয়, যার মধ্যে প্রায় এক তৃতীয়াংশ ঠিকভাবে রিসাইকেল বা পুনর্ব্যবহারযোগ্য ব্যবস্থার আওতায় আসে না। সবচেয়ে উদ্বেগজনক পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে প্লাস্টিক বর্জ্যকে ঘিরে। এই ধরনের বর্জ্য মাটিতে বা জলে মিশে যায় না, বরং শত শত বছর ধরে পরিবেশে থেকে যায় এবং ক্রমে মাইক্রোপ্লাস্টিকের রূপ নিয়ে জীবজগতে প্রবেশ করে। এই মাইক্রোপ্লাস্টিক সামুদ্রিক জীব, নদী এবং জলাশয়ে বসবাসকারী প্রাণী এবং অবশেষে মানুষের খাদ্যচক্রে প্রবেশ করে। ইতিমধ্যে বহু গবেষণায় প্রমাণিত হয়েছে যে, মানবদেহেও মাইক্রোপ্লাস্টিকের উপস্থিতি পাওয়া গেছে, যা ভবিষ্যতের জন্য মারাত্মক স্বাস্থ্যঝুঁকি বহন করে। তবে শুধু পরিবেশ নয়, বাড়তে থাকা বর্জ্য জনস্বাস্থ্যের দিক থেকেও এক অশনি সংকেত। অপরিষ্কার ও অপর্যাপ্ত বর্জ্য ব্যবস্থাপনার কারণে বহু উন্নয়নশীল দেশে মহামারি ছড়ানোর ঝুঁকি বাড়ছে। মশা, ইঁদুর এবং অন্যান্য জীবাণুবাহিত প্রাণী এই আবর্জনার স্তূপে আশ্রয় নিয়ে জীবাণু বিস্তারের মাধ্যমে মানুষের মধ্যে রোগ ছড়াচ্ছে। কচুরিপানার মতোই বর্জ্যর স্তূপও বেড়ে চলেছে শহরের পাশে পাশে, যা মানুষ এবং প্রাণীর জন্য এক নিঃশব্দ মৃত্যু ফাঁদ হয়ে উঠছে। শুধু ঘরের আবর্জনা নয়, ই-ওয়েস্ট অর্থাৎ ইলেকট্রনিক বর্জ্যও এখন একটি বড় সমস্যা। পুরনো মোবাইল, ল্যাপটপ, ব্যাটারি, টেলিভিশন প্রভৃতি উপকরণ যখন ফেলে দেওয়া হয়, তখন সেগুলিতে থাকা সিসা, পারদ, ক্যাডমিয়াম ইত্যাদি বিষাক্ত উপাদান ধীরে ধীরে মাটিতে এবং পানিতে মিশে যায়। এর প্রভাবে কৃষিজমি বিষাক্ত হয়ে পড়ে, নদী এবং জলাশয়ের জলদূষণ ঘটে, ফলে জলজ প্রাণী বিলুপ্তির পথে যায়। শিশুদের মধ্যে জন্মগত ত্রুটি, মানসিক প্রতিবন্ধকতা এবং ক্যানসারজাতীয় রোগের সম্ভাবনা বেড়ে যায় এইসব উপাদানের কারণে। বিশ্বের নানা দেশে এখন 'ল্যান্ডফিল' বা আবর্জনা ফেলার জায়গাগুলো ক্রমে পূর্ণ হয়ে উঠছে। এমনকি উন্নত দেশগুলো নিজেদের বর্জ্য উন্নয়নশীল দেশের ওপর চাপিয়ে দিচ্ছে, আন্তর্জাতিক বর্জ্য রপ্তানি ব্যবস্থার মাধ্যমে। এইভাবে এক দেশের আবর্জনা অন্য দেশের জীবনের ওপর দুঃসহ ভার হয়ে দাঁড়াচ্ছে। এর ফলে পরিবেশগত বৈষম্যও বেড়ে যাচ্ছে। যারা বর্জ্য তৈরি করছে, তারা ভোগে নয়; বরং যারা গ্রহণ করছে, তারাই সবচেয়ে বেশি ভুক্তভোগী। এই সংকটের মূলে রয়েছে মানুষের ভোগবাদী মনোভাব এবং অপরিকল্পিত জীবনযাপন। যত বেশি সামগ্রী আমরা ব্যবহার করি, তত বেশি পরিমাণে বর্জ্য তৈরি হয়। বাজার-নির্ভর সমাজে ক্রমাগত নতুন পণ্যের আকর্ষণ আমাদের পছন্দের জগৎকে এতটাই প্রলুব্ধ করেছে যে আমরা পুরনো জিনিসকে মেরামত করার বদলে নতুন কেনার প্রবণতাকেই উৎসাহিত করি। এই মানসিকতা শুধুই আর্থিক নয়, বরং পরিবেশগত দিক থেকেও মারাত্মক ক্ষতিকর। তবে এই সংকট থেকে বেরিয়ে আসার পথ একেবারেই নেই;এমনটা ভাবার কোনো কারণ নেই। সঠিক পরিকল্পনা, নীতি এবং নাগরিক সচেতনতা থাকলে বর্জ্য সমস্যাকে নিয়ন্ত্রণে আনা সম্ভব। উন্নত বিশ্বের বহু দেশ ইতিমধ্যেই 'জিরো ওয়েস্ট' আন্দোলনের মাধ্যমে পুনর্ব্যবহারযোগ্য এবং পরিবেশবান্ধব জীবনধারার দিকে এগিয়ে চলেছে। স্কুলে স্কুলে বর্জ্য ব্যবস্থাপনা শিক্ষা অন্তর্ভুক্ত করা, শহরাঞ্চলে ঘরে ঘরে বর্জ্য আলাদা করে ফেলার ব্যবস্থা তৈরি, শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলোর ওপর পরিবেশ সুরক্ষা সংক্রান্ত নিয়ম কঠোরভাবে প্রয়োগ করা;এইসব পদক্ষেপ দীর্ঘমেয়াদে সুস্থ এবং টেকসই সমাজ গঠনে সহায়ক হতে পারে। আমাদের প্রত্যেকের ব্যক্তিগত উদ্যোগই হতে পারে এই লড়াইয়ের প্রথম ধাপ। ঘরের ময়লা আলাদা করে ফেলা, প্লাস্টিকের ব্যবহার কমানো, পুনর্ব্যবহারযোগ্য বস্তু ব্যবহার করা, পুরনো জিনিস রিসাইকেল করা;এই ছোট ছোট অভ্যাসগুলো বৃহৎ পরিবর্তনের সূচনা করতে পারে। আমাদের ভাবনার কেন্দ্রে শুধু আমাদের বর্তমান প্রয়োজন নয়, ভবিষ্যৎ প্রজন্মের অস্তিত্বও থাকতে হবে। আমরা যে পৃথিবী রেখে যাব, সেই পৃথিবী কতটা বাসযোগ্য হবে, তা নির্ভর করছে আজকের আমাদের সচেতনতার ওপর। এই মুহূর্তে প্রয়োজন এক সমন্বিত উদ্যোগ; সরকার, কর্পোরেট প্রতিষ্ঠান, নাগরিক সমাজ এবং আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলোর সম্মিলিত প্রচেষ্টা ছাড়া এই সমস্যা সমাধান অসম্ভব। পরিবেশগত ন্যায়বিচার নিশ্চিত করতে হলে আমাদের প্রাত্যহিক জীবনে আরও সংযম, দায়িত্ব এবং সতর্কতা আনতেই হবে। অন্যথায়, এই বর্জ্যর স্তূপ একদিন আমাদের সভ্যতাকেই গ্রাস করে ফেলবে, আর তখন শুধুমাত্র অনুশোচনার ভাণ্ডার ছাড়া কিছুই থাকবে না মানুষের হাতে। বাড়তে থাকা বর্জ্য শুধুমাত্র এক পরিসংখ্যানগত দুঃসংবাদ নয়, এটি মানবসভ্যতার অস্তিত্বের এক চরম হুমকি। এর বিরুদ্ধে লড়াই শুধুমাত্র সরকার বা পরিবেশবাদীদের দায়িত্ব নয়, এটি আমাদের প্রত্যেকের নৈতিক এবং সামাজিক কর্তব্য। এখনই সময়, আমরা আমাদের জীবনধারাকে আরও টেকসই, দায়িত্বশীল এবং পরিবেশ-সহনশীল করে তুলি। কারণ প্রকৃতি তার সহ্যের সীমা ছাড়িয়ে গেলে, তার প্রতিশোধ হবে নিঃশব্দ এবং সর্বনাশা।

পারিবারিক বিবাদে রণক্ষেত্র, সংঘর্ষে আহত ১২

দুরন্তবার্তা, শিল্পী দত্ত কোচবিহার ১৫ জুন পারিবারিক জমি নিয়ে বিবাদ আর তাতেই সংঘর্ষ সংঘর্ষে আহত দুপক্ষের ১২ জন। কোচবিহার জেলার মাথাভাঙ্গা ১ নং ব্লকের গলাকাটা এলাকায় জমি বিবাদকে কেন্দ্র করে উত্তপ্ত হয়ে উঠল এলাকা। একই পরিবারের কাকা জেঠুর পক্ষের সংঘর্ষে গুরুতর জখম হলেন দুপক্ষের ১২ জন। এদের মধ্যে ৬ জন মাথাভাঙ্গা মহকুমা হাসপাতালে চিকিৎসাধীন এবং বাকি ৬ জনকে প্রাথমিক চিকিৎসার পর ছেড়ে দেওয়া হয় এমনটাই হাসপাতাল সূত্রে খবর। একই পরিবারের আব্দুল মিয়া এবং কবীর হোসেন এই দুই কাকাতো জ্যাঠতোতো ভাইয়ের একটি জমি নিয়ে দীর্ঘদিনের বিবাদ ছিল। ইতিমধ্যে আব্দুল মিয়া এই জমিতে ভুট্টা চাষ করেন। রবিবার অভিযোগ সেই ভুট্টা কাটতে গেলে কবীর হোসেনের লোকজন আব্দুল মিয়ার ভাইদের উপর চড়া হয় পরবর্তীতে তারা আব্দুল মিয়ার বাড়িতেও চড়া হয়ে ভাঙচুর জ্বালায় বলে অভিযোগ। অপরদিকে এই প্রসঙ্গে কবীর হাসানের নাতি ইউনুস হাসান বলেন - দীর্ঘদিন ধরেই এই জমি নিয়ে পারিবারিক বিভাগ রবিবার আব্দুল মিয়া বহিরাগত লোকজন নিয়ে এসে বাড়ির উপর হামলা চালায়। এমনকি একজনের গায়ে লঙ্কার গুড়া ছিটিয়ে দেয় বলে অভিযোগ করেন তিনি। এতেই দু পক্ষের বেশ কয়েকজন আহত হয়। পারিবারিক বিবাদের জেরে রণক্ষেত্রের চেহারা নয় এলাকা। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে গিয়ে উপস্থিত হয় বিরাট পুলিশ বাহিনী পরবর্তীতে পুলিশ দুজনকে আটক করে। এই প্রসঙ্গে কোচবিহার জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের চেয়ারম্যান গিরীন্দ্রনাথ বর্মন বলেন - এখানে কোন রাজনীতির ব্যাপার নেই। সমস্তটাই পারিবারিক ব্যাপার জমি সংক্রান্ত এর আগেও এই বিষয় নিয়ে সালিশি সভা হয়েছিল কিন্তু একপক্ষ মানলেও আরেক পক্ষ মানে না সে কারণেই এহেনো ঘটনা। আমরা বলব পুলিশ করা পদক্ষেপ গ্রহণ করুক এবং উপযুক্তদের শাস্তি দিক। অপরদিকে এই প্রসঙ্গে কোচবিহার জেলা বিজেপির সাধারণ সম্পাদক বিরাজ বোস বলেন - এ কথা ঠিক পারিবারিক বিবাদের জেরেই এই সংঘর্ষ। কিন্তু প্রশ্ন উঠছে পুলিশ কেন দেরি করে পৌঁছল কেনই বা দুজনকে আটক করতে এত সময় লাগলো তাহলে কি এর পিছনে সরাসরি ভাবে শাসকদলের কোন মদত রয়েছে। সঠিক তদন্ত হলে দুধ কা দুধ পানি কা পানি হয়ে যাবে। তবে যে ভয়ংকর সংঘর্ষ রূপ নিয়েছিল পারিবারিক বিবাদকে কেন্দ্র করে তাতে রীতিমতো শঙ্কিত এলাকার সাধারণ মানুষ।

অনুকুলচন্দ্রের বাণী

শাশ্বতী

কর্ম্মব্যস্ত চলন; আর, সে-চলার উপচয় খুঁজে পাওয়া যায় নাকো অথচ ন্যায়ের দোহাইদারী খরচার বাবুগিরি-অভিনন্দন প্রতি পদক্ষেপে, প্রায়শঃই দেখতে পাবে; তোমার আয় বা উন্নতির তা'রা ভদ্র অভিঘাত, হিসাব করে চ'লো। দুষ্ট বা বিরুদ্ধ ধারণার বশবর্তী হ'য়ে প্রত্যক্ষভাবে জিজ্ঞাসাবাদ না ক'রে; স'রে দাঁড়ান এবং অসহযোগিতা বা বিরুদ্ধ চলন যেখানে; তা'রা যতই সাধু ও সুযুক্তির বাহানা করুক না কেন, কৃতঘ্নতা সেখানে অন্তঃসলিলা। যাদের ভেবে-দেখা বুদ্ধিই প্রবল; দেখে ভাবা, করা বা চলা মিষ্টি লাগে না, স্বভাব সুনিষ্ঠ ও দায়িত্বশীল নয়কো, আর, কথায় ও চলনে দ্বন্দ্ববহুল, মন্থর, অকুশল-কৌশলী, কাজ মজুত রাখতে ওস্তাদ যা'রা, তা'রা যা'তেই যা'ক না; অপ্রতুলতাকেই বেশী আশা ক'রো। ভণ্ডবুদ্ধি ধর্ম্মকথা কয় অন্যের বেলায়, বাগানোর মতলবে, আর, সুবিধামাফিক নিজের বেলায় হয় সংসারী, নয় লোকসেবক,- কোথাও নাস্তিক।

আমেরিকায় ডোনাল্ড ট্রাম্পের 'ট্রাম্প কার্ড': রাজনীতির মাঠে এক বিতর্কিত কৌশলের পুনরাবির্ভাব

আমেরিকার রাজনীতিতে ডোনাল্ড ট্রাম্পের আবির্ভাব মানেই বিতর্ক, নাটক এবং একরাশ অভূতপূর্ব গন্ধ। প্রাক্তন মার্কিন প্রেসিডেন্ট এবং বর্তমান রিপাবলিকান মনোনয়ন প্রত্যাশী ডোনাল্ড ট্রাম্প আবারও শিরোনামে উঠে এসেছেন তাঁর নতুন কৌশলগত পদক্ষেপ 'ট্রাম্প কার্ড'-এর মাধ্যমে। এই 'ট্রাম্প কার্ড' একদিকে যেমন মার্কিন রাজনীতির প্রচলিত ধারা থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন এক প্রচার কৌশলের ইঙ্গিত বহন করে, তেমনই অন্যদিকে ট্রাম্পের অনুসারী ভোটারদের আরও একধাপ সংগঠিত ও সক্রিয় করতে সাহায্য করছে। এই কার্ডের ঘোষণার পর থেকেই দেশজুড়ে শুরু হয়েছে বিস্তর আলোচনা, সমালোচনা এবং রাজনৈতিক মেরুকরণ। কেউ একে ট্রাম্পের রাজনৈতিক প্রতিভার চালে যুগান্তকারী কৌশল বলছেন, কেউ আবার এটিকে মার্কিন গণতন্ত্রের সঙ্গে ছলচাতুরির সমান বলে নিন্দা করছেন। এই 'ট্রাম্প কার্ড' আসলে একটি রাজনৈতিক 'মেমোরেবিলিয়া' যা ট্রাম্পের অনুসারীদের হাতে তুলে দেওয়া হচ্ছে একটি ভিআইপি সাপোর্টার আইডেন্টিফিকেশন কার্ড হিসেবে। দেখতে অনেকটা ক্রেডিট কার্ডের মতো, এই কার্ডে ট্রাম্পের নাম, ছবি, স্লোগান এবং বিশেষ করে 'Official Trump Patriot Card' লেখা থাকে। অনলাইনে ট্রাম্পের প্রচার মঞ্চ থেকে এই কার্ড সংগ্রহ করা যায় এবং এটি মূলত তাঁর নির্বাচনী প্রচারাভিযানের একটি অংশ হিসেবেই বিতরণ করা হচ্ছে। যদিও এই কার্ডের

বাস্তবিক কোনো আইনগত মূল্য নেই বা কোনো রকম সুবিধা প্রদান করে না, তবুও এটি একটি মনস্তাত্ত্বিক কৌশলের অংশ যা ট্রাম্প তাঁর সমর্থকদের মধ্যে প্রেরণা জোগাতে এবং নিজেদের 'বিশেষ' বলে ভাবতে উৎসাহিত করতে ব্যবহার করছেন। এই কার্ডের ঘোষণার পেছনে রয়েছে গভীর রাজনৈতিক কৌশল আছে, যা ট্রাম্প যুগের রাজনীতিকে আরও একবার প্রমাণ করে দিচ্ছে যে, ট্রাম্প শুধু বক্তা বা মিছিলের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়; এটি এক ধরনের মনস্তাত্ত্বিক খেলাও বটে। ট্রাম্প জানেন, তাঁর শক্তি কোথায়। তিনি জানেন, তাঁর সমর্থকদের একটা বড় অংশ মার্কিন রাজনীতির মূলধারার প্রতি অবিশ্বাসী এবং তাঁরা নিজেদের 'ভিন্ন' বলে মনে করেন। ট্রাম্প সেই মনোভাবকে কাজে লাগিয়ে এমন এক 'ক্লাব' বা 'ভিআইপি এলিট' গোষ্ঠীর ভাবমূর্তি তৈরি করছেন, যেখানে একজন 'ট্রাম্প সমর্থক' হওয়া মানে অন্য সকলের চেয়ে আলাদা, বিশেষ, এবং অনেক ক্ষেত্রে 'দেশপ্রেমিক' হওয়ার এক বিকল্প ব্যাখ্যা। এই জাতীয় প্রচার মানুষকে কেবল ভোটার হিসেবে নয়, বরং আন্দোলনের সৈনিক হিসেবে অনুভব করায়। তবে এই কার্ডের সমালোচনাও কম নয়। ডেমোক্র্যাটদের পক্ষ থেকে বলা হয়েছে, ট্রাম্প এই 'ট্রাম্প কার্ড' নামক পদক্ষেপের মাধ্যমে এক ধরনের ব্যক্তিত্ববাদী রাজনীতিকে উৎসাহ দিচ্ছেন, যা গণতন্ত্রের চেতনাকে ক্ষুণ্ন করে। একজন প্রার্থীর নাম এবং ছবি সম্বলিত একটি 'সদস্য কার্ড' বিতরণ করে তিনি তাঁর প্রচারাভিযানকে কেবল রাজনৈতিক নয়, বরং এক ধরনের ব্যক্তিপূজার স্তরে নিয়ে যাচ্ছেন। এই ধরণের রাজনৈতিক ব্যক্তিকেন্দ্রিক প্রচার অনেকের কাছেই হঠাৎ করে চীনের কমিউনিস্ট বা উত্তর কোরিয়ার স্বৈরাচারী শাসনের প্রোপাগান্ডা কৌশলের কথা মনে করিয়ে দেয়। এর মাধ্যমে 'আমি না থাকলে দেশ নেই' এই মনোভাবকে আরও প্রোক্ত করা হচ্ছে, যা একটি সুস্থ গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার জন্য বিপজ্জনক। আরেকটি বিতর্কিত দিক হল এই কার্ডের আর্থিক দিক। প্রচার ওয়েবসাইটে অনেকে অভিযোগ করেছেন যে, এই কার্ড সংগ্রহের সময় অর্থ দান করতে উৎসাহিত করা হচ্ছে, এবং সেখানে স্পষ্টভাবে বলা হচ্ছে যে, এই দানের মাধ্যমে সমর্থকরা 'বিশেষ মর্যাদা' লাভ করবেন। এটি আদতে একটি চাঁদা আদায়ের ছল মাত্র, যা ধনী প্রার্থী ও তাঁর দলকে রাজনৈতিকভাবে আরও বেশি শক্তিশালী করে তোলে। এমনকি কেউ কেউ এই পন্থাকে রাজনৈতিক দুর্নীতির সূদ রূপ বলেও ব্যাখ্যা করছেন, যেখানে একটি অলাভজনক রাজনৈতিক প্রচার দল ব্যবহার করছে প্রলোভন এবং প্রতীক ব্যবহার করে আর্থিক সহায়তা পাওয়ার জন্য। যদিও সমালোচনা এবং বিতর্ক রয়েছে, তবে এটাও ঠিক যে, এই ধরণের অভিনব প্রচার কৌশল ট্রাম্পকেই মানায়। তিনি ২০১৬ সাল থেকেই প্রথাগত রাজনীতির গণ্ডি ভেঙে বেরিয়ে এসেছেন এক ব্যবসায়ী-প্রচারক রূপে। তাঁর নির্বাচনী প্রচারে টুপির ব্যবহার থেকে শুরু করে 'Make America Great Again' নামক স্লোগান;সবকিছুতেই ছিল মার্কেটিংয়ের ছোঁয়া, যা সমর্থকদের মনে এক ধরনের ব্র্যান্ড-চেতনার জন্ম দেয়। 'ট্রাম্প কার্ড' সেই ধারারই একটি সাম্প্রতিক সংযোজন। এটি কেবল একটি প্লাস্টিকের টুকরো নয়, বরং এক মনস্তাত্ত্বিক অস্ত্র, যা সমর্থকদের মধ্যে দলীয় পরিচয়ের এক নতুন পরিচয় নির্মাণ করে। এই কার্ডের মাধ্যমে ট্রাম্প নিজের রাজনৈতিক পরিধি আরও বিস্তৃত করতে চাচ্ছেন এবং বিশেষ করে ২০২৪ সালের নির্বাচনে তিনি তাঁর অবস্থানকে আরও শক্ত করতে চান। রাজনৈতিক বিশ্লেষকরা বলছেন, এই কার্ড আগামী দিনে ট্রাম্প-ভিত্তিক প্রচারের এক গুরুত্বপূর্ণ দিক হয়ে উঠতে পারে, বিশেষ করে যখন তিনি একাধিক মামলা, অভিযোগ এবং আদালতের কার্যক্রমের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছেন। এই কার্ড একদিকে যেমন তাঁকে জনতার মধ্যে 'নেতা' হিসেবে তুলে ধরবে, অন্যদিকে আইনি জটিলতা থেকে সমর্থকদের মনোযোগ অন্যদিকে ঘুরিয়ে দিতে পারে। এছাড়াও এই উদ্যোগ মার্কিন রাজনীতির আরও গভীর পরিবর্তনের ইঙ্গিতও বহন করছে। যদি একজন প্রার্থী শুধু প্রতীক, পরিচয় এবং ব্র্যান্ড-নির্ভর হয়ে ভোটারদের পাশে টানার চেষ্টা করেন, তাহলে ভবিষ্যতের গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া কি কেবল ব্যক্তিপূজার নির্ভরশীল হয়ে পড়বে? যদি একই কেউ ভোটারদের মধ্যে 'ভিআইপি' এবং 'সাধারণ' সমর্থকদের বিভাজন ঘটান প্রতীকী কার্ড বিতরণের মাধ্যমে, তবে গণতন্ত্র কী তার ভিত্তিগত সমতা হারাবে না? এই প্রশ্নগুলো আজ মার্কিন রাজনৈতিক সমাজে প্রাসঙ্গিক। সব মিলিয়ে ডোনাল্ড ট্রাম্পের 'ট্রাম্প কার্ড' হলো এমন এক পদক্ষেপ যা মার্কিন রাজনীতিকে নতুন এক দিক দেখাচ্ছে; যেখানে প্রচার শুধু বক্তৃতা নয়, প্রচার এখন ব্র্যান্ড, পরিচয় এবং প্রতীক নির্মাণের প্রতিযোগিতা। এই কার্ডের সাফল্য কিংবা ব্যর্থতা হয়তো সময় বলবে, কিন্তু এটুকু নিশ্চিত যে, এটি মার্কিন রাজনীতির গঠনে এক নতুন অধ্যায় লিখে দিল। ট্রাম্পের রাজনৈতিক বিকাশ না বিলুপ্ত ঘটাবে, তা নির্ভর করবে আমেরিকার

বাভুমার নেতৃত্বে ইতিহাস সৃষ্টি টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপে দক্ষিণ আফ্রিকার জয়যাত্রা

টেস্ট ক্রিকেটের আঙিনায় বহু পরিবর্তনের ভেতর দিয়ে আজকের এই আধুনিক ক্রিকেটের এক নতুন অধ্যায়ে প্রবেশ করেছে দক্ষিণ আফ্রিকা। আইসিসি ওয়ার্ল্ড টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপ ২০২৩-২৫ আসরের পারফরম্যান্স এবং সাম্প্রতিক জয়ের ধারা এই দেশের ক্রিকেটকে এক নতুন মাত্রায় উন্নীত করেছে। এই রূপান্তরের কেন্দ্রবিন্দুতে রয়েছে এক শান্ত, ধীরস্থির এবং নির্ভরযোগ্য নেতৃত্বের নাম; তেম্বা বাভুমা। দীর্ঘদিন ধরে দক্ষিণ আফ্রিকার ক্রিকেটে এক নির্ভরযোগ্য ব্যাটসম্যান হিসেবে নিজের জায়গা তৈরি করে, অধিনায়কের ভূমিকায় এসে তিনি যেন পুরো দলের আত্মবিশ্বাসের প্রতীক হয়ে উঠেছেন। একজন কৃষ্ণাঙ্গ অধিনায়ক হিসেবে দক্ষিণ আফ্রিকার জাতিগত বৈচিত্র্যের প্রতীকও তিনি, যা ক্রিকেট মাঠে শুধুমাত্র বল আর ব্যাটের খেলা নয়, বরং বৃহত্তর সাংস্কৃতিক ও সামাজিক প্রতিনিধিত্বের ক্ষেত্রও হয়ে দাঁড়িয়েছে। বাভুমার নেতৃত্বে দক্ষিণ আফ্রিকার টেস্ট দল যে পদ্ধতিতে পুনর্গঠিত হয়েছে, তা রীতিমতো প্রশংসার দাবি রাখে। গ্রায়েম স্মিথ, হ্যান্সি ক্রনিয়ে বা ফ্যাফ ডুপ্লেসিদের পর টেস্ট নেতৃত্ব এমন এক হাতে উঠেছে, যিনি কোনো গর্জনহীন বিজয়ের গল্প লিখতে জানেন। বাভুমা নেতৃত্ব পাওয়ার পর থেকেই এক স্পষ্ট পরিকল্পনার ছাপ লক্ষ্য করা যায় দক্ষিণ আফ্রিকার খেলায়। এই পরিকল্পনা শুধুমাত্র প্রতিপক্ষকে পরাস্ত করার উদ্দেশ্যে নয়, বরং নিজেদের শক্তি ও দুর্বলতার নিখুঁত বিশ্লেষণের ওপর দাঁড়িয়ে ছিল। ব্যাটিং লাইনআপে ধারাবাহিকতা, বোলিং বিভাগে বৈচিত্র্য এবং ফিল্ডিংয়ে নিখুঁততা;এই তিনটি স্তম্ভে দাঁড় করানো হয়েছে দক্ষিণ আফ্রিকার টেস্ট দর্শন। দক্ষিণ আফ্রিকার ক্রিকেট ঐতিহাসিকভাবেই প্রতিভার আধার হলেও সাম্প্রতিক সময়ে তাদের পুনর্গঠনের প্রয়োজনীয়তা তীব্রভাবে

অনুভূত হচ্ছিল। অভিজ্ঞ ক্রিকেটারদের অবসরের পরবর্তী সময়ে তরুণদের মাঝে নেতৃত্বের অভাব ছিল প্রকট। এমন এক সময়েই বাভুমা দলকে গ্রহণ করেন এক দুরূহ পরিস্থিতিতে। অধিনায়ক হিসেবে তার শুরুর সময়টা একেবারে সহজ ছিল না। নানা সমালোচনার মুখেও তিনি ধৈর্য হারাননি। বরং নিজের ব্যাটিংয়ে ধারাবাহিকতা এবং মাঠে কৌশলগত নেতৃত্বের মাধ্যমে তিনি বারবার নিজের যোগ্যতা প্রমাণ করেছেন। বিশেষ করে ভারতের বিরুদ্ধে সিরিজ জয় কিংবা অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে প্রতিরোধমূলক পারফরম্যান্স দক্ষিণ আফ্রিকাকে শুধু পয়েন্ট টেবিলে এগিয়ে দেয়নি, বরং বিশ্বব্যাপী ক্রিকেট বিশ্লেষকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। বাভুমার অধিনায়কত্বে সবচেয়ে বড় পরিবর্তন এসেছে টিম স্পিরিটে। খেলোয়াড়দের মধ্যে সমতা, পারস্পরিক শ্রদ্ধা এবং দায়িত্বের বোধ সৃষ্টি হয়েছে। বোলার কাগিসো রাবাদা কিংবা ব্যাটসম্যান টনি ডি জর্জির মতো তারকারা প্রকাশ্যে বলেছেন, বাভুমার নেতৃত্বে তারা আরও বেশি আত্মবিশ্বাসী ও স্বাধীনভাবে খেলতে পারেন। বাভুমা কারো ওপর চাপ প্রয়োগ না করে, বরং তাদের স্বাভাবিক খেলায় উদ্বুদ্ধ করেন। তিনি নিজেও প্রথম ম্যাচে শতরান না পেলেও, দলের প্রয়োজনে একেকবার নিজেকে ব্যাটিং অর্ডারে ওপরে বা নিচে নামিয়ে প্রতিপক্ষের রণনীতিকে বিশৃঙ্খল করে তুলেছেন। তবে শুধু কৌশলগত নয়, মনস্তাত্ত্বিক দিক থেকেও বাভুমা এক দক্ষ নেতার পরিচয় দিয়েছেন। দক্ষিণ আফ্রিকার ইতিহাসের বিবেচনায়, একজন কৃষ্ণাঙ্গ অধিনায়ক হিসেবে বাভুমার গুরুত্ব অস্বীকার করার কোনো উপায় নেই। দেশের রাজনীতি এবং ক্রিকেটের ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের পরিপ্রেক্ষিতে বাভুমার উপস্থিতি এক সাংস্কৃতিক বিপ্লবের সূচনা করেছে। তিনি শুধু খেলোয়াড় নন, এক প্রতীকও বটে। বহু বছর ধরে যেভাবে দক্ষিণ আফ্রিকার ক্রিকেটে শ্বেতাঙ্গ আধিপত্য লক্ষ্য করা গেছে, সেখানে বাভুমা নতুন প্রজন্মের জন্য এক শক্তিশালী বার্তা দিয়েছেন যে দক্ষতা, ধৈর্য এবং নেতৃত্ব গুণ থাকলে জাতি বা বর্ণ কোনো বাধা হতে পারে না। আইসিসি ওয়ার্ল্ড টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপে দক্ষিণ আফ্রিকার এই উত্থান আর পাঁচটি দলের মতো নয়। ভারত, অস্ট্রেলিয়া কিংবা ইংল্যান্ডের তুলনায় কম বাজেট, সীমিত অবকাঠামো এবং রাজনৈতিক চাপ সত্ত্বেও যে ধারাবাহিকতা তারা দেখিয়েছে, তা ক্রিকেট বিশ্বের কাছে এক নতুন অনুপ্রেরণা হয়ে উঠেছে। দলের মধ্যে কৌশলগত ঘনিষ্ঠতা যেমন টেকনিক্যাল স্টাফদের পেশাদারিত্বে প্রতিফলিত হয়েছে, তেমনি প্রতিটি ম্যাচে পরিস্থিতি অনুযায়ী দ্রুত সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতাও দেখা গেছে বাভুমার মধ্যে। এমনকি হারের মুখোমুখি হওয়া ম্যাচগুলোতেও দক্ষিণ আফ্রিকার দলীয় মনোবল ভেঙে পড়েনি, বরং পরের ম্যাচে সেই অভিজ্ঞতাকে পুঁজি করে আরও বেশি সংগঠিতভাবে ফিরেছে। বাভুমার নেতৃত্বে দক্ষিণ আফ্রিকার এই সাফল্য কেবল ক্রিকেটের পরিসংখ্যান নয়, বরং তা একটি দেশের আত্মবিশ্বাস ও পুনরুত্থানের গল্পও। দুর্দিন পেরিয়ে আবার মাথা তুলে দাঁড়ানোর এই যাত্রায় বাভুমা এবং তার দল প্রমাণ করেছে, টেস্ট ক্রিকেট এখনও বেঁচে আছে এবং বেঁচে থাকবে এমন নেতৃত্বের হাত ধরে যারা একাধারে দূরদর্শী, কৌশলী এবং অন্তর্মুখী। দক্ষিণ আফ্রিকার এই টেস্ট দল যেন মনে করিয়ে দেয়, খেলার প্রকৃত সৌন্দর্য কোথায়;এটা শুধু ছক্কা বা দ্রুত রান নয়, বরং ধৈর্য, পরিকল্পনা ও সম্মিলিত প্রচেষ্টায়। এই ঐতিহাসিক অভিযাত্রা অবশ্য এখানেই শেষ নয়। সামনের দিনগুলোতে চ্যাম্পিয়নশিপের কঠিন পর্ব অপেক্ষা করছে। অস্ট্রেলিয়া, ভারত কিংবা ইংল্যান্ডের মতো পরাশক্তিদের মোকাবিলা করে যদি দক্ষিণ আফ্রিকা ফাইনালের টিকিট নিশ্চিত করতে পারে, তবে সেটি হবে শুধুমাত্র বাভুমার নেতৃত্বের ফসল। সাফল্য অব্যাহত থাকলে আগামী দিনে বাভুমা দক্ষিণ আফ্রিকার সবচেয়ে সফল টেস্ট অধিনায়কদের একজন হিসেবে ইতিহাসে স্থান করে নেবেন। তেম্বা বাভুমা এখন শুধুমাত্র একজন ক্রিকেটার নন, দক্ষিণ আফ্রিকার ক্রিকেট সংস্কৃতির এক নবজাগরণের কণ্ঠস্বর। তার মধ্যে দিয়ে যে নেতৃত্বের পরিণতি ফুটে উঠছে, তা ক্রিকেটকে শুধু জয়-পরাজয়ের গণ্ডি পেরিয়ে এক সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও মনস্তাত্ত্বিক উচ্চতায় নিয়ে যাচ্ছে। আর সে কারণেই বলা যায়, বাভুমার নেতৃত্বে টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের এই ইতিহাস; এটা শুধুই একটি ক্রিকেট ম্যাচের ফল নয়, বরং এটি একটি জাতির পুনরুত্থানের প্রতীক।

কেউ যেন ভুলে না যায় চিত্তরঞ্জন দাস ও বাংলায় হিন্দু-মুসলিম ঐক্যের হারানো উত্তরাধিকার

দেশ যখন দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের ১০০ তম মৃত্যুবার্ষিকী উদযাপন করছে, তখন কেবল আনুষ্ঠানিক শ্রদ্ধাঞ্জলি বা ফাঁপা প্রশংসাই যথেষ্ট নয়। বরং, আমাদের অবশ্যই তাঁর জীবন ও রাজনীতি কী প্রতিনিধিত্ব করে এবং সেই উত্তরাধিকার থেকে আমরা কতটা দূরে সরে এসেছি তা নিয়ে সততার সাথে, অবিচলভাবে চিন্তা করতে হবে। সাম্প্রদায়িক বিভেদের গভীরতর সময়ে, যখন রাজনৈতিক আন্দোলন প্রায়শই মেরুকরণের দিকে ঝুঁকে পড়ে, তখন দাশের স্মৃতি কেবল একটি ঐতিহাসিক মুহূর্ত নয়, বরং একটি নৈতিক চ্যালেঞ্জও উপস্থাপন করে। তিনি কেবল একজন জাতীয়তাবাদী হিসেবেই দাঁড়িয়েছিলেন না বরং একজন বিরল দূরদর্শী হিসেবে দাঁড়িয়েছিলেন যিনি বুঝতে পেরেছিলেন যে ধর্মীয় বিদ্বেষের ভাঙা মাটিতে প্রকৃত স্বাধীনতা কখনও বিকশিত হতে পারে না। তাঁর রাজনীতির মূলে ছিল এই দৃঢ় বিশ্বাস যে হিন্দু-মুসলিম ঐক্য বাংলার জন্য ঐচ্ছিক নয় - এটি ছিল ভিত্তি। চিত্তরঞ্জন দাশ, প্রশিক্ষণের দিক থেকে একজন আইনজীবী এবং হৃদয় থেকে একজন দেশপ্রেমিক, স্বাধীনতা সংগ্রামীদের সেই গোষ্ঠীর একজন যাদের আত্মত্যাগ প্রাথমিক ভারতীয় জাতীয়তাবাদের আত্মাকে রূপ দিয়েছে। তবুও যা তাকে আলাদা করে তোলে তা কেবল আদালত কক্ষে তার প্রতিভা বা অসহযোগ আন্দোলনে তার ভূমিকা নয়, বরং একটি অন্তর্ভুক্তিমূলক জাতীয় সংগ্রাম গড়ে তোলার জন্য তার সাহসী প্রচেষ্টা। বাংলায় - হিন্দু-মুসলিম সামাজিক কাঠামোর সাথে গভীরভাবে জড়িত একটি প্রদেশ - দাস বুঝতে পেরেছিলেন যে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি ছাড়া রাজনৈতিক মুক্তি এগিয়ে যেতে পারে না। এটি তার কাছে কোনও বাগ্মী বিকাশ ছিল না; এটি ছিল একটি দৈনন্দিন অঙ্গীকার, যা নীতিতে, রাজনৈতিক সংগঠনে এবং সংখ্যাগরিষ্ঠ প্রবৃত্তিকে অস্বীকার করার সাহসে মূর্ত ছিল। এই দৃষ্টিভঙ্গিই ১৯২৩ সালে বেঙ্গল প্যাক্ট গঠনের দিকে পরিচালিত করেছিল, প্রতিনিধিত্ব এবং পারস্পরিক শ্রদ্ধার বিষয়গুলি মোকাবেলা করার জন্য হিন্দু ও মুসলমানদের মধ্যে একটি সাহসী এবং বিতর্কিত চুক্তি। দাস শিক্ষা, চাকরি এবং স্থানীয় শাসনে মুসলিম অধিকারের জন্য জোর দিয়েছিলেন - এমন একটি অবস্থান যা তাকে প্রশংসা এবং সমালোচনা উভয়ই এনে দিয়েছিল। তার নিন্দুকদের কাছে, তিনি খুব বেশি কিছু দিতেন বলে মনে হয়েছিল; তার অনুসারীদের কাছে, তিনি তার সময়ের চেয়ে এগিয়ে ছিলেন। কিন্তু তিনি যা করেছিলেন তা ছিল এই ধারণাকে সমর্থন করা যে ন্যায়বিচার নির্বাচনী হতে পারে না এবং বর্জনের উপর নির্মিত জাতীয় ঐক্য মোটেও ঐক্য নয়। ফজলুল হক এবং অন্যান্য মুসলিম নেতাদের মতো ব্যক্তিত্বদের সাথে তার রাজনৈতিক জোট কোনও কৌশলগত ব্যবস্থা ছিল না। এটি ছিল একটি দার্শনিক অবস্থান। দাস গভীরভাবে বিশ্বাস করতেন যে, বাঙালি পরিচয় ধর্মীয় লাইনে বিভক্ত করা যাবে না। এটি ছিল স্বরাজের তার ধারণার মূল ভিত্তি - কেবল ব্রিটিশ শাসন থেকে রাজনৈতিক স্বাধীনতা নয়, বরং উপনিবেশবাদ যে বিভেদমূলক কাঠামোকে উৎসাহিত করেছিল এবং প্রতিষ্ঠা করেছিল তা থেকে নৈতিক স্বাধীনতা। ১৯২৫ সালে তাঁর মৃত্যু বাংলা ও ভারতকে এমন কয়েকজন নেতার একজনকে হারিয়ে ফেলেছিল যাদের ভবিষ্যৎ স্পষ্টভাবে দেখার দূরদর্শিতা এবং সহানুভূতি ছিল সাম্প্রদায়িক বিভাজন ভারতের গণতান্ত্রিক আত্মার জন্য সবচেয়ে বড় হুমকি হয়ে উঠবে। আজ, এক শতাব্দী পরে, আমাদের নিজেদেরকে কঠিন প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করতে হবে। ঐক্যের সেই ঐতিহ্যের আর কী অবশিষ্ট আছে? বাংলার সমসাময়িক রাজনৈতিক আলোচনায়, ধর্মীয় মিলনের শব্দভাণ্ডার উদ্বেগজনকভাবে ম্লান হয়ে গেছে। আজ নেতারা, দলগত সম্পর্ক নির্বিশেষে, নির্বাচনী লাভের জন্য সাম্প্রদায়িক বাগাড়ম্বরের সাথে প্রেম করছেন। অভিযোগের রাজনীতি সংহতির রাজনীতির স্থান নিয়েছে। দাসের বাংলা - যেখানে হিন্দু ও মুসলমানরা একসময় একটি ভাগাভাগি রাজনৈতিক ভাগ্য কল্পনা করেছিলেন - এমন একটি দেশে পরিণত হওয়ার ঝুঁকি রয়েছে যেখানে ইতিহাসকে অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করা হচ্ছে, এবং পরিচয়কে ঐক্যবদ্ধ করার পরিবর্তে বিভক্ত করার জন্য ব্যবহার করা হচ্ছে। এই মুছে ফেলা আকস্মিক নয়। এটি নিয়মতান্ত্রিক। জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে মুসলিম নেতাদের অবদান প্রায়শই অবহেলা করা হয়; বেঙ্গল প্যাক্টের মতো জোটের স্মৃতি সুবিধাজনকভাবে উপেক্ষা করা হয়। কিন্তু ইতিহাস যখন নীরব করা হয়, তখন তা ভূত হয়ে ওঠে - ভীত এবং শিক্ষণীয়। দাসের উত্তরাধিকার একটি দৃঢ় স্মারক হিসেবে দাঁড়িয়ে আছে যে ঐক্য সর্বদা বিভাজনের চেয়ে কঠিন, বরং অনেক বেশি স্থায়ী। তিনি ধর্মীয় পার্থক্যের জটিলতাগুলিকে অস্বীকার করেননি। তিনি সংলাপ, ক্ষমতা ভাগাভাগি এবং পারস্পরিক জবাবদিহিতার মাধ্যমে তাদের মুখোমুখি সম্বোধন করেছিলেন। আমাদের এই সত্যটিও উপেক্ষা করা উচিত নয় যে দাসের অন্তর্ভুক্তিমূলক রাজনীতি ধর্মনিরপেক্ষতার প্রতি গভীর আস্থার মধ্যে নিহিত ছিল, একটি বিমূর্ত আদর্শ হিসেবে নয় বরং একটি জীবন্ত রাজনৈতিক কৌশল হিসেবে। এই অর্থে, তিনি ভারত পরবর্তীকালে যে সাংবিধানিক ধর্মনিরপেক্ষতা গ্রহণ করবে তার পূর্বসূরী ছিলেন। কিন্তু স্বাধীনতা-পরবর্তী রাষ্ট্রযন্ত্রের উপর থেকে নীচের ধর্মনিরপেক্ষতার বিপরীতে, দাসের সংস্করণ ছিল তৃণমূল, অংশগ্রহণমূলক এবং বিশ্বাসের উপর ভিত্তি করে। সেই মডেলটি আমাদের সময়ের জন্য শিক্ষা দেয় - যখন সাম্প্রদায়িক সন্দেহ ক্ষুদ্রতম নাগরিক প্রতিষ্ঠানগুলিতেও প্রবেশ করেছে। দাসের উত্তরাধিকারকে পুনরুজ্জীবিত করার অর্থ অতীতে ফিরে যাওয়া নয়। এর অর্থ বর্তমানের সাথে এর সারাংশ প্রয়োগ করা। এর অর্থ হলো সাম্প্রদায়িক প্রলোভন প্রতিরোধকারী রাজনৈতিক মঞ্চ তৈরি করা। এর অর্থ হলো বাংলা এবং অন্যান্য জায়গায় শাসনব্যবস্থা যেন তার জনগণের বহুত্ববাদী বাস্তবতাকে প্রতিফলিত করে তা নিশ্চিত করা। এর অর্থ হলো আজকের নেতাদের কেবল তাদের ভোট ব্যাংক নয়, সকলের পক্ষে কথা বলার নৈতিক কল্পনাশক্তি থাকা উচিত। দাসের শতবর্ষ পূর্তিতে, তাঁর আদর্শগুলিকে কয়েকটি প্রতীকী বক্তৃতা বা একাডেমিক সম্মেলনে সীমাবদ্ধ রাখা উচিত নয়। ক্ষেত্র, নীতি, বাগ্মিতা এবং রাজনৈতিক জীবনের দৈনন্দিন ব্যাকরণে এগুলি পুনরুজ্জীবিত করা উচিত। বিশেষ করে গুরুত্বপূর্ণ যে বাংলা - একটি দীর্ঘ ঐতিহ্যবাহী সমন্বয়, যৌগিক সংস্কৃতি এবং ভাষাগত গর্বের অধিকারী রাজ্য - এই পুনরুজ্জীবনের নেতৃত্ব দেয়। দেশবন্ধু, নজরুল এবং রবীন্দ্রনাথের ভূমি তার উত্তরাধিকার ভুলে যেতে পারে না। প্রতিটি গ্রাম, প্রতিটি কলেজ এবং প্রতিটি রাজনৈতিক হলে, দেশবন্ধুর স্মৃতি একটি কম্পাস হিসেবে কাজ করা উচিত - আমাদের প্রকৃতির উন্নত দেবদূতদের দিকে নির্দেশ করে, আমাদের মনে করিয়ে দেয় যে অন্ধকারতম সময়েও ঐক্য স্বপ্ন নয়, বরং একটি পছন্দ।

বিশ্বকে চরম বিপদের দিকে ঠেলে দিচ্ছে ইজরায়েল আমেরিকার চোখের সামনে বেড়ে চলেছে অমানবিকতা

বর্তমান বিশ্বে যুদ্ধ, সহিংসতা এবং মানবাধিকার লঙ্ঘনের বিষয়গুলো যত দ্রুত ঘনীভূত হচ্ছে, তার অন্যতম ভয়াবহ উদাহরণ হয়ে উঠেছে ইজরায়েল-গাজা সংকট। ইজরায়েল যে মাত্রায় প্রতিদিন একের পর এক হামলা চালাচ্ছে ফিলিস্তিনি ভূখণ্ডে, বিশেষ করে গাজা উপত্যকায়, তা শুধু মধ্যপ্রাচ্য নয়;সমগ্র মানব সভ্যতার জন্যই এক গভীর সংকেত। শিশু, নারী, বয়স্ক, চিকিৎসক, সাংবাদিক কেউই রেহাই পাচ্ছে না এই নির্বিচার সহিংসতা থেকে। এমনকি যুদ্ধবিরতি, জাতিসংঘের হস্তক্ষেপ কিংবা মানবিক সাহায্য চাওয়ার আবেদনকেও পায়ের নিচে পিষে দিয়ে চলছে একের পর এক বিমান হানা, স্থল অভিযান এবং ঘর-বাড়ি গুঁড়িয়ে দেওয়ার কর্মসূচি। এটি নিছক আত্মরক্ষার কৌশল নয়, বরং আধুনিক সভ্যতার চোখের সামনেই এক বর্বর ধ্বংসযজ্ঞ। এই ঘটনার সবচেয়ে লজ্জাজনক দিক হল, এই সব ঘটে চলেছে বিশ্বের সবচেয়ে শক্তিশালী রাষ্ট্র আমেরিকার চোখের সামনে, যেন তাদের মৌন সমর্থনেই ইজরায়েল এই হত্যাযজ্ঞ চালিয়ে যেতে পারছে। যতই আন্তর্জাতিক মঞ্চে মানবাধিকার রক্ষার বুলি আওড়ানো হোক না কেন, বাস্তবে দেখা যাচ্ছে আমেরিকা কেবল কূটনৈতিক ভাষার আবরণে ইজরায়েলকে রক্ষা করছে। অস্ত্র সরবরাহ, অর্থনৈতিক সহায়তা এবং জাতিসংঘের প্রস্তাবে ভেটো প্রদান;সবদিক থেকেই ওয়াশিংটনের ভূমিকা ইজরায়েলের পক্ষে এক নিঃশব্দ ছাড়পত্র হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে। গাজায় প্রতিদিন যা ঘটছে, তা যুদ্ধ নয়, বরং একপাক্ষিক নিধনযজ্ঞ। কয়েক ঘণ্টার ব্যবধানে স্কুল, হাসপাতাল, শরণার্থী শিবির ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে। পিতামাতার চোখের সামনে শিশুদের দেহ ছিন্নভিন্ন হচ্ছে। সাংবাদিকরা প্রাণ হারাচ্ছেন সত্য তুলে ধরার চেষ্টায়। যাদের উপর এই আক্রমণ, তাদের অধিকাংশই নিরস্ত্র, অসহায় সাধারণ মানুষ। অথচ এই নির্মমতা কোনো আন্তর্জাতিক ট্রাইব্যুনাল বা জরুরি বৈঠকের অগ্রাধিকার পাচ্ছে না। বিশ্বব্যবস্থা যেন এই ভয়াবহতার কাছে নিস্পৃহ, নির্বিকার হয়ে পড়েছে। এই নির্লজ্জ নীরবতা আসলে দায়িত্বহীনতারই আরেক রূপ। ইজরায়েল সরকার এই হামলাগুলোর পক্ষে একটিই যুক্তি তুলে ধরছে;আত্মরক্ষা। কিন্তু প্রশ্ন ওঠে, কতটা আত্মরক্ষার প্রয়োজনে একটি দেশের সেনাবাহিনী এত সংখ্যালঘু শিশুদের হত্যা করতে পারে? কতটা আত্মরক্ষা তত্ত্বে দিনের পর দিন শরণার্থী শিবিরে বোমা ফেলা যায়? এই প্রশ্নগুলো শুধুই নীতিগত নয়, বরং মানবতাবোধের মূলে আঘাত করে। আত্মরক্ষার নামে দীর্ঘদিন ধরে চলা এক রাজনৈতিক আগ্রাসনই এখানে বাস্তবতা। প্যালেস্টাইনিদের ভূমি কেড়ে নেওয়া, অবরোধ সৃষ্টি করা, পানি-বিদ্যুৎ-ঔষধ বন্ধ করে দেওয়া;এসব মিলিয়ে এটিকে আর কোনোভাবেই আত্মরক্ষা বলা যায় না। বর্তমানে গাজা উপত্যকা প্রায় একটি খোলা কারাগারে পরিণত হয়েছে। ঘনবসতিপূর্ণ এই অঞ্চলে কোনো রকম মৌলিক পরিকাঠামো অবশিষ্ট নেই। হাসপাতালগুলোতে নেই পর্যাপ্ত চিকিৎসা সামগ্রী, বিদ্যুৎ সরবরাহ প্রায় বন্ধ, খাবার এবং পানীয় জলের সঙ্কট চরমে। এই পরিস্থিতির মধ্যে প্রতিদিনের বোমা বর্ষণ শুধু মানুষ মারছে না, বরং একটি গোটা প্রজন্মের ভবিষ্যৎকে নিশ্চিহ্ন করে দিচ্ছে। শিশুরা স্কুলে যেতে পারছে না, বাঁচার স্বপ্ন দেখছে না, বরং প্রতিদিন শুধু মৃত্যুর অপেক্ষায় রয়েছে তারা। এই ভয়াবহ বাস্তবতা আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের কাছে নতুন নয়। জাতিসংঘ, হিউম্যান রাইটস ওয়াচ, অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল সহ বহু সংস্থা ইতিমধ্যেই ইজরায়েলের কর্মকাণ্ডকে যুদ্ধাপরাধ বা মানবতাবিরোধী অপরাধ হিসেবে চিহ্নিত করেছে। কিন্তু এসব রিপোর্ট কোনো কার্যকর প্রতিক্রিয়া আনতে পারছে না, কারণ পেছনে রয়েছে শক্তিশালী রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সমীকরণ। ইজরায়েল-আমেরিকা সম্পর্ক এতটাই ঘনিষ্ঠ যে, মানবাধিকারের প্রশ্নেও মার্কিন প্রশাসন তাদের নীতিগত অবস্থান পাল্টাতে নারাজ। তারা বরং 'ইজরায়েলের নিরাপত্তা';এই শব্দবন্ধকে ঢাল হিসেবে ব্যবহার করে চলেছে। বিশ্বের অন্য প্রান্তে যখন কোনো সন্ত্রাসী হামলায় কিছু মানুষ প্রাণ হারায়, তখন গোটা পশ্চিমা বিশ্ব একযোগে নিন্দা জানায়, জরুরি বৈঠক হয়, কড়া পদক্ষেপ নেওয়া হয়। কিন্তু গাজায় হাজার হাজার প্রাণ হারালেও সেই তীব্রতা কোথাও দেখা যায় না। একে কি কেবল ইসলামবিদ্বেষ, না কি মধ্যপ্রাচ্যকে অস্থিতিশীল রাখার দীর্ঘমেয়াদি কৌশলের অংশ;এই প্রশ্নগুলো ক্রমশ প্রকট হয়ে উঠছে। ফিলিস্তিনিদের জীবন যেন আজ কেবল পরিসংখ্যান, রিপোর্ট কিংবা নীতিগত তর্কের বিষয় হয়ে পড়েছে, মানবতার কেন্দ্রবিন্দুতে তারা আর নেই। এই পরিস্থিতিতে অনেকেই প্রশ্ন করছেন, এই যুদ্ধের শেষ কোথায়? সত্যিই কি কোনো নিরাপত্তা বা সার্বভৌমত্বের নামে এভাবে মানুষ হত্যার যৌক্তিকতা খুঁজে পাওয়া যায়? যদি এই বর্বরতা চলতেই থাকে, তবে বিশ্ব আর কতোদিন চুপ থাকবে? ইতিহাস বারবার প্রমাণ করেছে, দীর্ঘকাল ধরে চলা অন্যায় অবশেষে বিদ্রোহের জন্ম দেয়। যদি ফিলিস্তিনি জনগণ বারবার নির্যাতিত হয়, যদি তাদের স্বাধীনতা, মৌলিক অধিকার, সম্মান সবকিছু কেড়ে নেওয়া হয়, তবে একদিন সেই ধৈর্যের সীমা পার হবে। তখন কেবল একটি অঞ্চল নয়, গোটা বিশ্ব অশান্তির মুখোমুখি হতে বাধ্য হবে। আন্তর্জাতিক আইন এবং মানবতা রক্ষার দায়িত্ব সবার আগে জাতিসংঘ এবং বিশ্বনেতাদের। কিন্তু আজ তারা নিষ্ক্রিয়, মৌন এবং ক্ষমতাহীন। তাদের প্রস্তাব কেবল কাগজে রয়ে যাচ্ছে, বাস্তবায়নে নেই কোনো আন্তরিকতা বা দৃঢ় পদক্ষেপ। এই নিষ্ক্রিয়তা কেবল ইজরায়েলকে নয়, বিশ্বের অন্য স্বৈরাচারী শক্তিকেও উৎসাহ দিচ্ছে যে, জোর যার মুলুক তার;এই নীতিই এখন প্রাধান্য পাবে। এই মুহূর্তে প্রয়োজন একটি নিরপেক্ষ, মানবিক এবং কার্যকর আন্তর্জাতিক হস্তক্ষেপ। যুদ্ধবিরতির দাবি, মানবিক করিডোর খোলা, শিশু ও অসুস্থদের সরিয়ে নেওয়া এবং অস্ত্রবিরতির কঠোর বাস্তবায়ন;এসব পদক্ষেপ ছাড়া পরিস্থিতি স্বাভাবিক হওয়ার সম্ভাবনা নেই। সেইসঙ্গে আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালতকে স্বাধীনভাবে তদন্ত করার সুযোগ দিতে হবে, যাতে যুদ্ধাপরাধের বিচার হয়। ইজরায়েল কিংবা হামাস, কারো পক্ষ নেওয়া নয়, বরং নিরপেক্ষভাবে দায় নির্ধারণই হোক ন্যায়বিচারের প্রথম ধাপ। ইজরায়েল আজ যে পথে এগোচ্ছে, তা কেবল ফিলিস্তিন নয়, বরং সমগ্র বিশ্বশান্তির জন্যই এক অশনিসংকেত। প্রতিদিনের হামলা, ধ্বংস আর মৃত্যুর মিছিলে আমরা কেবল একটি জাতির নয়, বরং মানবতার এক বড় অংশের পতন দেখছি। এই সময় নীরব থাকা মানে অন্যায়কে মেনে নেওয়া। তাই এখনই সময়, বিশ্বের বিবেক জাগ্রত হোক, এবং একসঙ্গে আওয়াজ উঠুক;এ অবিচার আর নয়। শান্তি ও ন্যায়ের পক্ষে দাঁড়ানো মানেই একদিকে যেমন ফিলিস্তিনের পাশে থাকা, তেমনি গোটা মানবতার পক্ষে এক জোরালো অবস্থান গ্রহণ করা। এই সংকটে নির্লিপ্ত থাকা আমাদের ভবিষ্যতের জন্য এক ভয়াবহ মূল্য হতে পারে।

বাংলাদেশিদের ভারতে ঢুকতে মদত দিচ্ছে তৃণমূল, আক্রমণ নিশীথের! পাল্টা দিলেন উদয়ন গুহ

দুরন্ত বার্তা, কোচবিহার, ১৫ জুনঃ সীমান্ত পারাপারের করিডোর হিসাবে কোচবিহার জেলাকে বেছে নিচ্ছে বাংলাদেশিরা। মদত দিচ্ছেন তৃণমূল

নেতাদের একাংশ। সাংবাদিক সম্মেলনে এমনটাই দাবি করলেন প্রাক্তন স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী নিশীথ প্রামাণিক। পাল্টা তুলোধনা করতে দেখা গেল উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন মন্ত্রী উদয়ন গুহকে। তাঁর দাবি, বিএসএফ বিজেপি নেতাদের সিকিউরিটি না দিয়ে সীমান্তে পাহারা দিলে অনুপ্রবেশ হত না, বিজেপি এখন এসব নিয়ে ভাঁওতাবাজি করছে। এ ভাষাতেই পাল্টা আক্রমণের ধার বাড়ালেন উদয়ন। শনিবার সাংবাদিক বৈঠক থেকেই অনুপ্রবেশ নিয়ে রাজ্যের শাসকদলের বিরুদ্ধে সুর চড়িয়েছিলেন নিশীথ বলেন, ''বাংলাদেশিরা সীমান্ত পারাপারের জন্য কোচবিহার জেলাকে বেছে নিচ্ছে, কারণ এখানকার তৃণমূল নেতারা তাদের সহযোগিতা করছে।কোনও কোনও তৃণমূল নেতা এর সঙ্গে যুক্ত। আমরা এটার সম্পূর্ণ তদন্ত করব!'' তাঁর এ মন্তব্যের পরই জোর চর্চা জেলার রাজনৈতিক মহলে। পাল্টা নিশীথকে একহাত নিয়ে বিএসএফের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন তুলে দেন তিনি। তাঁর পাল্টা দাবি, তৃণমূল নেতাদের সঙ্গে কারও যোগাযোগ নেই, যোগাযোগ থাকলে বিজেপি নেতাদের সঙ্গে থাকলেও থাকতে পারে। উদয়নের আরও দাবি, গীতালদহ সীমান্ত বাদ দিয়ে বাকি সমস্ত জায়গায় কাঁটাতার রয়েছে। সেই সমস্ত জায়গা দিয়ে যদি বিএসএফ সঠিকভাবে পাহারা দেয় তাহলে মাছি পর্যন্ত গলতে পারবে না। তাঁর আরও দাবি, অনুপ্রবেশ হয়ে থাকলে তাঁর দায় নিতে হবে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী ও তাঁর ডেপুটিদের। এরপরই সরাসরি নিশীথের বিরুদ্ধে আক্রমণের ধার বাড়িয়ে তিনি বলেন, ''নিশীথ প্রামাণিক-সহ একাধিক বিজেপি নেতার পিছনে যে সমস্ত বিএসএফ গার্ড দিচ্ছে তাদেরকে সরিয়ে সীমান্তে নিয়ে আসলে সীমান্তের অনুপ্রবেশ আরও ঠেকানো যেত। বিজেপি কোচবিহার জেলায় কোনও কাজ করেনি শুধু ভাঁওতাবাজি করছে। কাজ একটাই করেছে সেটা হল নিশীথ প্রামাণিকের হেয়ার স্টাইল চেঞ্জ।''

শ্রীমতি প্রতিমা মন্ডল, স্বামী শন কুমার মন্ডল সাং ১২/১/৩১ অমূল্য চরণ রায় লেন থানা ব্যাঁটরা, জেলা হাওড়া, বিগত ইং ২০.৬.২০০৭ তাং এ.ডি.এস.আর-অফিসে ৩৯৫ নং আমমোক্তার পত্র দলিল মূলে শিবু রায় ও কৃষ্ণপদ কর্মকার কে আমমোক্তার নিযুক্ত করেন, এনারা দুইজন ২১.৫.২০০৮ তাং হাওড়া, এ.ডি.এস.আর অফিসে ০৫০২০০২৭২৪ বিক্রয় কোবালা দলিল মূলে ১. শ্রী যতীন বাড়ৈ ২. হৃদয় বাড়ৈ ৩. রিপন বাড়ৈ মহোদয় গণকে বিক্রয় করেন। তাহারা নাম খারিজের জন্য বালি জগাছা বি.এল.আর.ও ভূমি রাজস্ব দপ্তর অফিসে আবেদন করেন। উক্ত দলিলের বিষয় বা খারিজের বিষয়ে কোন ব্যক্তির অভিযোগ থাকলে, বালি জগাছা বি.এল.আর.ও ভূমি রাজস্ব দপ্তরে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ৩০ দিনের মধ্যে যোগাযোগ করিবেন।
(২২৯ জি টি রোড বেলুড় বাজার, হাওড়া-৭১১২০২)
মৌজা চকপাড়া জেল নং ১১১,
এল আর দাগ ২৫৬৪, এল আর
খতিয়ান ৫২২৯

আমার মক্কেল লক্ষ্মীদেবী চৌরাশিয়া স্বামী- মহেশ চৌরাশিয়া গত ১৯.০২.২০২০ তারিখে হাওড়া এ্যাডি.ডি. সাব রেজিস্ট্রি অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত I-157 পাওয়ার অফ অ্যাটর্নী বা আমমোক্তার দলিলে শ্রী মহেশ চৌরাশিয়া পিতা- রাম নারায়ন চৌরাশিয়ার নিকট হইতে বালী মোজায় হল 18368 নম্বর দাগে হাল 15223 খতিয়ানে ১ কাটা ৩ ছটাক জমি বিক্রয় করিবার ক্ষমতা প্রাপ্ত হইয়াছেন। উক্ত বিষয়ে কারোর কোনপ্রকাশ আপত্তি থাকলে তিনি বালী জগাছা বি.এল. অ্যান্ড এল.আর.ও অফিসে ১ মাসের মধ্যে যোগাযোগ করিবে।

আমার মক্কেল সেখ আলমগীর পিতা- সেখ বদিয়ার রহমান, সাং- মানিকপুর (গড়মানিয়া), পোষ্ট- ডেল্টামিল, থানা- সাঁকরাইল, জেলা- হাওড়া পিন- ৭১১৩০৯। মিনারা বেগম মোল্লা, স্বামী- বদরদ্দিন আহম্মোদ মোল্লা, সাং+পোষ্ট থানা সাঁকরাইল, জেলা- হাওড়া এর নিযুক্ত আমমোক্তার বদরদ্দিন আহম্মোদ মোল্লা পিতা- মরহুম আব্দুল অদুত মোল্লা সাং, পোষ্ট ও থানা - সাঁকরাইল, জেলা- হাওড়া, এর নিকট থেকে এ.ডি.এস.আর. রানীহাটি অফিসে রেজিষ্ট্রিকৃত ০৫০৩০২৯৮৯/২০২০ আমমোক্তারনামা দলিল দ্বারা থানা- সাঁকরাইল, মৌজা- সাঁকরাইল জলা, জে.এল. ২১ এল.আর. খতিয়ান নং ৩৯৭৫ এল.আর. দাগ নং ১৮৩৬ এ অবস্থিত কমিবেশী ২.৪৭৭৩ শতক জমি ১৭০৭/২০২৫ নং দলিল মূলে এ.ডি.এস.আর. রানীহাটিতে ক্রয় করে নাম পত্তনের আবেদন করেন উক্ত বিষয়ে দাতা বা স্বার্থ সংশ্লিষ্ট কাহারো কোন আপত্তি থাকিলে, বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ৩০ দিনের মধ্যে সংশ্লিষ্ট বি.এল. অ্যান্ড এল.আর.ও. সাঁকরাইল এর নিকট আপিল করিতে পারেন। অন্যথায় আইনানুগ কার্য্য হইবে।
পারভেড নওয়াজ মোল্লা
অ্যাডভোকেট
হাওড়া জাজেস কোর্ট
এনরোলমেন্ট নং.-এফ-২০৭০/২১৩৮/২০১৭

My Client: Joyville Shapoorji Housing Pvt. Ltd.
Site Office at Howrah Salap, Howrah -711403.
This is to notify that Amalesh Chakrabarty,S/o Ajit Kumar Chakrabarty had wish to purchase a 2 BHK flat numbering B2-1303 on 13th floor having carpet area of 643 sq. ft. in project Joyville Shapoorji Housing Pvt. Ltd. situated at Howrah Salap, Howrah -711403 within the limits of Domjur P.S.and register the same under the heading of Agreement for Allotment of Apartment,registered on28.02.2023 being Deed no. I – 051301590/2023 which was registrar in the office of D.S.R.-II, at Howrah. The above mentioned deed has been misplaced/ lost from the custody of my client/ developer's office at Salap, P.S. Domjur, District- Howrah and accordingly GD Entry No. 812 dated 13.06.2025 was lodged at Police Station Domjur, Howrah. Hence, this notice is hereby given that no person/ s should do any legal transaction with this aforesaid Deed of Assignment and if doing the same it will be done at its own risk and responsibilities and it is not binding on my client / developer. Further, if anybody finds the said deed or any claim over the property please contact the undersigned within 15 days of publication or this notice to return and/or any claim etc. otherwise no claim shall be entertained.
Sukesh Samanta, Advocate
Add: 3, Kuchil Ghoshal Lane,
P.S. Bantra, Howrah- 711 101.
Mob. No.7003352180/9831555341

OFFICE OF THE CHARA PANCHLA GRAM PANCHAYAT
Vill: CharaPanchla, P.O.:Panchla, P.S. Panchla, Pin-711322

E-Tenders are invited by the Pradhan, Chara Panchla Gram Panchayat, Panchla, Howrah, for 07nos. of Schemes (Construction Drain and Water ATM), Fund: CFC vide Memo No.: **CPGP/164/XVFC/TIED/NIT/2025-26.** Last date of submission of Bid **up to 5:30 PM on 20.06.2025.** Date of opening of Bid on **02.06.2025 at 05.00 PM.** Detail information available in website https://wbtenders.gov.in and at this GP Office during the working hours.

Sd/- **Pradhan,**
CharaPanchla Gram Panchayat,
Panchla, Howrah.

OFFICE OF THE PRADHAN MANKIARY GRAM PANCHAYAT
VILL: Mankiary, PO.:Thakursima, Dist.: Purulia (W.B.)
UNDER ARSHA DEVELOPMENT BLOCK

TENDER NOTICE
NIT No.: MGP/NIT-01/2025-2026, Date: 16/06/2025

Sealed tender in prescribed tender form of Mankiary GP is hereby invited from the eligible, reliable and bonafied contractors for similar type of works. The schedule of the tender process is as follows. 1. Date and Time of Tender Form Issue: **16/06/2025 to 24/06/2025 upto 3:30pm.** 2. Date and Time of Dropping Tender Form: **16/06/2025 to 24/06/2025 upto 4pm.** 3. Date and time of opening of the tender: **25/06/2025 at 12 Noon.** The list of schemes & other details will be available in the office notice board of the undersigned.

Sd/- **Pradhan, Mankiary Gram Panchayat**

গুজরাট এনআরই কোক লিমিটেড - অবসানের পথে
নিলামের জনসাধারণের বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা নিম্নস্বাক্ষরকারী কর্তৃক জনসাধারণের উদ্দেশ্যে বিজ্ঞপ্তি প্রদান করা হচ্ছে যে, গুজরাট এনআরই কোক লিমিটেডের মালিকানাধীন - লিকুইডেশন ('জিএনসিএল')-এর সম্পত্তি এবং আইটেমগুলি নীচে উল্লেখিত শর্তাবলী অনুসারে 'ই-নিলামের মাধ্যমে' বিক্রি করা হচ্ছে। বিক্রয়টি কোনও ওয়ারেন্টি বা ক্ষতিপূরণ ছাড়াই।

১	নিলামের তারিখ এবং সময়	**সোমবার, ১৪ জুলাই, ২০২৫ সকাল ১১:০০ টা থেকে দুপুর ২:০০ টা পর্যন্ত** প্রতিটি নিলামের সময়সীমা ৫ মিনিট পর্যন্ত সীমাহীনভাবে বাড়ানো হবে অর্থাৎ নিলাম শেষ হওয়ার আগের ৫. মিনিটের মধ্যে যদি কোনও বিড করা হয় তবে ই-নিলামের শেষ সময় প্রতিবার ৫ মিনিট বাড়ানো হবে।
২	বিক্রয়ের জন্য সম্পদ/জিনিসপত্র	**ব্লক এঃ** লিকুইডেটরের দখলে থাকা ৪ একর খালি জমির উপর লিজহোল্ড অধিকার হস্তান্তর। (যেহেতু উক্ত জমির লিজের মেয়াদ ইতিমধ্যেই শেষ হয়ে গেছে, সফল দরদাতার কাছে যেকোনো হস্তান্তরের জন্য লিজদাতা এবং অন্যান্য প্রাসঙ্গিক কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে প্রয়োজনীয় সমস্ত অনুমোদন এবং সম্মতি গ্রহণ করতে হবে, যা সফল দরদাতার একমাত্র দায়িত্ব হবে।) জমির বিবরণঃ ধরওয়াদ জেলার মুমিগাটটি, হোবলি, গরগ, তালুক ধরওয়াদ গ্রামের সীমানার মধ্যে অবস্থিত বেলুড় শিল্প এলাকায় প্লট নং ২৯২(পি) থেকে ২৯৬ পর্যন্ত। **ব্লক বিঃ** তালিকাভুক্ত নয় এমন ইক্যুইটি শেয়ারে বিনিয়োগ (বিস্তারিত জানার জন্য, অনুগ্রহ করে www.gujaratnrecoke.com ওয়েবসাইটে প্রক্রিয়া স্মারকলিপি দেখুন)
৩	রিজার্ভ মূল্য	**ব্লক এঃ** ২,৮২,০০,০০০/- টাকা (দুই কোটি বিরাশি লক্ষ টাকা মাত্র) **ব্লক বিঃ** ৭৪,৬৭,৯৩২/- টাকা (চুয়াত্তর লক্ষ সাতষট্টি হাজার ন'শো বত্রিশ টাকা মাত্র)
৪	আর্নেস্ট টাকা জমা	**ব্লক এঃ** ২৮,০০,০০০/- টাকা 'আঠাশ লক্ষ টাকা মাত্র) **ব্লক বিঃ** ৭,০০,০০০/- টাকা (সাত লক্ষ টাকা মাত্র)
৫	নিলামে অংশগ্রহণ	সকল আগ্রহী ক্রেতাকে www.gujaratnrecoke.com ওয়েবসাইটে থাকা প্রাসঙ্গিক এবং প্রযোজ্য শর্তাবলী বা প্রক্রিয়া স্মারকলিপি (যেখানে প্রযোজ্য) মেনে চলতে হবে।
৬	যোগ্যতার নথি জমা দেওয়ার শেষ তারিখ	মঙ্গলবার, জুলাই ১, ২০২৫
৭	যোগ্য দরদাতার ঘোষণা	বৃহস্পতিবার, জুলাই ৩, ২০২৫
৮	ইএমডি জমার শেষ তারিখ	১১ জুলাই, ২০২৫, শুক্রবার সন্ধ্যা ৭:০০ টায় বা তার আগে

আগ্রহী সকল দরদাতাদের কেবলমাত্র ইমেলের মাধ্যমে নিম্নলিখিত দরদাতাদের সাথে যোগাযোগ করার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে। liquidator.gncl@gmail.com/ liquidator.gncl@decoderesolvency.com ঠিকানায় লিখিতভাবে।
এতদ্বারা জানানো হচ্ছে যেঃ
- সম্ভাব্য দরদাতাদের দেউলিয়া ও দেউলিয় কোডের ধারা ২৯এ-এর অধীনে যোগ্যতার ঘোষণা সহ প্রয়োজনীয় নথিপত্র ইলেকট্রনিক নিলাম প্ল্যাটফর্ম (www.ibbi.baanknet.com) এর মাধ্যমে জমা দিতে হবে।
- সম্ভাব্য দরদাতাদের ব্যাঙ্কনেট নিলাম প্ল্যাটফর্ম (www.ibbi.baanknet.com) এর মাধ্যমে আর্নেস্ট মানি ডিপোজিট (ইএমডি) জমা দিতে হবে।
- এবং যদি দরদাতা অযোগ্য বলে প্রমাণিত হন, তাহলে তাদের ইএমডি বাজেয়াপ্ত করা হবে।

সুমীত বিনানি, লিকুইডেটর
স্থানঃ কলকাতা sumit_binani@hotmail.com
তারিখঃ জুন, ১৬ ২০২৫ **আইবিবিআই রেজিস্ট্রেশন নম্বরঃ** IBBI/IPA-001/IP-N00005/2016-17/10025

IIFL FINANCE
CIN: L67100MH1995PLC093797
Regd. Office: IIFL House, Sun Infotech Park, Road No. 16V, Plot No.B-23, Thane Industrial Area, Wagle Estate, Thane - 400604
Tel: (91-22) 41035000 • Fax: (91-22) 25806654
E-mail: reach@iifl.com • Website: www.iifl.com

সোনার অলঙ্কারের ই-অকশন-এর পাবলিক নোটিশ

এতদ্বারা সকল সুনির্দিষ্টভাবে সংশ্লিষ্ট ঋণগ্রহীতাদের এবং সাধারণভাবে সকল জনসাধারণকে অবহিত করা হচ্ছে যে, আমরা, আইআইএফএল ফাইন্যান্স লিমিটেড (''আইআইএফএল'') সেইসব ডিফল্ট গ্রাহকদের সোনার অলঙ্কার নিলাম করছি যারা বারবার নোটিস ও রিমাইন্ডার পাঠানোর পরেও তাদের লোন রেগুলারাইজ করেননি বা বকেয়া অর্থ পরিশোধ করেননি। নিম্নোক্ত লোন অ্যাকাউন্টে বন্ধক রাখা সোনার অলঙ্কারগুলির সর্বজনীন নিলাম **শ্রীরাম অটোমল ইন্ডিয়া লিমিটেড** এর মাধ্যমে তাদের অনলাইন নিলাম প্ল্যাটফর্ম **https://gold.samil.in** এর মাধ্যমে **23.06.2025 তারিখে দুপুর 2:00 থেকে বিকাল 5:00 টার মধ্যে** এর মধ্যে পরিচালিত হবে। স্থান বা তারিখের পরিবর্তন (যদি থাকে) নিলাম কেন্দ্রে প্রদর্শিত হবে। যদি কোনো কারণবশত এখানে উল্লিখিত তারিখে ই-নিলাম অনুষ্ঠিত হতে না পারে বা যদি নিলাম একই দিনে সম্পূর্ণ হতে না পারে, তাহলে আইআইএফএল নিলাম প্ল্যাটফর্মে পরবর্তী যেকোনো তারিখে এবং / অথবা নিলাম কেন্দ্রে একই শর্তাবলী সহ উল্লিখিত নিলাম পরিচালনা করার বা নিলাম সম্পন্ন করার অধিকার সংরক্ষণ করে। নিলাম না হওয়া সোনার অলঙ্কারগুলি নিলাম প্ল্যাটফর্ম এবং / অথবা নিলাম কেন্দ্রে বিশদ বিবরণ প্রদর্শনের পর পরবর্তী কার্যদিবসে নিলাম করা হবে। যদি শাখা পর্যায়ে নিলাম করা না যায়, তাহলে নির্দিষ্ট জেলা কেন্দ্রে জেলা পর্যায়ে আর কোনো বিজ্ঞপ্তি ছাড়াই **10.07.2025** এ পুনরায় নিলাম করা হবে। যদি কোনো কারণবশত এখানে উল্লিখিত তারিখে ই-নিলাম অনুষ্ঠিত হতে না পারে বা যদি নিলাম একই দিনে সম্পূর্ণ হতে না পারে, তাহলে আইআইএফএল পরবর্তী যেকোনো তারিখে এবং / অথবা নিলাম কেন্দ্রে একই শর্তাবলী সহ উল্লিখিত নিলাম পরিচালনা করার বা নিলাম সম্পন্ন করার অধিকার সংরক্ষণ করে। গ্রাহক যদি জীবিত না থাকেন, সেক্ষেত্রে নিলাম সংক্রান্ত সমস্ত শর্ত মনোনীত / আইনগত উত্তরাধিকারীর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে।

জেলা কেন্দ্র: **কলকাতা-জেএম এভিনিউ জিএল - আইআইএফএল ফাইন্যান্স লিমিটেড, জেএম অ্যাভিনিউ, গ্রাউন্ড ফ্লোর, ৮বি, বেডন স্ট্রিট, এসবিআইয়ের বিপরীতে, কলকাতা-৭০০০০৬, পশ্চিমবঙ্গ**

শাখার নাম: কলকাতা-আকরা ফাটাক জিএল, তালুকা - কলকাতা
গোল্ড লোন অ্যাকাউন্ট নম্বর: GL33734188.
শাখার নাম: কলকাতা-বাঘাযতীন, তালুকা - কলকাতা
গোল্ড লোন অ্যাকাউন্ট নম্বর: GL34061881.
শাখার নাম: কলকাতা-বালিগঞ্জ ফাড়ি, তালুকা - কলকাতা
গোল্ড লোন অ্যাকাউন্ট নম্বর: GL26384490, GL31861014, GL31951469, GL33631595, GL33843572, GL33871550, GL33890772, GL34005685, GL37159068.
শাখার নাম: কলকাতা-বেহালা ডি.এইচ. রোড জিএল, তালুকা - কলকাতা
গোল্ড লোন অ্যাকাউন্ট নম্বর: GL26967390, GL29431609, GL31354799, GL33407462, GL33433139, GL34030334, GL34049402, GL34221738, GL34245423, GL34246136, GL34254271, GL34255794, GL34268835, GL34475228.
শাখার নাম: কলকাতা-বেহালা শকুন্তলা পার্ক জিএল, তালুকা - কলকাতা
গোল্ড লোন অ্যাকাউন্ট নম্বর: GL26654661.
শাখার নাম: কলকাতা-বেলেঘাটা জিএল, তালুকা - বেলেঘাটা
গোল্ড লোন অ্যাকাউন্ট নম্বর: GL22944230, GL25791922, GL28044838, GL32106869, GL33583625, GL33777233, GL33796514, GL34067142, GL34134430, GL34179937, GL34356865, GL35538227.
শাখার নাম: কলকাতা-বিধান সরণি, তালুকা - কলকাতা
গোল্ড লোন অ্যাকাউন্ট নম্বর: GL33491173, GL33515496, GL33580319, GL34285776, GL34297990, GL34880295, GL35445548.
শাখার নাম: কলকাতা-ঢাকুরিয়া, তালুকা - কলকাতা
গোল্ড লোন অ্যাকাউন্ট নম্বর: GL24443899, GL26415904, GL26563850, GL27435637, GL28626791, GL29133640, GL29836874, GL34130864, GL34139898, GL34149949, GL34162661, GL34186778, GL34259896.
শাখার নাম: কলকাতা-ডানলপ জিএল, তালুকা - কলকাতা
গোল্ড লোন অ্যাকাউন্ট নম্বর: GL26205983, GL26771524, GL29015445, GL31349048, GL31368218, GL31952231, GL33409871, GL33426839, GL33528432, GL33539812, GL33559941, GL33578869, GL33593113, GL34093023, GL34307388, GL35251962.
শাখার নাম: কলকাতা-গার্ডেনরিচ পাহাড়পুর রোড জিএল, তালুকা - কলকাতা
গোল্ড লোন অ্যাকাউন্ট নম্বর: GL18692353, GL26903911, GL26976701, GL33559846, GL33697744, GL33711272, GL34016109, GL34177927, GL34178794, GL35059423, GL35299441.
শাখার নাম: কলকাতা-গড়িয়া রাজা সুবোধ চন্দ্র মল্লিক রোড জিএল, তালুকা - কলকাতা
গোল্ড লোন অ্যাকাউন্ট নম্বর: GL25762368, GL25991736, GL26043023, GL27562069, GL27622259, GL30229089, GL32508898, GL32524309, GL33821343, GL34231433, GL34851819.
শাখার নাম: কলকাতা-গড়িয়াহাট মেইন রোড জিএল, তালুকা - কলকাতা
গোল্ড লোন অ্যাকাউন্ট নম্বর: GL25661115, GL33703194, GL33765589, GL34355557, GL34355642, GL34356584, GL34472315, GL35198884.
শাখার নাম: কলকাতা-হরিদেবপুর এমজি রোড জিএল, তালুকা - কলকাত
গোল্ড লোন অ্যাকাউন্ট নম্বর: GL24027531, GL26774497, GL32032578, GL33653882, GL33679143, GL33829404, GL33861702, GL34401898.
শাখার নাম: কলকাতা-হাজরা, তালুকা - কলকাতা
গোল্ড লোন অ্যাকাউন্ট নম্বর: GL32007846, GL33757155, GL33794084, GL33877173, GL33882959, GL33943137, GL34015883, GL34081667, GL34353756, GL35259285.
শাখার নাম: কলকাতা-জেএম এভিনিউ জিএল, তালুকা - কলকাতা
গোল্ড লোন অ্যাকাউন্ট নম্বর: GL28706436, GL34037138, GL34348656.
শাখার নাম: কলকাতা-কসবা মেইন রোড, তালুকা - কলকাতা
গোল্ড লোন অ্যাকাউন্ট নম্বর: GL27125897, GL31882481, GL31904025, GL33659050, GL34028251, GL34048531, GL34050612, GL34128762, GL34141213, GL34149979.
শাখার নাম: কলকাতা-কেষ্টপুর জিএল, তালুকা - উত্তর 24 পরগনা
গোল্ড লোন অ্যাকাউন্ট নম্বর: GL28834187.
শাখার নাম: কলকাতা-কলকাতা জি 8 এইচ, তালুকা - কলকাতা
গোল্ড লোন অ্যাকাউন্ট নম্বর: GL25484641, GL25806955, GL26019396, GL26095403, GL26382998, GL26447795, GL26491239, GL26666421, GL26702903, GL26814794, GL26820152, GL26925949, GL26989567, GL27030269, GL27168361, GL27820359, GL27825121, GL27825130, GL27825168, GL28418592, GL28963723, GL29243406, GL29367840, GL30204720, GL32028867, GL32034678, GL32357115, GL33047207, GL33168646, GL33659073, GL33842635, GL33850411, GL34052349, GL34177478, GL34236031, GL34248501, GL34274996, GL34403649, GL35563914.
শাখার নাম: কলকাতা-মানিকতলা রামমোহন রায় রোড জিএল, তালুকা - আমহার্স্ট স্ট্রিট
গোল্ড লোন অ্যাকাউন্ট নম্বর: GL25792981, GL26701447, GL26716310, GL27622948, GL28191257, GL28883922, GL32186228, GL33199408, GL33753718, GL33950888, GL34013166, GL34096957, GL34115197, GL34180006, GL34181995, GL34207479, GL34373730, GL34971542, GL35154354.
শাখার নাম:কলকাতা-নাগেরবাজার যশোর রোড জিএল, তালুকা-কলকাতা
গোল্ড লোন অ্যাকাউন্ট নম্বর: GL26385701, GL26496880, GL28228651, GL30736238, GL33732756, GL34148223, GL34227595, GL34335677.
শাখার নাম:কলকাতা-পাইকপাড়া, তালুকা - কলকাতা
গোল্ড লোন অ্যাকাউন্ট নম্বর: GL30176357, GL33804533, GL34395514.
শাখার নাম: কলকাতা-ফুলবাগান, তালুকা - কলকাতা
গোল্ড লোন অ্যাকাউন্ট নম্বর: GL21857621, GL25996880, GL26024562, GL27835278, GL27862156, GL28019752, GL29584632, GL33959633, GL34176884, GL34225235, GL34272692, GL34289358, GL34375743, GL34382405.
শাখার নাম: কলকাতা-প্রিন্স আনোয়ার শাহ রোড , তালুকা - কলকাতা
গোল্ড লোন অ্যাকাউন্ট নম্বর: GL34274696, GL34306862.
শাখার নাম: কলকাতা-সন্তোষপুর, তালুকা - কলকাতা
গোল্ড লোন অ্যাকাউন্ট নম্বর: GL20468570, GL25792801, GL26061514, GL26303433, GL26443132, GL26444981, GL26447262, GL26833139, GL27231895, GL27562206, GL27568635, GL27785162, GL28279979, GL28833029, GL29923389, GL33598726, GL33617596, GL33692962, GL33748803, GL33768957, GL33807058, GL33824844, GL34096072, GL34109143, GL34120311, GL34140426, GL34207120, GL34419610, GL34839619.
শাখার নাম: কলকাতা-শ্যামবাজার, তালুকা - কলকাতা
গোল্ড লোন অ্যাকাউন্ট নম্বর: GL19477450, GL25556383, GL31889925, GL34169927, GL34395306, GL34603368.
শাখার নাম: কলকাতা-ঠাকুরপুকুর বাজার জিএল, তালুকা - কলকাতা
গোল্ড লোন অ্যাকাউন্ট নম্বর: GL28343674, GL30246620, GL30734726, GL34331365, GL34354463, GL34400224.
শাখার নাম: কলকাতা-টালিগঞ্জ অশোক নগর জিএল, তালুকা - কলকাতা
গোল্ড লোন অ্যাকাউন্ট নম্বর: GL26499638, GL26685655, GL26989068, GL32912802, GL32922836, GL34002541, GL34022296, GL34077431, GL34175570, GL34187845, GL34229197, GL34232709, GL34409203.
শাখার নাম: কলকাতা-উল্টাডাঙা, তালুকা - কলকাতা
গোল্ড লোন অ্যাকাউন্ট নম্বর: GL33640364.

ই-অকশন ''যেখানে যেরকমভাবে আছে'', ''যেমতাবস্থায় আছে'' এবং ''যা আছে'' ভিত্তিতে পরিচালনা করা হবে এবং আইআইএফএল উল্লিখিত সোনার অলংকারের গুণমান, বিশুদ্ধতা, ক্যারেটেজ, ওজন বা ভ্যালুয়েশনের বিষয়ে কোনো প্রতিনিধিত্ব বা ওয়ারেন্টি দেয় না। ই-অকশন প্রক্রিয়া এবং এই ধরনের ই-অকশন অনুসারে বিক্রয় (যদি হয়ে থাকে) শর্তাবলীর সাপেক্ষে হবে যেমনটি আইআইএফএল তার নিজস্ব বিবেচনার ভিত্তিতে আরোপ করা উপযুক্ত বলে মনে করবে। আইআইএফএল, কোনও পূর্ব নোটিশ ছাড়াই তার সম্পূর্ণ নিজস্ব বিবেচনার ভিত্তিতে, নিলাম তালিকা থেকে যে কোনও অ্যাকাউন্ট এবং কোনও কাজকে স্থগিত করতে পারে বা অপসারণ করতে পারে এবং তাই কোনও কারণ না জানিয়ে তারা যে কোনও একটি বা সমস্ত বিড বা অফার প্রত্যাখ্যান করতে পারে। খেলাপি করা ঋণগ্রহীতার বিবরণ, বন্ধক রাখা অলঙ্কার এবং অন্যান্য বিবরণ সংশ্লিষ্ট শাখায় প্রদর্শিত হয়েছে। খেলাপি ঋণগ্রহীতার(দের) কাছে সাম্প্রতিকতম সুদ এবং সমস্ত প্রযোজ্য চার্জ সহ সম্পূর্ণ বকেয়া পরিশোধ করার এবং এই নোটিশ প্রকাশের পরেও তাদের ঋণ অ্যাকাউন্ট বন্ধ করার বা সেটি নিয়মিত করার বিকল্প রয়েছে নিলামের তারিখ পর্যন্ত, কিন্তু এগুলি করতে ব্যর্থ হলে প্রতিশ্রুত নির্ধারিত সোনার অলঙ্কারগুলি বিক্রি করে দেওয়া হবে এবং বাকি বকেয়া (যদি থাকে) সুদ ও খরচ সহ আদায় করা হবে। তবে, এই প্রকাশনার পরে ক্লোজ বা রেগুলারাইজ করা লোন গুলোকে তাদের উপযুক্ত পাবলিকেশন চার্জ বহন করতে হবে। অকশনের অতিরিক্ত অর্থ ফেরতের জন্য ঋণগ্রহীতাদের তাদের লেটেস্ট ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টের বিবরণ জমা / আপডেট করার অনুরোধ করা হচ্ছে, যদি থাকে।

বিস্তারিত তথ্য ও শর্তাবলীর জন্য আইআইএফএল ফাইন্যান্স লিমিটেডের সংশ্লিষ্ট শাখা অফিসে যোগাযোগ করুন।

তারিখ: 16.06.2025
স্থান: কলকাতা

Sd/
অনুমোদিত স্বাক্ষর
আইআইএফএল ফাইন্যান্স লিমিটেড

IIFL FINANCE
CIN: L67100MH1995PLC093797
Regd. Office: IIFL House, Sun Infotech Park, Road No. 16V, Plot No.B-23, Thane Industrial Area, Wagle Estate, Thane - 400604
Tel: (91-22) 41035000 • Fax: (91-22) 25806654
E-mail: reach@iifl.com • Website: www.iifl.com

সোনার অলঙ্কারের ই-অকশন-এর পাবলিক নোটিশ

এতদ্বারা সকল সুনির্দিষ্টভাবে সংশ্লিষ্ট ঋণগ্রহীতাদের এবং সাধারণভাবে সকল জনসাধারণকে অবহিত করা হচ্ছে যে, আমরা, আইআইএফএল ফাইন্যান্স লিমিটেড (''আইআইএফএল'') সেইসব ডিফল্ট গ্রাহকদের সোনার অলঙ্কার নিলাম করছি যারা বারবার নোটিস ও রিমাইন্ডার পাঠানোর পরেও তাদের লোন রেগুলারাইজ করেননি বা বকেয়া অর্থ পরিশোধ করেননি। নিম্নোক্ত লোন অ্যাকাউন্টে বন্ধক রাখা সোনার অলঙ্কারগুলির সর্বজনীন নিলাম **শ্রীরাম অটোমল ইন্ডিয়া লিমিটেড** এর মাধ্যমে তাদের অনলাইন নিলাম প্ল্যাটফর্ম **https://gold.samil.in** এর মাধ্যমে **23.06.2025 তারিখে দুপুর 2:00 থেকে বিকাল 5:00 টার মধ্যে** এর মধ্যে পরিচালিত হবে। স্থান বা তারিখের পরিবর্তন (যদি থাকে) নিলাম কেন্দ্রে প্রদর্শিত হবে। যদি কোনো কারণবশত এখানে উল্লিখিত তারিখে ই-নিলাম অনুষ্ঠিত হতে না পারে বা যদি নিলাম একই দিনে সম্পূর্ণ হতে না পারে, তাহলে আইআইএফএল নিলাম প্ল্যাটফর্মে পরবর্তী যেকোনো তারিখে এবং / অথবা নিলাম কেন্দ্রে একই শর্তাবলী সহ উল্লিখিত নিলাম পরিচালনা করার বা নিলাম সম্পন্ন করার অধিকার সংরক্ষণ করে। নিলাম না হওয়া সোনার অলঙ্কারগুলি নিলাম প্ল্যাটফর্ম এবং / অথবা নিলাম কেন্দ্রে বিশদ বিবরণ প্রদর্শনের পর পরবর্তী কার্যদিবসে নিলাম করা হবে। যদি শাখা পর্যায়ে নিলাম করা না যায়, তাহলে নির্দিষ্ট জেলা কেন্দ্রে জেলা পর্যায়ে আর কোনো বিজ্ঞপ্তি ছাড়াই **10.07.2025** এ পুনরায় নিলাম করা হবে। যদি কোনো কারণবশত এখানে উল্লিখিত তারিখে ই-নিলাম অনুষ্ঠিত হতে না পারে বা যদি নিলাম একই দিনে সম্পূর্ণ হতে না পারে, তাহলে আইআইএফএল পরবর্তী যেকোনো তারিখে এবং / অথবা নিলাম কেন্দ্রে একই শর্তাবলী সহ উল্লিখিত নিলাম পরিচালনা করার বা নিলাম সম্পন্ন করার অধিকার সংরক্ষণ করে। গ্রাহক যদি জীবিত না থাকেন, সেক্ষেত্রে নিলাম সংক্রান্ত সমস্ত শর্ত মনোনীত / আইনগত উত্তরাধিকারীর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে।

জেলা কেন্দ্র: **হাওড়া-সাঁকরাইল জিএল - ১ম তলা, মৃদয় হাউস, সেন্ট জন'স অ্যাম্বুলেন্সের বিপরীতে, গ্রাম ও পো-আগোরি, পিএস-সাঁকরাইল, জেলা- হাওড়া-৭১১৩০২৩**

শাখার নাম: হাওড়া-বরগাছিয়া সোহো জিএল, তালুকা - জগৎবল্লভপুর
গোল্ড লোন অ্যাকাউন্ট নম্বর: GL33763570, GL33944768.
শাখার নাম: হাওড়া-ডোমজুর জিএল, তালুকা - ডোমজুর
গোল্ড লোন অ্যাকাউন্ট নম্বর: GL30389763.
শাখার নাম: হাওড়া-লিলুয়া জিটি রোড জিএল, তালুকা - বালি জাগাছা
গোল্ড লোন অ্যাকাউন্ট নম্বর: GL22513423, GL23133391, GL23976255, GL26294559, GL29285592, GL29557098, GL29758047, GL30847590, GL32638412, GL33506403, GL33508561, GL33869808, GL33890642, GL34168795, GL34226291, GL34243641, GL34347305, GL34399897.
শাখার নাম: হাওড়া-ময়দান জিএল, তালুকা - বালি জাগাছা
গোল্ড লোন অ্যাকাউন্ট নম্বর: GL30583825, GL30870049, GL32461670, GL32472246, GL33953102, GL34355706.
শাখার নাম: হাওড়া-রামরাজতলা, তালুকা - বালি জাগাছা
গোল্ড লোন অ্যাকাউন্ট নম্বর: GL23805775, GL32966828, GL32983660, GL34143702, GL34176544, GL34250347, GL34269257.
শাখার নাম: হাওড়া-সালকিয়া গোলাবাড়ি জিএল, তালুকা - বালি জাগাছা
গোল্ড লোন অ্যাকাউন্ট নম্বর: GL32650230, GL32664654, GL32837872, GL32857805.
শাখার নাম: হাওড়া-সাঁকরাইল জিএল, তালুকা -উলুবেড়িয়া-।
গোল্ড লোন অ্যাকাউন্ট নম্বর: GL26324608, GL29602113, GL30692184, GL32204039, GL32228359, GL33549520, GL33566406, GL33715954, GL33739242, GL34179486, GL34337644.
শাখার নাম: হাওড়া-শিবপুর, তালুকা - বালি জাগাছা
গোল্ড লোন অ্যাকাউন্ট নম্বর: GL26023790, GL26023798, GL26088067, GL26582717, GL33338101, GL33353716, GL34197840, GL34217315, GL34238473, GL34410442.
শাখার নাম: হাওড়া-শ্যামপুর সোহো জিএল, তালুকা - শ্যামপুর-১
গোল্ড লোন অ্যাকাউন্ট নম্বর: GL25377229, GL32632132, GL32637169, GL33870514, GL33890791.
শাখার নাম: হাওড়া-উলুবেড়িয়া জিএল, তালুকা - উলুবেড়িয়া-।
গোল্ড লোন অ্যাকাউন্ট নম্বর: GL31052396, GL31073776, GL31884618, GL31904424, GL32796917, GL32800855, GL33545913, GL33567601, GL33571528, GL33591888, GL33752268, GL33772506, GL34249411, GL34269270, GL35456708.
শাখার নাম: কলকাতা-আন্দুল রোড, তালুকা - বালি জাগাছা
গোল্ড লোন অ্যাকাউন্ট নম্বর: GL32332039, GL32341867, GL33947333, GL33970527, GL34073800, GL34084575, GL34392078.

ই-অকশন ''যেখানে যেরকমভাবে আছে'', ''যেমতাবস্থায় আছে'' এবং ''যা আছে'' ভিত্তিতে পরিচালনা করা হবে এবং আইআইএফএল উল্লিখিত সোনার অলংকারের গুণমান, বিশুদ্ধতা, ক্যারেটেজ, ওজন বা ভ্যালুয়েশনের বিষয়ে কোনো প্রতিনিধিত্ব বা ওয়ারেন্টি দেয় না। ই-অকশন প্রক্রিয়া এবং এই ধরনের ই-অকশন অনুসারে বিক্রয় (যদি হয়ে থাকে) শর্তাবলীর সাপেক্ষে হবে যেমনটি আইআইএফএল তার নিজস্ব বিবেচনার ভিত্তিতে আরোপ করা উপযুক্ত বলে মনে করবে। আইআইএফএল, কোনও পূর্ব নোটিশ ছাড়াই তার সম্পূর্ণ নিজস্ব বিবেচনার ভিত্তিতে, নিলাম তালিকা থেকে যে কোনও অ্যাকাউন্ট এবং কোনও কাজকে স্থগিত করতে পারে বা অপসারণ করতে পারে এবং তাই কোনও কারণ না জানিয়ে তারা যে কোনও একটি বা সমস্ত বিড বা অফার প্রত্যাখ্যান করতে পারে। খেলাপি করা ঋণগ্রহীতার বিবরণ, বন্ধক রাখা অলঙ্কার এবং অন্যান্য বিবরণ সংশ্লিষ্ট শাখায় প্রদর্শিত হয়েছে। খেলাপি ঋণগ্রহীতার(দের) কাছে সাম্প্রতিকতম সুদ এবং সমস্ত প্রযোজ্য চার্জ সহ সম্পূর্ণ বকেয়া পরিশোধ করার এবং এই নোটিশ প্রকাশের পরেও তাদের ঋণ অ্যাকাউন্ট বন্ধ করার বা সেটি নিয়মিত করার বিকল্প রয়েছে নিলামের তারিখ পর্যন্ত, কিন্তু এগুলি করতে ব্যর্থ হলে প্রতিশ্রুত নির্ধারিত সোনার অলঙ্কারগুলি বিক্রি করে দেওয়া হবে এবং বাকি বকেয়া (যদি থাকে) সুদ ও খরচ সহ আদায় করা হবে। তবে, এই প্রকাশনার পরে ক্লোজ বা রেগুলারাইজ করা লোন গুলোকে তাদের উপযুক্ত পাবলিকেশন চার্জ বহন করতে হবে। অকশনের অতিরিক্ত অর্থ ফেরতের জন্য ঋণগ্রহীতাদের তাদের লেটেস্ট ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টের বিবরণ জমা / আপডেট করার অনুরোধ করা হচ্ছে, যদি থাকে।

বিস্তারিত তথ্য ও শর্তাবলীর জন্য আইআইএফএল ফাইন্যান্স লিমিটেডের সংশ্লিষ্ট শাখা অফিসে যোগাযোগ করুন।

তারিখ: 16.06.2025
স্থান: হাওড়া

Sd/
অনুমোদিত স্বাক্ষর
আইআইএফএল ফাইন্যান্স লিমিটেড

KOLKATA MUNICIPAL CORPORATION – e-TENDER

ABRIDGED NIT

The **Exe. Engr. (C)/Br.-VIII, KMC** invites e-Tender online percentage rate two bid system for following works:
(1) NIT No.: KMC/EE(C)/BR-VIII/088/017/2025-2026/R Name of the Work: **Development of asphaltum road surface by lowering at Rani Bhabani Road in K.M.C. Ward No.-88.** Estimated Cost (Including GST and CESS) : ₹ **2,83,940.48**. Earnest Money: ₹ **5,700.00.**
(2) NIT No.: KMC/EE(C)/BR-VIII/088/023/2025-2026/R Name of the Work: **Development of asphaltum road surface by lowering at Haji Mohsin Road in K.M.C. Ward No.-88.** Estimated Cost (Including GST and CESS) : ₹ **2,48,989.31**. Earnest Money: ₹ **5,000.00.** Period of Completion: **60 days** (For Sl. No. 1 & 2). Last date and time of submission of Bid: **26.06.2025 – 12 Noon** (For Sl. No. 1 & 2). Date & time of opening of Tender: **30.06.2025 – 12 Noon** (For Sl. No. 1 & 2). The bid forms and other details are available on and from **17.06.2025 (5 p.m.)** (For Sl. No. 1 & 2). The website **https://etender.wb.nic.in** (For Sl. No. 1 & 2).

The **Exe. Engr. (C)/Br.-XII, KMC** invites e-Tender online percentage rate two bid system for following works:
(1) NIT No.: KMC/EE(C)/Br-XII/106/021/25-26/UTTARAN Name of the Work: **Desilting of underground drainage system at slum area of Barough Ghar & adjacent areas in Ward No.-106.** Estimated Cost: ₹ **1,50,077.92**. Earnest Money: ₹ **3,100.00.** Period of Completion: **65 days**.
(2) NIT No.: KMC/EE(C)/Br-XII/107/30/25-26/UTTARAN Name of the Work: **Renovation of cement concrete road in Uttaran area near 1854 Naskarhat & different places etc. in Ward No.-107, Br.-XII.** Estimated Cost: ₹ **1,97,586.95**. Earnest Money: ₹ **4,000.00.** Period of Completion: **60 days**.
(3) NIT No.: KMC/EE(C)/Br-XII/102/14/25-26 Name of the Work: **Renovation of cement concrete road from Prem. No. 11 P. N. Dey Road to Chittaranjan Jubadal Club and 30 to 29A P. N. Dey Road in Ward No.-102, Br.-XII.** Estimated Cost: ₹ **4,98,320.84**. Earnest Money: ₹ **10,000.00.** Period of Completion: **60 days**.
(4) NIT No.: KMC/EE(C)/BR-XII/105/08/25-26 Name of the Work: **Renovation of bituminous road near Prem. No.-10, 41 etc. Sucheta Nagar in Ward No.-105, Br.-XII.** Estimated Cost: ₹ **3,41,663.38**. Earnest Money: ₹ **7,000.00.** Period of Completion: **90 days**.
(5) NIT No.: KMC/EE(C)/Br-XII/106/001/25-26 Name of the Work: **Improvement of road by providing kerb & channel, laying of hot mix near Prem. No.-298 Kalitala Link Road in Ward No.-106.** Estimated Cost: ₹ **4,96,741.69**. Earnest Money: ₹ **10,000.00.** Period of Completion: **40 days**.
(6) NIT No.: KMC/EE(C)/Br-XII/106/029/25-26 Name of the Work: **Development of road by providing kerb & channel along with hot mix near Prem. No.-894/1 Kalikapur Road in Ward No.-106.** Estimated Cost: ₹ **3,76,374.84**. Earnest Money: ₹ **7,600.00.** Period of Completion: **45 days**.
(7) NIT No.: KMC/EE(C)/Br-XII/107/10/25-26 Name of the Work: **Repairing & maintenance of road near 32 Panchannagram & different places in Ward No.-107, Br.-XII.** Estimated Cost: ₹ **1,96,985.84**. Earnest Money: ₹ **4,000.00.** Period of Completion: **60 days**.
(8) NIT No.: KMC/EE(C)/Br-XII/107/26/25-26 Name of the Work: **Renovation of drainage system including desilting near Samadrita Abasan and its surrounding area & different places in Ward No.-107, Br.-XII.** Estimated Cost: ₹ **2,52,159.30**. Earnest Money: ₹ **5,100.00.** Period of Completion: **60 days**.
(9) NIT No.: KMC/EE(C)/Br-XII/109/020/25-26 Name of the Work: **Emergent maintenance of road near Prem. No.-2100, F/19 etc. Nayabad Avenue & beside Mukunda Bhawan in Ward No.-109, Br.-XII, KMC.** Estimated Cost: ₹ **2,98,250.78**. Earnest Money: ₹ **6,000.00.** Period of Completion: **135 days**.
(10) NIT No.: KMC/EE(C)/Br-XII/109/025/25-26 Name of the Work: **Maintenance of road by laying of hot mix at Nayabad Satabdi Park area etc. in Ward No.-109, Br.-XII, KMC.** Estimated Cost: ₹ **2,99,410.11**. Earnest Money: ₹ **6,000.00.** Period of Completion: **210 days**. Last date and time of submission of Bid: **26.06.2025 – 12 Noon** (For Sl. No. 1 to 10). Date & time of opening of Bid: **28.06.2025 – 1 p.m.** (For Sl. No. 1 to 10). The bid forms and other details are available on and from **13.06.2025 (5 p.m.)** (For Sl. No. 1 to 10). The website **https://etender.wb.nic.in** (For Sl. No. 1 to 10).

The **Exe. Engr. (C)/Br.-XV, KMC** invites e-Tender online percentage rate two bid system for following works:
(1) NIT No.: KMC/XV/138/013/2025-2026/R/UTTARAN (1st Call) Name of the Work: **Renovation of drainage system with allied works at Y-85 and Y-100/C/3 Mader Saheb Math Lane etc. in Ward No.-138, Br.-XV under Uttaran area.** Estimated Cost (Including GST & CESS): ₹ **2,99,710.51**. Earnest Money: ₹ **6,000.00.** Period of Completion: **60 days**. Date and time of uploading of N.I.T. & other documents (online): **17.06.2025 – 12 Noon.** Documents download/sell start date and time (online): **17.06.2025 – 4 p.m.** Documents download/sell end date and time (online): **26.06.2025 – 4 p.m.** Bid submission start date & time (online): **17.06.2025 – 4 p.m.** Bid submission closing (online): **26.06.2025 – 4 p.m.** Bid opening date & time for Technical Proposals (Online): **28.06.2025 – 4 p.m.** The bid forms and other details are available from the website **https://etender.wb.nic.in**
(2) NIT No.: KMC/EE(C)/Br-XV/134/014/2025-2026/R Name of the Work: **Annual maintenance work for 9 UPHC, 1 Dispensary and 1 UHWC for FY-2025-2026 under Br.-XV. in Ward No.-109, Br.-XV.** Estimated Cost (Including GST and CESS) : ₹ **2,94,975.20**. Earnest Money: ₹ **6,000.00.** Period of Completion: **180 days**.
(3) NIT No.: KMC/EE(C)/Br-XV/140/024/2025-2026/R Name of the Work: **Maintenance works of passages (I.P/C.CON) in Khaldhari Lane and Bye Lane in Ward No.-140, Br.-XV.** Estimated Cost (Including GST and CESS) : ₹ **2,89,425.29**. Earnest Money: ₹ **5,800.00.** Period of Completion: **90 days**.
(4) NIT No.: KMC/EE(C)/Br-XV/141/029/2025-2026/R Name of the Work: **Repairing of drainage system at Bagdipara Road Bye Lane near Pre. Nos. Z-5/195/52, Z-5/193/26, Z-5/196/25 etc. in Ward No.-141, Br.-XV.** Estimated Cost (Including GST and CESS) : ₹ **2,78,032.34**. Earnest Money: ₹ **5,600.00.** Period of Completion: **180 days**.
(5) NIT No.: KMC/EE(C)/Br-XV/135/022/2025-2026/R Name of the Work: **Repairing of IPS pathway at Tikiapara Lane & Bye Lane N/H/No. P-103, P-104, P-106, P-114, P-191 etc. in Ward No.-135, Br.-XV.** Estimated Cost (Including GST and CESS) : ₹ **2,69,482.51**. Earnest Money: ₹ **5,400.00.** Period of Completion: **90 days**.
(6) NIT No.: KMC/EE(C)/Br-XV/138/019/2025-2026/R Name of the Work: **Repairing and maintenance of cement concrete passage with allied works at Maal Para, Mallick Para, Amin Para N/H/No.- Y-115, T-422, Y-12 etc. in Ward No.-138, Br.-XV.** Estimated Cost (Including GST and CESS) : ₹ **2,86,974.26**. Earnest Money: ₹ **5,800.00.** Period of Completion: **180 days**.
(7) NIT No.: KMC/EE(C)/Br-XV/139/014/2025-2026/D Name of the Work: **Restoration of concrete & I.P.S. passage disturbed by CESC near H/No. V-125, V-116, V-170 Karbala Road and surrounded area in Ward No.-139 under Br.-XV.** Estimated Cost (Including GST and CESS) : ₹ **2,47,184.58**. Earnest Money: ₹ **5,000.00.** Period of Completion: **45 days**. Last date and time of submission of Bid: **26.06.2025 – 11 a.m.** (For Sl. No. 2 to 7). Date & time of opening of Bid: **28.06.2025 – 11 a.m.** (For Sl. No. 2 to 7). The bid forms and other details are available on and from **17.06.2025 (5 p.m.)** (For Sl. No. 2 to 7). The website **https://etender.wb.nic.in** (For Sl. No. 2 to 7). **(438/25-26)**

চাষবাস

আলু-ধানের চেয়ে লাভজনক বাদাম চাষে লাভ করছেন চাষিরা

১৫ জুন ঃ এই রাজ্যে যে বাদাম চাষ হয় তা জানা ছিল না। তবে এই বাদাম চাষ মহারাষ্ট্রে যে বেশি পরিমাণে হয় তা জানা ছিল। কিন্তু বর্তমানে দেখা বাদাম চাষ করে বিকল্প আয়ের দিশা দেখাচ্ছেন বাঁকুড়ার পাত্রসায়ের ব্লকের জামকুড়ি সহ বেশ কিছু অঞ্চলের চাষিরা। আলু, বোরো ধান চাষে লাভ থাকলেও খরচ বেশি। তাই তা বন্ধ রেখে তারা বাদাম চাষ করেছেন।

এবার কালবৈশাখীর ঝড় দেখা যায়নি। তাই ফলনও ভাল হয়েছে। মুখে হাসি ফুটেছে গ্রামের চাষিদের। কৃষিদপ্তর ও স্থানীয় চাষিরা জানিয়েছেন, জানুয়ারি মাসের শেষ সপ্তাহে বাদাম বীজ ফেলা হয়। তিন সাতকের মধ্যে জমিতে ফেলা সেই বীজ থেকে চারা বের হয়। চারা একটু বড় হলে জমিতে জল দেওয়া হয়। এরপর কুড়নি দিয়ে চারার আশপাশের মাটি কুড়ে নরম করে দেওয়া হয়। বাদামের জমিতে মাত্র তিন থেকে চারবার জল দিতে হয়। এক বিঘা জমিতে ১৮-২০ কেজি বীজ লাগে। রাসায়নিক সার বিঘে প্রতি লাগে মাত্র ১০ কেজি। মাত্র চার মাসের মধ্যে বাদাম ফলে যায়। বিঘে প্রতি প্রায় চার কুইন্টাল বাদাম উৎপন্ন হয়। বর্তমানে যার বাজার মূল্য ৩৫ থেকে ৪০ হাজার টাকা। বরজপোতা গ্রামের এক চাষি বললেন, বোরো ধান চাষ করা অনেক খরচ সাপেক্ষ। প্রচুর জলের প্রয়োজন। সাব মার্সিবল থেকে জল তুলে জমিতে দেওয়ার খরচ অনেকটাই বেড়ে গিয়েছে। তার বদলে তাই আমরা জমিতে বাদাম চাষ শুরু করেছি। পাত্রসায়ের পঞ্চায়েত সমিতির কর্মাধ্যক্ষ সুব্রত দত্ত বলেন, জামকুড়ি অঞ্চলের বেশ কিছু মৌজায় এবার বিকল্প হিসাবে বাদাম চাষ হয়েছে। আগামী দিনে এই বাদাম চাষ পাত্রসায়ের ব্লক জুড়ে ছড়িয়ে পড়বে ও চাষিরা উৎসাহী হবেন বলে আমরা আশাবাদী। বিষ্ণুপুর মহকুমা কৃষি আধিকারিক সুব্রত কর্মকার বলেন, বাদামের দামও এখন ঊর্ধ্বমুখী। বিকল্প চাষ হিসাবে বাদাম চাষ আগামী দিনে জনপ্রিয় হয়ে উঠবে এটা বলা যেতেই পারে। তবে বোরো ধানের লাভ জনক তা তাদের বোঝাতে হবে। তা না হলে ধানে টান পরবে।

'মালদার আম বাজারে ঢুকতে আরও প্রায় এক-দেড় মাস দেরি

শুনলে অবাক হতে হয়, যে মালদা জেলার আমএখনও তেমন ভাবে বাজারে আসে নি। যে আমের বিশ্বজোড়া নাম, সেই বাজারেই বিত্িক করা হচেছ চেন্নাইয়ের আম। গোলাপখাস আর প্যাইকুম্যান। চেন্নাইয়ের এই দুই প্রজাতির আম আসছে মালদহে।আর বিক্রি করা হচ্ছে চড়া দামে। প্রতি কেজি আমের দাম ১০০ থেকে ১৪০ টাকা। আম আমই, মালদহের হোক কিংবা চেন্নাইয়ের। আসলে আমের রঙ দেখেই জিভে জল এসে যাচ্ছে। কেউ কার্পণ্য করছেন না। কিন্তু আমের জেলা মালদহে চেন্নাইয়ের আমের দাপট কেন প্রশ্ন সেখানেই। আসলে এখনও গাছেই রয়েছে মালদহের হিমসাগর, লক্ষ্মণভোগ। অপরিণত, অপরিপক্ক। কিছুদিন আগেই হলুদ মুকুলে ভরেছিল মালদহের আমবাগান। গাছে গাছে গুটি গুটি আম ধরেছে। পরিপক্ক হতে আরও অন্তত এক-দেড় মাস সময় লাগবে। আর এই ফাঁকেই আমের জেলা মালদহের বাজার দখল করে নিয়েছে দক্ষিণ ভারতের আম। তামিল আম। চেন্নাইয়ের গোলাপখাস আর প্যাইকুম্যান। এই দুই প্রজাতির আম ফি বছর মালদহের দিকে তাকিয়ে থাকে। মালদহের আমবাগানে যখন মুকুল থেকে গুটি গুটি আম গজায়, ঠিক তখনই চেন্নাইয়ের আম আমদানি হয়। এখানে তারাই বাজার দাপিয়ে বেড়াচ্ছে।

ইংরেজবাজার শহরের এক ফল বিক্রেতারা জানালেন, মালদহের 'মালদার আম বাজারে ঢুকতে আরও প্রায় এক-দেড় মাস দেরি আছে। তাঁরা তাই দক্ষিণ ভারতের আম এনে তাঁরা বিক্রি করছেন। মানুষেরা তা কিনছেনও। কিন্তু দুধের স্বাদ কি ঘোলে মেটে? চেন্নাইয়ের আম খেতে কেমন? ক্রেতাদের অনেকেই বলছেন, ভিনরাজ্যের আমের না আছে স্বাদ, না আছে

গন্ধ। মিষ্টির বদলে টক। তবু দুধের স্বাদ ঘোলেই মেটাচ্ছেন তাঁরা। মালদহের আমবাগানে গাছে গাছে এখন প্রচুর আম। তবে এখনও পরিপক্ক হয়নি। আমে আঁটি ধরেনি। গাছে আমের ওজন এখন ৫০ কি ১০০ গ্রাম মাত্র। বাগান থেকে আম পেড়ে বাজারে পৌঁছতে আরও সময় লাগবে।

তাই এই মুহূর্তে তামিলনাড়ুর আমেই ভরসা রাখছেন আমের জেলার আমজনতা। মালদহ শহরের এক ফল ব্যবসায়ীরা জানান, গোলাপখাস আমের স্বাদ ও গন্ধ বেশ ভালো। প্যাইকুম্যান প্রজাতির যে দ্বিতীয় আমটি এসেছে, তা অবশ্য ততটা ভালো নয়। গোলাপখাস এখন বিকোচ্ছে ১২০-১৪০ টাকা কেজি দরে। আর প্যাইকুম্যান ১০০ টাকার কম নয়। আপাতত বাজারও দখল করে নিয়েছে দক্ষিণের এই দুই আম। এখনও অপুষ্ট মালদহের আম। ইংলিশবাজার শহরের অন্য এক ফল ব্যবসায়ী জানালেন, ফি বছর এই সময়ে জেলার আম বাজারে আসে না। দক্ষিণের গোলাপখাস-সহ দু'-একটি প্রজাতির আমই বাজারে আসে। মানুষ তা কেনেন। মালদহ মার্চেন্ট চেম্বার অব কমার্সের সম্পাদক উত্তম বসাক বলেন, মালদহে আম বড় হতে এখনও এক-দেড় মাস লাগবে। গাছে গাছে এখন কুলের মতো আম। দক্ষিণ ভারতের চেন্নাই-সহ আন্যান্য রাজ্যে এখন আমের মরশুম। সেখানে আম পেকে যাচ্ছে। সেই আম লরিতে আসছে মালদহে। খুচরো ব্যবসায়ীরা তা কিনে খোলা বাজারে বিক্রি করছেন। সুস্বাদু ফল বলে মানুষ কিনছেন। মালদহ জেলা উদ্যানপালন দপ্তরের উপ-অধিকর্তা সামন্ত লায়েক জানিয়েছেন, জেলায় ৩১ হাজার ৬১০ হেক্টর জমিতে আম চাষ হয়েছে। এই বছর প্রায় সাড়ে তিন লক্ষ মেট্রিক টন আম উৎপাদন হতে পারে। ফজলি, ল্যাংড়া, গোপালভোগ, খিরসাপাতি, হিমসাগর, আম্রপালি, মল্লিকা, লক্ষ্মণভোগ-সহ অন্তত চল্লিশটি প্রজাতির আমের চাষ হচ্ছে এই জেলায়। এবার গরমে জেলার আম দ্রুত বৃদ্ধি পাচ্ছে ও পুষ্ট হয়ে উঠছে। অন্যান্য বছরের তুলনায় এই মরশুমে আগেই জেলার আম খেতে পাবেন বাঙালি। তখন আর ১০০ টাকা দরে চেন্নাইয়ের আম কিনতে হবে না।

ডিমের দাম ঊর্ধ্বমুখী, চাহিদা পূরণে হাঁস পালনের সিদ্ধান্ত রাজ্যের

ডিমের দাম আকাশ ছোঁয়া। পরিস্থিতি সামাল দিতে রাজ্য সরকার বিসে, পন্থা অবলম্বন করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে বলে জানতে পারা গিয়ে। বিবেচনা করে বাড়তি ডিমের চাহিদা পূরণে এবার আমজনতাকে হাঁস চাষে উৎসাহিত করছে রাজ্য। সেই কারণে স্বনির্ভর দলের মহিলাদের জন্য বিশেষ প্রশিক্ষণ শিবিরের ব্যবস্থা করতে চলেছে প্রশাসন। পাঁচ হাজার হাঁসের ছানা বিতরণ করার সিদ্ধান্তও নেওয়া হয়েছে।

সময়ের সঙ্গে সঙ্গে সবজি, মাছ-মাংসের মতোই বাড়ছে ডিমের দাম। খুচরো বাজারে প্রতিপিস ব্রয়লার মুরগির ডিমের দর ৮ টাকায় দাঁড়িয়েছে। রোডেয়েল মুরগির ডিম প্রতি পিস বিকোচ্ছে ১২ টাকায়। হাঁস ডিমের দর জোড়া ৩০ টাকা। এমন অবস্থায় হাঁস পালনের সংখ্যা বাড়েই ডিমের দাম আয়ত্তে আসতে পারে বলেই মনে করা হচ্ছে। স্থানীয় ও প্রশাসন সূত্রে জানতে পারা গিয়েছে, পূর্ব মেদিনীপুর তথা রাজ্যের একটা বিপুল সংখ্যক ডিমের চাহিদা পূরণ হয়ে থাকে ভিনরাজ্যের যোগানে। উল্টোদিকে আবার জেলায় হাঁস চাষের উপযুক্ত পরিবেশ থাকলেও তা ক্রমশ হারিয়ে যাচ্ছে। তাই বর্তমানে এই বিপুলসংখ্যক চাহিদার কথা মাথায় রেখে লেয়ার রোডাইল মুরগির পাশাপাশি উন্নত প্রজাতির হাঁস প্রতিপালনের উদ্যোগ নিচ্ছে সি এ ডি সি। পরীক্ষামূলকভাবে প্রাথমিক পর্যায়ে জেলার কৃষি খামার গুলোতে এই মুরগি ও হাঁসের প্রতিপালনের পরিকল্পনা করা হয়েছে। সিএডিসির আধিকারিকদের দাবি, এমনিতেই পূর্ব মেদিনীপুর অনেকটাই নিচু এলাকা হিসেবে পরিচিত। আবার ছোট বড় জলাশয় রয়েছে প্রচুর। যা কিনা রীতিমতো হাঁস চাষের উপযুক্ত। শুধু তাই নয়, হাঁস চাষের ক্ষেত্রে তেমন একটা খরচেরও নেই। সিএডিসির তমলুক প্রকল্পের আধিকারিক জানালেন, মূলত ভাতের পাশাপাশি গৃহস্থের বেঁচে যাওয়া উচ্ছিষ্ট খাওয়ার খেয়ে খুব সহজেই বেড়ে উঠতে পারে হাঁস। তাছাড়া নিচু জলাশয়ে থাকা গুগলি কিংবা বিভিন্ন প্রাণীজ খাবারের মাধ্যমে খুব সহজেই প্রোটিনের চাহিদা পূরণ করতে পারে তাদের শরীর। তাই বিকল্প হিসাবে এই ব্যবস্থাই নেওয়া হচ্ছে।

রাজ্যে বাড়ছে জৈব চাষ, শীর্ষে দুই জেলা দক্ষিণ ২৪ পরগনা ও ঝাড়গ্রাম

জৈব চাষে রাজ্যের মধ্যে শীর্ষে দক্ষিণ ২৪ পরগনা ও ঝাড়গ্রাম। দুই জেলাতেই চার হাজার হেক্টর করে করা হয়েছে গত তিনবছরে। দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে বীরভূম। রাঙামাটির এই জেলার ৩ হাজার হেক্টর জমিতে জৈব চাষ হয়েছে। তারপরেই রয়েছে বাঁকুড়া, পুরুলিয়া ও পশ্চিম মেদিনীপুর। দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি, কালিম্পং, আলিপুরদুয়ারেও জৈব চাষ বেড়েছে। উত্তরবঙ্গের এই তিন জেলায় এক হাজার করে মোট ৪ হাজার হেক্টর জমিতে জৈব চাষের তথ্য রয়েছে প্রশাসনের কাছে। সবমিলিয়ে গত তিন বছরে রাজ্যে মোট ২১ হাজার হেক্টর জমিতে জৈব চাষ হয়েছে। ব্যক্তিগত ও গোষ্ঠীর উদ্যোগে আরও জমিতে জৈব চাষ চলছে রাজ্যে। অনেকদিন ধরেই জৈব চাষে হাত পাকাচ্ছে পশ্চিমবঙ্গ। 'পরম্পরাগত কৃষি বিকাশ যোজনা'-র অধীনে সার্টিফায়েড জৈব চাষ বাড়ছে। রাজ্যের কৃষিমন্ত্রী শোভনদেব চট্টোপাধ্যায় নিজে রাসায়নিকমুক্ত চাষের সম্প্রসারণে আগ্রহী লে জানতে পার গিয়েছে। এই ব্যাপারে বিহারের কৃষিমন্ত্রীর সঙ্গে নবান্নে বৈঠকও করেছিলেন। বিহার জৈব চাষে অনেকটা এগিয়েছে। পড়শি সিকিমেও দীর্ঘদিন ধরে চাষ হচ্ছে। কিন্তু সচেতনতার অভাবে এ রাজ্যে আধিকারিকের এই নিয়ে কথা হচ্ছিল, তিনি জানালেন, রাজ্যে দুধরনের জৈব চাষ হচ্ছে। সার্টিফায়েড ও নন-সার্টিফায়েড।

সেভাবে কৃষকদের মধ্যে আগ্রহ তৈরি হচ্ছিল না। কিন্তু এখন পরিস্থিতি বদলাচ্ছে। সাধারণ মানুষ 'অর্গানিক ফুড'-এর গুরুত্ব বুঝতে পারছে। বাজারও তৈরি হয়েছে। তিরিশটিরও বেশি কৃষক গোষ্ঠী জৈব চাষে এগিয়ে এসেছে। চাল, ডাল, তৈলবীজ, সবই জৈব পদ্ধতিতে চাষ করছে। সবজি চাষেও জৈব পদ্ধতি অনুসরণ করা হচ্ছে। স্বাস্থ্য সচেতন মানুষ অর্গানিক খাবার খাচ্ছেন। একাধিক বিপণি খুলেছে কলকাতা ও পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে। রাজ্যের অবসরপ্রাপ্ত কৃষি সুন্দরবনের বিস্তীর্ণ অঞ্চলে স্বাভাবিক উপায়েই জৈব চাষ হয়। উত্তর-পূর্বাঞ্চলের রাজ্যগুলিতেও রাসায়নিক সার মুক্ত প্রাকৃতিক চাষ হচ্ছে। যা জৈব চাষেরই নামান্তর। জৈব চাষের বিরুদ্ধে একটি লবি বরাবর সক্রিয়। সবুজ বিপ্লব তারই ফসল। তাঁর পর্যবেক্ষণ, গোটা দেশে ৮২ হাজার দেশীয় প্রজাতির ধান রয়েছে। বাংলায় এই সংখ্যা সাড়ে পাঁচ হাজারের বেশি। বিশ্বে এখনও এমন কোনও হাইব্রিড ধান আবিষ্কার হয়নি, যা দেশীয় প্রজাতিকে টেক্কা দিতে পারে।

হামলায় ইরানের ৯ পরমাণু বিজ্ঞানীর মৃত্যুর দাবি ইজরায়েলের

১৫ ন ঃ ইরানের পারমাণু গবেষণা কেন্দ্র ও সামরিক ঘাঁটিতে মারণ হামলার পর এবার বিস্ফোরক দাবি ইজরায়েলের। শনিবার ইহুদি সেনার তরফে দাবি করা হল, এই হামলায় ইরানের ৯ জন পরমাণু বিজ্ঞানীকে হত্যা করেছে তারা। আইডিএফ-এর তরফে বিবৃতি জারি করে জানানো হয়েছে, ' রাইজিং লায়নের মাধ্যমে বায়ুসেনার হামলায় ৯ জন পরমাণু বিজ্ঞানী ও বিশেষজ্ঞের মৃত্যু হয়েছে। যারা ইরানের পারমাণবিক অস্ত্র তৈরি প্রকল্পের সঙ্গে যুক্ত।' শুধু তাই নয়, মৃত বিজ্ঞানীদের নামের তালিকাও প্রকাশ করা হয়েছে ইজরায়েলের তরফে। ইহুদি সেনার তরফে জানানো হয়েছে, 'এই হামলায় ৯ জন বিজ্ঞানীর মৃত্যু ইরানের পরমাণু অস্ত্র তৈরির প্রচেষ্টায় বিরাট বড় ধাক্কা।' আধিকারিকদের তরফে জানানো হয়েছে, পরমাণু গবেষণা কেন্দ্র ও সেনা ঘাঁটিতে হামলা চালানো হয়েছে বিমানে মাধ্যমে। যে ৯ জন পরমাণু বিজ্ঞানীর মৃত্যু হয়েছে তাঁরা হলেন ফেরেইদুন আব্বাসি, মহম্মদ মেহেদি তাহরানচি, আকবর মোতালেবি জাদেহ, সইদ বারজি, আমির হাসান ফাখাহি, আব্দুল আল হামিদ মিনউশেহর, মানসউর আসগারি, আহমেদ রেজা জোলফাগারি দারিয়ানি এবং আলি বাখোয়েই কাতিরিমি। ইজরায়েলের দাবি, পরমাণু ক্ষেত্রে দীর্ঘ অভিজ্ঞতা ছিল এই বিজ্ঞানীদের। এরা সকলেই ইরানের পরমাণু বিজ্ঞানের জনক মোহসেন ফাখরিজাহেদের উত্তরসূরি ছিলেন যাঁকে ২০২০ সালে হত্যা করে ইজরায়েল। এদিকে গত বৃহস্পতিবার রাতে ইজরায়েলের হামলার পর ইরানের রাষ্ট্রদূত রাষ্ট্রসংঘে জানান, ইজরায়েলের হামলায় ৭৮ জনের মৃত্যু হয়েছে।

আহত হয়েছেন আরও ৩২০ জন। ইরানের সামরিক ঘাঁটি এবং পারমাণবিক অস্ত্রভাণ্ডার লক্ষ্য করে আকাশপথে এই হামলা চালানো হয়। তার জেরে মৃত্যু হয়েছে ইরান সেনার চিফ অফ স্টাফ মহম্মদ বাঘেরি, রেভোলিউশনারি গার্ডসের কমান্ডার হোসেন সালামি, ইরানের এমার্জেন্সি কমান্ডের কমান্ডার এবং দুই শীর্ষ সেনা আধিকারিকের। প্রাণ হারিয়েছেন ইরানের প্রাক্তন জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা আলি শামখানিরও। এছাড়াও অন্তত ৬ জন বিজ্ঞানীর মৃত্যু হয়েছে বলে জানিয়েছে ইরান। অন্যদিকে, গতকাল রাতে ইজরায়েলে পাল্টা হামলা চালিয়েছে ইরান। ৬৫ মিনিটে ২০০টি ব্যালিস্টিক মিসাইল ছুড়েছে তেহরান। এমনটাই দাবি, সংবাদমাধ্যমের। ইরান এই অপারে শনের নাম রেখেছে ' ট্রু প্রমিস ৩'। তেহরানের দাবি, তাদের মূল লক্ষ্য ইজরায়েলের সেনাঘাঁটি গুলিই। এদিনের অপারেশনে এখনও পর্যন্ত ১ জনের মৃত্যুর কথা জানা গিয়েছে। আহত ৩৪।

বাল্য বিবাহ বেড়ে চলেছে জয়নগর এলাকায়

উজ্জ্বল বন্দ্যোপাধ্যায়, জয়নগর,১৫ জুন ঃ বাল্য বিবাহ বেড়ে চলেছে জয়নগরে। রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বাল্য বিবাহ বন্ধ করতে তপর হলেও শুধুমাএ সচেতনতার অভাবে বাল্য বিবাহ ক্রমশ বেড়ে চলেছে সু ন্দরবন জুড়ে।আর এই বাল্য বিবাহের জন্য জয়নগরের প্রান্তিক কিছু এলাকাকে সেফ জোন হিসেবে ব্যবহার করা হচ্ছে।আর তাতেই চিন্তা বা।াচ্ছে প্রশাসনের।বাল্য বিবাহের জন্য জয়নগরের প্রান্তিক কিছু এলাকাকে 'সেভ জোন' হিসেবে ব্যবহার করছে নাবালিকাদের পরিবার।কারন, এই সব জায়গার দূরত্ব থানা থেকে অনেক বেশি।এই সব জায়গায় আত্মীয় পরিচিতির বাড়িতে থেকে বিয়ের তোড়জোড় হলেও পুলিস আসার আগেই অন্যত্র চলে গিয়ে বসানো হচ্ছে বিয়ের আসর। আবার অনেক জায়গায় সময় মতো গিয়ে পুলিস ও ব্লক প্রশাসন বিয়ে বন্ধ ও করে দিয়েছে।এ ব্যাপারে জয়নগর ১ নম্বর ব্লকের বিডিও পূর্ণেন্দু স্যানাল ও জয়নগর ২ নম্বর ব্লকের বিডিও মনোজিত বসু বলেন,এই সব সেফ জোন এলাকায় আরও বেশি সচেতনতা প্রচার চালানো হচ্ছে আশা কর্মী ও অঙ্গনওয়াড়ি কর্মীদের মাধ্যমে।

কাশ্মীর পাকিস্তানের অংশ! ভুল মানচিত্র প্রকাশ করে ক্ষমা চাইল ইজরায়েল

১৫ জন ঃ কাশ্মীর ভারতের নয়, পাকিস্তানের অংশ জম্মু ও কাশ্মীর! শনিবার ইজরায়েলের পোস্ট করা এক মানচিত্রে এমনটাই দেখানো হল। যাকে ঘিরে বিতর্ক দানা বাঁধল। পরে অবশ্য এমন ভুলের জন্য ক্ষমা চেয়েছে তেল আভিভ। শুক্রবার ইজরায়েল হামলা চালিয়েছিল ইরানে। শনিবার তেল আভিভে প্রত্যাঘাত করে ইরান। ফের পাল্টা হামলা চালায় নেতানিয়াহুর দেশ। এই পরিস্থিতিতে ইজরায়েল ডিফেন্স ফোর্স এক্স হ্যান্ডলে একটি পোস্ট করে। সেখানে ইরানের ক্ষেপণাস্ত্রের পাল্লা বোঝাতে মানচিত্রও ব্যবহার করা হয়। ইজরায়েলি সেনা পোস্টে লিখেছে, 'ইরান বিশ্বের কাছেই একটা হুমকি। ইজরায়েলই তাদের শেষ লক্ষ্য নয়। এটা সবে শুরু। আমাদের তাই কোনও উপায়ই ছিল না আঘাত করা ছাড়া।' পোস্টের সঙ্গে ব্যবহৃত মানচিত্র দেখে আপত্তির ঝড় ওঠে। বহু ভারতীয়ই সেখানে কমেন্ট করে প্রতিবাদ জানান। একজন লেখেন, 'দয়া করে এটা সরান। ভারত আপনাদের পাশে সব সময়ই রয়েছে।' আরেকজনকে লিখতে দেখা যায়, 'আমাদের শত্রুও একই। দুই দেশ খুব ভালো বন্ধু। কাজেই ভারতের সঠিক মানচিত্র প্রকাশ করাই আপনাদের পক্ষে ঠিক কাজ হবে।' এরপর ইজরায়েলি সেনার তরফে জানানো হয়, 'ওই পোস্টটি অঞ্চলটির একটি চিত্র। এই মানচিত্রটি সীমানা সঠিকভাবে তুলে ধরতে ব্যর্থ হয়েছে। কোনও আঘাত দিয়ে থাকলে সেজন্য আমরা ক্ষমাপ্রার্থী।' তবে এখনও মোদি সরকার এই ভুল মানচিত্র নিয়ে কোনও প্রতিক্রিয়া জানায়নি। প্রসঙ্গত, ইরান এবং ইরাক নিজেদের আকাশসীমা পুরোপুরি বন্ধ করে দেওয়ায় গোটা মধ্যপ্রাচ্যে বিমান পরিষেবা কার্যত স্তব্ধ। একাধিক উড়ান সংস্থা নিজেদের বিমান পরিষেবা বন্ধ করে দিয়েছে। এই পরিস্থিতিতে শনিবার ফের পরস্পরের উপরে ইরান ও ইজরায়েলের হামলা চালানোর ঘটনায় মধ্যপ্রাচ্যে যুদ্ধের মেঘ আরও শ্বাসরোধী আকার নিয়েছে।

আমেরিকায় গুলিবিদ্ধ হয়ে মৃত্যু আইনসভার ১ সদস্যের

১৫ জুন ঃ ফের আমেরিকায় বন্দুকবাজের তাণ্ডব। খুন হলেন সে দেশের আইনসভার সদস্য মেলিসা হর্টম্যান এবং তাঁর স্বামী। সূত্রের খবর, পুলিশ সেজে বাড়িতে ঢুকে হামলা চালায় আততায়ী। ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় দু'জনের। অন্যদিকে, ঠিক একই কায়দায় হামলা চালানো হয়েছে আমেরিকার আরও এক আইনসভার সদস্য জন হফম্যানের উপর। তবে ভাগ্যক্রমে তিনি বেঁচে গিয়েছেন। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, শনিবার সকালে মিনেসোটার চ্যাম্পলিনে মেলিসার বাড়িতে পুলিশের ছদ্মবেশে আসেন এক যুবক। দরজা খুলতেই মেলিসা এবং তাঁর স্বামীকে লক্ষ্য করে এলোপাথাড়ি গুলি চালাতে শুরু করেন আততায়ী। ঘটনাস্থলেই দু'জনের মৃত্যু হয়। এরপরই সেখান থেকে চম্পট দেয় অভিযুক্ত। অন্যদিকে, ঠিক একই কায়দায় এদিন হামলা চালানো হয় মার্কিন সেনেটের সদস্য হফম্যানের উপর। তবে কোনও রকমে তিনি প্রাণে বেঁচে গিয়েছেন। বর্তমানে হফম্যান হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। কিন্তু কী কারণে এই হামলা চালানো হল, তা এখনও স্পষ্ট নয়। তবে প্রাথমিক তদন্তে গোয়েন্দাদের অনুমান, রাজনৈতিক শত্রুতার জেরেই খুন হয়েছেন মোলিসা। ঠিক একই কারণে হফম্যানের উপরও হামলা চালানো হয়। তবে সবদিক খতিয়ে দেখে ঘটনার তদন্ত করা হবে আশ্বাস দিয়েছে পুলিশ। আততায়ীর খোঁজে শুরু হয়েছে তল্লাশিও।

রশ্মিতা হোজাইয়ের রহস্যমৃত্যুর তদন্তের নির্দেশ উত্তরাখণ্ডের মুখ্যমন্ত্রী ধামীর

হাফলং (অসম), ১৫ জুন ঃ অসমের পাহাড়ি জেলা ডিমা হাসাওয়ের হাফলং থানার অন্তর্গত শনটিলা হোজাই গ্রামের বাসিন্দা রশ্মিতা হোজাইয়ের মৃতদেহ উত্তরাখণ্ডের ঋষিকেশস্থিত গঙ্গা নদীতে উদ্ধার হওয়ার ঘটনায় দেশ জুড়ে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করেছে। এই ঘটনা সমগ্র রাজ্যে গভীর ক্ষোভ এবং বিষাদের সৃষ্টি করেছে। এরই পরিপ্রেক্ষিতে অসমের মুখ্যমন্ত্রী ড. হিমন্তবিশ্ব শর্মা উত্তরাখণ্ডের মুখ্যমন্ত্রী পুষ্করসিং ধামীকে তপরতার সঙ্গে দুর্ভাগ্যজনিত ঘটনার তদন্তের জন্য আবেদন জানিয়েছিলেন। শুক্রবার প্রেরিত সরকারি পত্রে মুখ্যমন্ত্রী ড. শর্মা ঘটনাটিকে 'গম্ভীর এবং দুঃখজনক' আখ্যা দিয়ে লিখেছেন, রশ্মিতা হোজাই গত ৬ জুন (২০২৫) ঋষিকেশে সন্দেহজনক পরাস্থিতিতে সন্ধানহীন হয়েছিল। পরিবারের বক্তব্য, রশ্মিতা দিল্লিতে এক নিয়োগ পরীক্ষার জন্য গিয়েছিল। পরীক্ষার পর সে অন্য দুই ব্যক্তির সঙ্গে ঋষিকেশ গিয়েছিল। সে সময় থেকে রশ্মিতা সন্ধানহীন হয়ে পড়ে। যুবতীর মৃত্যু সন্দেহজনক হওয়ায় অপরাধমূলক ষড়যন্ত্রের সম্ভাবনাকে নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করা হয়েছে। ইতিমধ্যে রশ্মিতার মা অসমে একটি জিরো এজাহার দাখিল করেন। ওই এজাহার এখন উত্তরাখণ্ড পুলিশের সংশ্লিষ্ট থানায় স্থানান্তর করা হয়েছে। উত্তরাখণ্ডের মুখ্যমন্ত্রী পুষ্করসিং ধামীর উদ্দেশ্যে অসমের মুখ্যমন্ত্রী ড. হিমন্তবিশ্ব শর্মা তাঁর পত্রে লিখেছেন, ঘটনাটি গম্ভীর এবং শোকসন্তপ্ত পরিবারটির কাছে মানসিক দু ঃখ-দুর্দশার কারণ হয়ে পড়েছে। আমি আপনাকে অনুরোধ জানাচ্ছি যাতে রহস্যজনক মৃত্যু সম্পর্কে সব দিক তদন্ত সময়সীমার মধ্যে সম্পন্ন হয়। অসমের মুখ্যমন্ত্রী সঙ্গে উল্লেখ করেছেন, যদি কোনও দোষী ব্যক্তি বা ষড়যন্ত্রে জড়িত থাকার প্রমাণ পাওয়া যায়, তা-হলে তাদের আইনের অধীনে এনে কঠোরভাবে দণ্ডিত করার ব্যবস্থা করুন। উত্তরাখণ্ডের মুখ্যমন্ত্রী পুষ্করসিং ধামি রাজ্যের পুলিশ-প্রধানকে রশ্মিতা হোজাইয়ের মৃত্যুর পারিপার্শ্বিক পরিস্থিতি সম্পর্কে বিস্তৃত তদন্ত করার নির্দেশ দিয়েছেন। অসমের মুখ্যমন্ত্রী হিমন্তবিশ্ব শর্মার চিঠির পর পুষ্করসিম ধামি জোর দিয়ে.বলেন, উত্তরাখণ্ডের প্রশাসনিক কর্তৃপক্ষ পরিস্থিতির গুরুত্ব উপলব্ধি করছে। সোশ্যাল মিডিয়ায় উত্তরাখণ্ডের মুখ্যমন্ত্রী লিখেছেন, ' মুখ্যমন্ত্রী শ্রী হিমন্তবিশ্ব শর্মা জি, আমরা আপনার উদ্বেগের সাথে একমত। আমরা একটি সুষ্ঠু, স্বচ্ছ এবং সময়োপযোগী তদন্ত নিশ্চিত করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।'

সার্জেন দিবস উপলক্ষে বিদ্যানগরে স্বাস্থ্য শিবির

প্রসেনজিৎ দেবনাথ, ১৫ই জুনঃ রবিবার, সারাদেশে পালিত হচ্ছে , পূর্বস্থলীসূার্জেন দিবস। আর এই বিশেষ দিনটিকে স্মরণীয় .করে তুলতে পূর্বস্থলী ১ নম্বর ব্লকের শ্রীরামপুর পঞ্চায়েতের অন্তর্গত কালিতলা বাজার এলাকায় অনুষ্ঠিত হলো একটি সেবামূলক বিনামূল্যের স্বাস্থ্য শিবির।এই প্রথমবারের মতো আয়োজিত এই শিবিরে স্থানীয় মানুষজনের ভিড় ছিল চোখে পড়ার মতো। বহু মানুষ বিভিন্ন শারীরিক সমস্যার চিকিৎসা করাতে এসে উপকৃত হন। চিকিৎসকরা জানান, এই ধরনের স্বাস্থ্য শিবির শুধুমাত্র একটি দিনের পরিষেবা নয়- আগামী বছরগুলোতেও ১৫ই জুন, সার্জেন দিবস উপলক্ষে এই শিবিরকে ধারাবাহিকভাবে চালিয়ে নিয়ে যাওয়া. হবে।বিশিষ্ট সার্জেন ডা. মনোজি সরকার এদিন বলেন, গ্রামবাংলার বহু মানুষ রয়েছেন যারা পযসার অভাবে সঠিক সময়ে বড় শহরে গিয়ে উন্নত চিকিৎসা করাতে পারেন না। ফলে ছোট থেকে বড় রোগগুলো দিনকে দিন গুরুতর আকার ধারণ করে। বিশেষ করে বেস্ট ক্যান্সার, কোলন ক্যান্সার, গলব্লাডার স্টোন প্রভৃতি রোগের ক্ষেত্রে দেখা যায় সমস্যার প্রকৃতি বোঝার আগেই অনেক দেরি হয়ে যায়।এই সমস্ত দিক বিবেচনা করেই ডা. সরকার জানান, শুধুমাত্র বিনামূল্যে চিকিৎসা নয়, ভবিষ্যতে যতটা সম্ভব স্বল্পমূল্যে জরুরি সার্জিক্যাল অপারেশনের ব্যবস্থাও করা হবে। গ্রামের সাধারণ মানুষের কথা মাথায় রেখেই এই পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে বলে তিনি আশ্বস্ত করেন।এদিনের শিবিরে সাধারণ চিকিৎসার পাশাপাশি রোগ নির্ণয়, স্বাস্থ্য পরামর্শ এবং কয়েকটি বিশেষজ্ঞ পরামর্শ কেন্দ্রও ছিল। শিবিরে উপস্থিত ছিলেন এলাকার বিশিষ্ট মানুষজন এবং স্থানীয় পঞ্চায়েত প্রতিনিধিরাও।এই উদ্যোগকে ঘিরে এলাকার মানুষের মধ্যে ব্যাপক উৎসাহ লক্ষ্য করা গেছে। সকলে আশাবাদী, এই ধরনের স্বাস্থ্য সচেতনতা মূলক কার্যক্রম যদি নিয়মিত হয়, তবে গ্রামীণ জনজীবনে চিকিৎসা পরিষেবার মান অনেকটাই উন্নত হবে।

হাইলাকান্দির লালায় ছেলের হাতে খুন মা

হাইলাকান্দি (অসম), ১৫ জুন ঃ হাইলাকান্দি জেলার অন্তর্গত লালায় নিজের গর্ভজাত ছেলের হাতে খুন হয়েছেন মা। নিহত মহিলাকে ৫৫ বছর বয়সি মঞ্জুরানি নাথ বলে পরিচয় পাওয়া গেছে। ঘটনা আজ রবিবার সকালে লালা শহরে অবস্থিত পিকে রোডে সংগঠিত হয়েছে।

পাঠ্যপুথির উন্মোচন

১৫ জুন ঃ প্রাথমিক শিক্ষার জন্য ডিমাসা মাধ্যমের পাঠ্যপুথির আনুষ্ঠানিকভাবে উন্মোচন করা হয়েছে।

Name Change

I, Moniruddin Sk & Munuruddin Saikh (Old Name) S/O–Bahar Sk resident of Vill & Po-Alampur , PS- Ranitala , Dist-Murshidabad, West Bengal, Pin-742302 do hereby decrale that I have changed my name from Moniruddin Sk & Munuruddin Saikh to Maniruddin Sk and hencefort I shall be known as Maniruddin Sk (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Berhampore court on 13/06/2025 . My name Maniruddin Sk (new name) & (old name) Moniruddin Sk & Munuruddin Saikh both are same and one identical person.

Name Change

I, Khaleda Khatun (Old Name) W/O–Rabiul Sk resident of Vill- Bilbari , Po- Bhattabati , PS-Nabagram , Dist-Murshidabad, West Bengal, Pin-742149 do hereby decrale that I have changed my name from Khaleda Khatun to Khalida Khatun and hencefort I shall be known as Khalida Khatun (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Berhampore court on 13/06/2025 . My name Khalida Khatun & Khaleda Khatun both are same and one identical person.

Name Change

I, Md Rakesh Chowdhury S/o Selim Ali Chowdhury Residing at Kalikanan Road, P.o+P.s - Baruipur, District - South 24 Parganas, Pin - 700144 West Bengal India shall henceforth be known as Rakesh Chowdhury. I declare that Md Rakesh Chowdhury and Rakesh Chowdhury is same and one identical person by virtue of an affidavit sworn before the Notary Public, Kolkata on 13-06-2025.

Name Change

I, Md Salim Chowdhury S/o Late Golam Ali Chowdhury Residing at Kalikanan Road, P.o+P.s - Baruipur, District - South 24 Parganas, Pin - 700144 West Bengal India shall henceforth be known as Selim Chowdhury. I declare that Md Salim Chowdhury and Selim Chowdhury is same and one identical person by virtue of an affidavit sworn before the Notary Public, Kolkata on 13-06-2025.

Name Change

I, Satish Kumar Dass S/o Thangavelu Maluayamal Amma Das Residing at Purba Alampur, Maheshtala Rabindranagar, P.o - Garden Reach, P.s - Rabindranagar, District - Kolkata, Pin -700024 West Bengal India shall henceforth be known as Satish Kumar Das. I declare that Satish Kumar Dass and Satish Kumar Das is same and one identical person by virtue of an affidavit sworn before the Notary Public, Kolkata on 13-06-2025.

Name Change

I, Kanhayia Jha/Kanhay Jha (old name) son of Satyanarayan Jha, residing at Narayanpur Ghosh Para, Beraberi, PO- Rajarhat Gopalpur, North 24 Parganas, Kolkata – 700136, West Bengal, have changed my name and shall henceforth be known as Kanhaiya Jha (new name) as declared before the Notary Public at Kolkata dated 14/06/2025. Kanhayia Jha/Kanhay Jha (old name) and Kanhaiya Jha (new name) both are same and one identical person.

Name Change

I, Gopen De Sarkar son of Late Haripada Dey Sarkar, residing at 3/50, Chittaranjan Colony, PS- Jadavpur, Kolkata – 700032, West Bengal, have changed my name and shall henceforth be known as Gopen Dey Sarkar as declared before the Notary Public at Kolkata dated 14/06/2025. Gopen De Sarkar and Gopen Dey Sarkar both are same and one identical person.

Name Change

I, Noor Islam Khan son of Abbas Ali Khan, residing at Uttarchakmir Fakirpara, PO- Santoshpur(Maheshtala), South 24 Parganas, Kolkata -700142, West Bengal, have changed my name and shall henceforth be known as Nur Islam Khan as declared before the Notary Public at Kolkata dated 14/06/2025. Noor Islam Khan and Nur Islam Khan both are same and one identical person.

Name Change

I, Mohammad Parvez Haider Khan son of Razi Haider Khan, residing at 55, Madan Mohan Burman Street, PO- Barabazar, PS- Jorasankho, Kolkata – 700007, West Bengal, have changed my name and shall henceforth be known as Parvez Khan as declared before the Notary Public at Kolkata dated 14/06/2025. Mohammad Parvez Haider Khan and Parvez Khan both are same and one identical person.

Name Change

I,MOUSHUMI ROY wife of BIDYUT ROY ,residing at village Manickpur, P.O –Deltamill, P.S –Sankrail,District- Howrah, PIN- 711309,West Bengal.My Daughter's name is BEAUTY ROY as per Birth Certificate vide Registration No-557/09 date of Registration 30.11.2009 and now my daughter want to known as TRISHA ROY in all places and documents and there is no one legal person in our locality except my said daughter.That TRISHA ROY and BEAUTY ROY is the same and one identical person vide Affidavit LD.Executive Magistrate,1st Class at Howrah, date- 12/06/20205.

Name Change

I, MANOJ CHORARIA (Old Name) S/O PRATAP SINGH CHORARIA Residing at 671, Block-O, Flat No - 2A, New Alipur, P.O - New Alipore, P.S - New Alipore, District - Kolkata, Pin - 700053 West Bengal, have changed my name and shall henceforth be known as MANOJ KUMAR CHORARIA (New Name) as declared before the Notary public govt of India at Kolkata vide affidavit dated 13-06-2025. MANOJ CHORARIA (Old Name) and MANOJ KUMAR CHORARIA (New Name) both are same and identical person.

Name Change

I, AFROJA JASMIN (Old Name) W/O SYED SHAH HAMIDUL ISLAM Residing at VILL+P.O - Basubati, P.S - Singur , District - Hooghly, Pin - 712409 West Bengal, have changed my name and shall henceforth be known as AFROJA JESMINE (New Name) as declared before the Notary public govt of India at Kolkata vide affidavit dated 13-06-2025. AFROJA JASMIN (Old Name) and AFROJA JESMINE (New Name) both are same and identical person.

Name Change

I, MONDAL AUDRIO (Old Name) S/O LATE SAMUEL MONDAL Residing at 1/1 Dehi Serampur Road, Entally, District - Kolkata, Pin - 700014 West Bengal, have changed my name and shall henceforth be known as SHIBU MONDAL (New Name) as declared before the Notary public govt of India at Kolkata vide affidavit dated 13-06-2025. MONDAL AUDRIO (Old Name) and SHIBU MONDAL (New Name) both are same and identical person.

Name Change

I, KAVITA RANI (Old Name) W/O ANIL KUMAR Residing at Sherpur Balla, Bijnor, P.O - Nehtaur, Bijnor - 246733, Uttar Pradesh, India have changed my name and shall henceforth be known as KAVITA DEVI (New Name) as declared before the Notary public govt of India at Kolkata vide affidavit dated 13-06-2025. KAVITA RANI (Old Name) and KAVITA DEVI (New Name) both are same and identical person.

Name Change

I, KAMAL HASSAN (Old Name) S/O Late ASRAF ALI Residing at VILL-Mondalganthi, P.O - Bamangachi, P.S. - Duttapukur, District - North 24 Parganas, Pin - 743248, West Bengal, have changed my name and shall henceforth be known as KAMAL HASAN (New Name) as declared before the Ld. Judicial Magistrate 1st Class, at Barasat, vide affidavit no 1849 dated 17-05-2025. KAMAL HASSAN (Old Name) and KAMAL HASAN (New Name) both are same and identical person.

ময়নাগুড়িতে জোড়া এটিএম লুঠ

দুরন্ত বার্তা, ময়নাগুড়ি, ১৫ জুন ঃ ময়নাগুড়িতে জোড়া এটিএম লুঠ। জানা গেছে ময়নাগুড়ি থানার বৌল বাড়ি এলাকায় একই ঘরে রয়েছে দুইটি এটিএম।সেই দুটি এটি এম ভেঙে লুঠ করে গাড়ি নিয়ে শিলিগুড়ির দিকে পালায় দুষ্কৃতকারীরা। খবর পেয়ে পিছু ধাওয়া করে পুলিশ। গাড়ি ফেলে দুষ্কৃতকারীরা আশ্রয় নেয় বৈকন্ঠ পুর জঙ্গলে। গাড়ি উদ্ধার করে পুলিশ। গা।িতে রয়েছে নম্বর প্লেট ও প্রচুর হ্যাণ্ড গ্লাভস। এরপর বনদপ্তরের সহযোগিতায় ঘিরে ফেলা হয় জঙ্গল। শিলিগুড়ি পুলিশের সহযোগিতায় যৌথ ভাবে সার্চ অপারেশন চলছে। দুস্কর্তীরা ভিন রাজ্যের হতে পারে বলে অনুমান করা হচ্ছে।

চা বাগান থেকে খাঁচা বন্দী হলো চিতা বাঘ

১৫জুনঃ বন্য প্রাণীদের প্রজনন ঋতু শুরু হতেই গতিবিধি বৃদ্ধি ,চা বাগান থেকে খাঁচা বন্দী হলো চিতা বাঘ।১৬ জুন থেকে বন্ধ হয়েছে উত্তরবঙ্গের সব গুলো সংরক্ষিত বনে টুরিস্ট থেকে সর্ব সাধারণের প্রবেশ, কারন আগামী তিন মাস জঙ্গলে থাকা বন্য প্রাণ থেকে নানান কীটপতঙ্গ এদের প্রজনন ঋতু ।এরই সঙ্গে এই সময় গুলোতেই বর্ষার জলে জন্ম নেয়নানান দুর্লভ প্রজাতির অর্কিড।

একদিকে প্রজনন ঋতু অপরদিকে শিকারের অভাব এই দুয়ে মিলে ডুয়ার্সের চা বাগান সহ লোকালয়ে গতিবিধি বৃদ্ধি পেয়েছে চিতা বাঘের। শনিবার মালবাজার মহকুমার চালশা চা বাগানে বণ দফতরের পাতা খাঁচায় বন্দী হয় একটি পূর্ণবয়স্ক চিতা বাঘ।বন বিভাগ সূত্রে জানা গিয়েছে আটক চিতা বাঘটির শারীরিক অবস্থা পরীক্ষার পর গভীর জঙ্গলে ছেড়ে দেওয়া হবে।

ডেকোরেটর এসোসিয়েশনের কার্যালয় সাংবাদিক বৈঠক

দুরন্ত বার্তা, কোচবিহার, ১৫ জুন ঃ রবিবার দুপুর ১টা নাগাদ কোচবিহার দেশবন্ধু মার্কেট সংলগ্ন ডেকোরেটর এসোসিয়েশনের কার্যালয় সাংবাদিক বৈঠক করলেন দেশবন্ধু মার্কেট ডেকোরেটর অ্যাসোসিয়েশনের সদস্যরা। মূলত বিভিন্ন মহল গুলোতে নিজস্ব ডেকোরেটারদের জিনিস কিনে ব্যবসা করায় ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে ছোট ছোট ডেকোরেটাররা। এমনকি সামনে দুর্গাপুজো রয়েছে সেই সময় বড় বড় বাঁশ নিয়ে আসার সময় রাস্তায় যাতে তাদের হয়রানি শিকার হতে না হয় সেই সমস্ত বিষয়গুলো নিয়ে আগামী দিনে জেলাশাসকের দারস্থ হবে বলেও জানান ডেকোরেটর অ্যাসোসিয়েশনের সদস্যরা

পাইপ গান সমেত গ্রেপ্তার এক যুবক!

দুরন্ত বার্তা, মালদা, ১৫ জুন এবার মালদা থানা পুলিশের জালে পাইপ গান সমেত গ্রেপ্তার এক যুবক! শনিবার গভীর রাতে গোপন সূত্রে খবর পেযে.মালদা থানা পুলিশের বিশেষ অভিযানে এক যুবককে পাইপ গান ও এক রাউন্ড কার্তুজ সমেত গ্রেপ্তার করে। জানা গেছে ওই যুবকের নাম কেয়ামুদ্দিন শেখ(২২)বাড়ি মালদা থানা এলাকার বলাতুলি এলাকায়। পুলিশ সূত্রে আরও জানা গেছে গতকাল গভীর রাতে পুরাতন মালদার চাকিমোড় বাইপাস এর কাছে এই যুবক দাঁড়িয়েছিল। পুলিশ গোপন সূত্রে খবর পেয়ে সেই যুবককে দেখতে পেয়ে ধাওয়া করে এবং তাকে গ্রেফতা করা হয়।। তৎক্ষণা তল্লাশিতে তার কাছ থেকে এক রাউন্ড কার্তুজ সমেত একটি পাইপ গান উদ্ধার হয়। পুলিশ জানিয়েছেই যুবক অসামাজিক কার্যকলাপের জন্যই সেখানে সে দাঁড়িয়েছিল তবে পুলিশের তৎপরতাই তাকে গ্রেফতার করা হয়। তবে এই পাইপ গান তার কাছে কোথায়.থেকে এলো বা আর কেউ তার সঙ্গে জড়িত রয়েছে কিনা তা তদন্ত করে দেখছে মালদা থানার পুলিশ। ধৃতকে সাত দিনের পুলিশি হেফাজত চেয়ে রবিবার দুপুরে জেলা আদালতে পাঠানো হয়।নপাইপ গান সমেত গ্রেপ্তার এক যুবক!রন্ত বার্তা, মালদা, ১৫ জুন এবার মালদা থানা পুলিশের জালে পাইপ গান সমেত গ্রেপ্তার এক যুবক! শনিবার গভীর রাতে গোপন সূত্রে খবর পেয়ে. মালদা থানা পুলিশের বিশেষ অভিযানে এক যুবককে পাইপ গান ও এক রাউন্ড কার্তুজ সমেত গ্রেপ্তার করে।

আদিবাসী চা বাগান শ্রমিকদের কোটি কোটি টাকা লুট, অভিযোগের তীর মন্ত্রীর আত্মীয়ের বিরুদ্ধেই

দুরন্ত বার্তা, জলপাইগুড়ি, ১৫ জুন ঃ আদিবাসী চা বাগান শ্রমিকদের কোটি কোটি টাকা লুট,অভিযোগের তীর পশ্চিমবঙ্গের অনগ্রসর শ্রেনী কল্যাণ মন্ত্রীর দূরের আত্মীয়ের বিরুদ্ধেই, ক্ষোভে ফুঁসছে ডুয়ার্সে। অতীতে কমবেশি সমগ্র রাজ্যেবাসী চিট ফান্ডের কবলে পরে লুট হবার পর এবার আদিবাসী মহিলা চা শ্রমিকদের প্রায় দু কোটি টাকা তছরুপের অভিযোগ রাজ্যেরই অনগ্রসর শ্রেনী কল্যাণ মন্ত্রীর দুর সম্পর্কের আত্মীয়র বিরুদ্ধে, ক্ষোভে ফুঁসছে ডুযার্সের আদিবাসী সমাজ। মালবাজার মহকুমার একাধিক চা বাগানের মহিলা শ্রমিকদের নিয়ে তৈরি কর হয় গোষ্ঠী। সেই গোষ্ঠীর নাম করে বিভিন্ন মাইক্রো ফাইনান্স কোম্পানি থেকে ঋণ তুলে প্রতারণা করার অভিযোগ দুই ব্যক্তির বিরুদ্ধে।

নাগেশ্বরী চা বাগানের বাসিন্দা জয় চিক বড়াইক এবং নেওড়া চা বাগানের বাসিন্দা, প্রেম চাঁদ মাহালির বিরুদ্ধে। প্রতারিত মহিলাদের অভিযোগ জয়চিক বড়াইক সম্পর্কে রাজ্যের আদিবাসী উন্নয়ন মন্ত্রী মন্ত্রী বুলু চিক বড়াইক এর দুর সম্পর্কের আত্মীয়। মালবাজার মহাকুমার মেটেলি ব্লকের আইভিল, নাগেশ্বর, চুলসা সহ বিভিন্ন চা বাগানের শতাধিক মহিলাকে নিয়ে.২০০ থেকে ২৫০টি গোষ্ঠী তৈরি করে প্রায় দু কোটি লুট করেছে বলেই অভিযোগ।

প্রতারিত মহিলারা এই সমস্যার সমাধানের জন্য শাসক দল তৃণমূল কংগ্রেসের শ্রমিক নেতা জোসেফ মুন্ডা এবং মেটালির ব্লক সভাপতি স্নমিতা কালান্দির দ্বারস্থ হয়। চলতি মাসে চা বাগানের কয়েকশ মহিলা শ্রমিক কে সাথে নিয়ে. মালবাজার

শহরের বিভিন্ন মাইক্রো ফাইন্যান্স কোম্পানির অফিসে গিয়ে বিক্ষোভ প্রদর্শন করেন শ্রমিক নেতা জোসেফ মুন্ডা। অপরদিকে পশ্চিমবঙ্গ চা মজদুর সমিতির পক্ষ থেকে মালবাজার মহকুমা শাসকের দপ্তরে স্মারকলিপি প্রদান করা হয়। এই ঘটনা প্রসঙ্গে শ্রমিক নেতা কৃষ্টান খেরীয়া বলেন , আপনারা শুনলে অবাক হয়ে.যাবেন,এই আদিবাসী অধ্যুষিত ডুয়ার্সের বিভিন্ন চা বাগানে মাইক্রো ফাইন্যান্স কোম্পানির নামে কয়েক কোটি টাকার ঘোটালা হয়েছে, যার মূল শিকার হয়েছেন চা বাগানের আদিবাসী মহিলা শ্রমিকেরা। প্রতারিত মহিলারা এই সমস্যার সমাধানের জন্য শাসক দল তৃণমূল কংগ্রেসের শ্রমিক নেতা জোসেফ মুন্ডা এবং মেটালির ব্লক সভাপতি স্নমিতা কালান্দির দ্বারস্থ হয়। চলতি মাসে চা বাগানের কয়েকশ মহিলা শ্রমিক কে সাথে নিয়ে. মালবাজার শহরের বিভিন্ন মাইক্রো ফাইন্যান্স কোম্পানির অফিসে গিয়ে বিক্ষোভ প্রদর্শন করেনশাসক দল তৃণমুল কংগ্রেস চা বাগান শ্রমিক সংগঠনের নেতা জোসেফ মুন্ডা। রিজার্ভ ব্যাংকের নিয়ম কে অমান্য করেই একের পর এক এক ঋণ দিয়েই চলছে বিভিন্ন মাইক্রো ফাইন্যান্স কোম্পানিগুলো। ঋণ পরিশোধ করবার জন্য দিনে রাতে তাদের বাড়িতে হানা দিচ্ছেন মাইক্রো ফাইন্যান্স কোম্পানির এজেন্ট । অবিলম্বে এ বিষয়ে পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। নাগেশ্বরী চা বাগানের এক মহিলা শ্রমিক জানান জয় চিক বাড়াইক জয়লক্ষ্মী অ্যাগ্রো ফার্ম নামে একটি সংস্থা তৈরি করে চা বাগানের কয়েকশো মহিলাকে উপার্জনের পথ দেখানোর নাম করে প্রতারণা করা হয়েছে বলে অভিযোগ। এজন্য বিভিন্ন মাইক্রোফিন্যান্স কোম্পানি থেকে প্রতারকরা কয়েক কোটি টাকা ঋণ নেয়। শ্রমিক নেতা জোসেফ মুন্ডা বলেন চারজন করে গোষ্ঠী তৈরি করে, এক এক জনের নামে ৪০ থেকে ৫০ হাজার টাকা লোন তোলা হয়েছে বিভিন্ন মাইক্রো ফাইন্যান্স কোম্পানির থেকে । সাধারণ গরিব মূলত আদিবাসী চা বাগানের শ্রমিকেরা যদিও অন্যান্য রাও এই প্রতারনার শিকার হয়েছেন কখনোই পারবে না এই বিরাট অংকের লনের কিস্তি পরিশোধ করতে। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, ইতিমধ্যে প্রতারণা করার অভিযোগে মেটেলি থানার পুলিশ নেওড়া চা বাগানের প্রেমচাঁদ মাহালি এবং ইয়ংটং চা বাগানের বাসিন্দা সঞ্জয় মাহালিকে গ্রেপ্তার করেছে। । তবে ঘটনায় মূল অভিযুক্ত মন্ত্রীর দূর সম্পর্কের আত্মীয় নাগেশ্বরী চা বাগানের বাসিন্দা জয় চিক বড়াইক এখনও অধরা। এই বিষয়ে মন্ত্রী পুত্র তথা রাঙ্গামাটি গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান রোহিত চিক বড়াইক কে টেলিফোন করা হলে তিনি জানান অভিযুক্ত জয় চিক বড়াইকের সাথে আমাদের কোন পারিবারিক সম্পর্ক নেই। যদিও মেটেলি অঞ্চলের বিজেপি মহিলা মোর্চার নেত্রী তথা পঞ্চায়েত সদস্যা আনি চিক বরাইক এই প্রসঙ্গে জানান, বিষয়টি খুবই গম্ভীর ,চা বাগানে কাজ করা সরল সাদাসিধে আদিবাসী মহিলাদের অধিক লাভের প্রলোভন দেখিয়ে একটি সংস্থা খুলে এই কাজ করা হয়েছে দীর্ঘ সময় ধরে,এটাও কানে আসছে, রাজ্যের আদিবাসী উন্নয়ন মন্ত্রী বুল চিক বরাইকের দুর সম্পর্কের আত্মীয় এই জয় চিক বরাইক, আমরা ইতিমধ্যেই প্রতারিত আদিবাসী মহিলাদের সঙ্গে কথা বলেছি। পরবর্তীতে এমন ভয়ানক আর্থিক প্রতারণার বিরুদ্ধে জোরদার আন্দলের প্রস্তুতি নেওয়া শুরু হয়েছে।

উত্তরবঙ্গে তীব্র দাবদাহে ডাব ব্যবসায়ীদের মুখে হাসি

দুরন্ত বার্তা, শিলিুড়ি, ১৫ জুন ঃ উত্তরবঙ্গে ক্রমশ ঊর্ধ্বমুখী হচ্ছে তাপমাত্রার পারদ। কিছু কিছু এলাকায় তাপমাত্রা ৪০ ডিগ্রি সেলসিয়াস পর্যন্ত পৌঁছানোয় জনজীবন হাঁসফাঁস করছে। এই তীব্র গরমে শরীরকে সতেজ রাখতে এবং সাময়িক স্বস্তি পেতে অনেকেই ডাবের জল অথবা আখের রস বেছে নিচ্ছেন। প্রচণ্ড রোদে কষ্ট হলেও, এই পরিস্থিতি নারকেলের ডাব ব্যবসায়ীদের জন্য কিছুটা হলেও আর্থিক স্বস্তি নিয়ে এসেছে। একজন ডাব ব্যবসায়ী জানিয়েছেন, আগের তুলনায় ডাবের বিক্রি প্রায় দ্বিগুণ বেড়েছে। তিনি বলেন, প্রচণ্ড রোদে রাস্তায় দাঁড়িয়ে ডাব বিক্রি করতে সাময়িক কষ্ট হচ্ছে ঠিকই, কিন্তু এর ফলে আমাদের পরিবারে কিছুটা হলেও আর্থিক সচ্ছলতা আসছে।এই মুহূর্তে উত্তরবঙ্গের আবহাওয়া অফিস থেকে প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী, আগামী কয়েকদিন তাপমাত্রা আরও বাড়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

যোগ্য দের পাশে থাকবে যুব কংগ্রেস, ঘোষণা রাজ্যে নেতার

দুরন্ত বার্তা, জলপাইগুড়ি, ১৫ জুন ঃ শনিবার সাংগঠনিক কর্মসূচিতে অংশ নিতে জলপাইগুড়িতে আসেন প্রদেশ যুব কংগ্রেসের দায়িত্বপ্রাপ্ত সৌরভ প্রসাদ। সাংগঠনিক কর্মসূচির মাঝে উপস্থিত সংবাদ মাধ্যমের প্রতিনিধিদের সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে তিনি বলেন, আজ অনেক বেদনার সঙ্গে বলতে হচ্ছে যোগ্য শিক্ষক শিক্ষিকারা চাকরি হারিয়ে কি অমানবিক অবস্থার মধ্যে বিকাশ ভবনের সামনে অনশন করতে বাধ্য হচ্ছেন। অবাক লাগে যে আজ পশ্চিমবঙ্গ চোরদের বাসস্থানে পরিণত হয়েছে। এই জলপাইগুড়ি থেকেও অনেক যোগ্য শিক্ষক শিক্ষিকা কলকাতায় অনশন করছেন ,আমরা প্রদেশ যুব কংগ্রেসের পক্ষ থেকে ওনাদের সঙ্গে দেখা করেছি, আমরা সদাই এই আন্দোলকারীদের পাশে থাকবো।

কথায় রয়েছে চোরের দশ দিন গৃহস্থের একদিন

শিলিগুড়ি, ১৫ জুন ঃ বেশ কয়েকদিন থেকেই শিলিগুড়ির বিভিন্ন এলাকায় চুরির ঘটনা বেড়ে চলেছে। শিলিগুড়ি ৩১ নম্বর ওয়ার্ডের অন্তর্গত নৌকাঘাট এলাকায় এর আগেও বহুবার দোকানের টিন খুলে দোকানে ভেতর থেকে চুরির মত ঘটনা ঘটেছে। শনিবার সকালে শিলিগুড়ি নৌকাঘাট মোড় এলাকায়. একটি দোকানে চুরি করতে গেলে স্থানীয়দের হাতে ধরা পড়ে রাজ চৌধুরী নামে এক যুবক। স্থানীয়দের সামনে সে নিজেই স্বীকার করেন চার নাম্বার ওয়ার্ডের মহারাজ কলোনিতে থাকে চুরি যাওয়া সামগ্রী ঝংকার মোড়ের একটি কাবারিখানায় বিক্রি করে বলেও স্বীকার করে সেই যুবক। স্থানীয়রা পরবর্তীতে এনজিপি থানায় খবর দিলে এনজিপি থানা থেকে পুলিশ এসে চোরটিকে নিয়ে যায়।

ভাগ চাষের জমি নিয়ে বিবাদের জেরে এক ব্যক্তির মাথায় কোপানোর অভিযোগ

দুরন্ত বার্তা, বনগাঁ, ১৫ জুন ঃ বনগাঁ দক্ষিণের বিজেপি বিধায়ক স্বপন মজুমদারের বাড়িতে গিয়ে ভাগ চাষের জমি নিয়ে বিবাদের জেরে এক ব্যক্তির মাথায় কোপানোর অভিযোগ , গুরুতর আহত অবস্থায় বনগাঁ মহাকুমা হাসপাতালে ভর্তি রামপ্রসাদ সিকদার। উত্তর ২৪ পরগনার গোপালনগর থানা এলাকার পাল্লা এলাকার বাসিন্দা রামপ্রসাদ শিকদারের সঙ্গে পলাশ ঢালীর সঙ্গে জমি নিয়ে বিবাদ হয় । পলাশ ঢালীর জমি ভাগে চাষ করত রামপ্রসাদ শিকদার। ভাগ চাষের জমির টাকা নিয়ে বিবাদ হয় দুইজনের। অভিযোগ পরবর্তীতে রামপ্রসাদ শিকদার বনগাঁ দক্ষিণের বিজেপি বিধায়ক স্বপন মজুমদারের বাড়িতে যান। স্বপন মজুমদারের বাড়িতে গেলে পলাশ ঢালী দা নিয়ে রামপ্রসাদ শিকদারের উপরে আক্রমণ করে। তার মাথা কোপ মারার অভিযোগ। রামপ্রসাদ সিকদারকে প্রাথমিকভাবে পাল্লা গ্রামীণ হাসপাতাল ও পরবর্তীতে তার অবস্থার অবনতি হলে গুরুতর আহত অবস্থায় বনগাঁ মহকুমা হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে গোপালনগর থানার পুলিশ।

অসুস্থ হয়ে হাসপাতালে ভর্তি রায়গঞ্জের মহকুমা শাসক কিংশুক মাইতি

দুরন্ত বার্তা, রায়গঞ্জ ১৫ জুন ঃ প্রচণ্ড গরমে অসুস্থ হয়ে রায়গঞ্জ জেলা হাসপাতালে ভর্তি হলেন রায়গঞ্জের মহকুমা শাসক কিংশুক মাইতি। জানা গেছে সম্প্রতি অতিরিক্ত তাপমাত্রা এবং কাজের চাপে তাঁর শারীরিক অবস্থার অবনতি ঘটে। বর্তমানে তিনি হাসপাতালের আইসিইউ-তে চিকিৎসাধীন। হাসপাতাল সূত্রে খবর তাঁর অবস্থা বর্তমানে স্থিতিশীল থাকলেও বেশ কিছু মেডিকেল পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা হয়েছে যার ফলাফল এখনও পাওয়া যায়নি। প্রশাসনের এক পরিশ্রমী এবং জনপ্রিয় আধিকারিক হিসেবে কিংশুক মাইতি রায়গঞ্জ মহকুমায় অত্যন্ত শ্রদ্ধেয়। তাঁর অসুস্থতার খবরে সহানুভূতির ঢল নামে। তাঁকে দেখতে আজ হাসপাতালে পৌঁছান উত্তর দিনাজপুর জেলা পরিষদের সভাধিপতি পম্পা পাল তিনি বলেন জানতে পারলাম মহকুমা শাসক অসুস্থ হয়ে ভর্তি হয়েছে সম্ভবত এই তীব্র গরমেই তাঁর শারীরিক অসুস্থতা হয়েছে তিনি শীঘ্রই সুস্থ হয়ে উঠুন এই কামনা করি। অন্যদিকে গতকাল রাতে হাসপাতালে গিয়ে তাঁকে দেখে আসেন রায়গঞ্জ পৌরসভার পৌরপ্রশাসক সন্দীপ বিশ্বাস, মার্চেন্ট অফ কমার্স-এর সাধারণ সম্পাদক অতনু বন্ধু লাহিড়ী সহ অন্যান্য বিশিষ্ট নাগরিকরা। সকলেই তাঁর দ্রুত আরোগ্য কামনা করেন। এই খবরে রায়গঞ্জ শহরজুড়ে উদ্বেগ ছড়ালেও হাসপাতাল সূত্রে আশ্বাস পাওয়া গেছে যে কিংশুকবাবু ধীরে ধীরে সাড়া দিচ্ছেন। রায়গঞ্জবাসী প্রার্থনা করছেন প্রশাসনের এই নিষ্ঠাবান কর্তা খুব শীঘ্রই সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে আবার কর্মস্থলে ফিরে আসবেন।

বনদপ্তর এর অনুমতি ছাড়া প্রধান শিক্ষকের বিরুদ্ধে গাছ কাটা ও স্কুলে দেরিতে আসার অভিযোগ

দুরন্ত বার্তা, উত্তর ২৪ পরগনা, ১৫ জুন ঃ উত্তর ২৪ পরগনার গোপালনগর থানা এলাকার বৃদ্ধপাল্লা এএফ পি স্কুলের প্রধান শিক্ষক বিকাশ বিশ্বাসের বিরুদ্ধে স্থানীয় সাধারণ মানুষের অভিযোগ তিনি বনদপ্তরের অনুমতি ছাড়া স্কুলের জায়গায় থাকা একটি বেল গাছ কেটে দিয়েছেন । বেল গাছের পাশে থাকা বেদি ভেঙে দিয়েছেন । এই বেল গাছে এলাকার সাধারণ মানুষ পূজার্চনা করত । অভিভাবকদের সঙ্গে কথা না বলে তিনি এই কাজ করেছেন বলে অভিযোগ তুলেছেন স্থানীয়রা । তিনি দেরিতে স্কুলে আসেন বলেও অভিযোগ স্থানীয়দের । সাম্প্রতিক দেড়িতে স্কুলে আশায় সাধারণ মানুষ তাকে ঘিরে ধরে কৈফত চেয়েছেন । এবং বেআইনিভাবে স্কুলের গাছ কাটার অভিযোগ তুলে স্কুল পরিদর্শকের কাছে লিখিতভাবে অভিযোগ জানিয়েছেন স্থানীযরা । অভিযোগ পেয়ে স্কুল পরিদর্শক প্রধান শিক্ষককে শোকজ করেছেন । শোকজের উত্তর দিয়েছেন প্রধান শিক্ষক। এই বিষয়ে স্থানীয় বাসিন্দা বিনয়. বিশ্বাস জানিয়েছেন প্রধান শিক্ষক সঠিক টাইমে স্কুলে আসেন না। বেআইনিভাবে স্কুলের সামনে থাকা একটি বেল গাছ কেটে দিয়েছেন। বেল গাছের পাশে থাকা বেদি ভেঙে দিয়েছেন । আমরা এই

বিষয়ে স্কুল পরিদর্শকের কাছে লিখিতভাবে অভিযোগ জানিয়েছি । এলাকার মানুষ চাইছে এই প্রধান শিক্ষককে এখান থেকে অন্যত্র বদলি করে দেওয়া হোক। যদিও সাধারণ মানুষের অভিযোগ প্রসঙ্গে বৃদ্ধ পাল্লা প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক বিকাশ বিশ্বাস জানিয়েছেন । আমি বেলগাছটা কেটে দিয়েছি কারণ ছাত্র-ছাত্রীরা ঘোরাফেরা করতে গেলে বেল কাটায়.তাদের সমস্যা হয়। কিন্তু বনদপ্তরের অনুমতি তিনি নেননি সেটা জানিয়েছেন । স্কুলে দেরি আসা প্রসঙ্গে সাধারণ মানুষের অভিযোগ নিয়ে তিনি অস্বীকার করেছেন। এই বিষয়ে গোপালনগর সার্কেলের স্কুল পরিদর্শক জানিয়েছেন আমরা সাধারণ মানুষের তরফ থেকে এটি অভিযোগ পেয়েছিলাম। এই বিষয়ে প্রধান শিক্ষককে শোকজ করা হয়েছিল । তিনি শোকজের উত্তর দিয়েছেন কিন্তু আমরা এখনো কয়েকটি বিষয় নিয়ে সন্তুষ্ট হতে পারিনি। তার কাছ থেকে পুরোপুরি ব্যাখ্যা চাওয়া হচ্ছে । তারপরেই আমি ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে এই বিষয়ে রিপোর্ট দেব।

বাড়ির সীমানা নিয়ে ভাইয়ে ভাইয়ে বিবাদ, ধারালো অস্ত্রের কোপে একেই পরিবারের জখম পাঁচ

মালদা,১৫ জুন ঃ বাড়ির সীমানা নিয়ে ভাইয়ে ভাইয়ে বিবাদ। ধারালো অস্ত্রের কোপে একেই পরিবারের জখম পাঁচ। হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। ঘটনাটি ঘটেছে শুক্রবার দুপুরে হরিশ্চন্দ্রপুর ২ ব্লকের মশালদহ গ্রাম পঞ্চায়েতের সোনাকুল গ্রামে। জখম হয়েছে মেজো ভাই ইব্রাহিম আলি ও তার ছেলে মাজারুল হক,বউমা আঞ্জারা বিবি ও জোসনারা খাতুন সহ এক তরুণ রব্বানী আলি। মেজো ভাই ইব্রাহিম ও সেজো ভাই আব্দুল রহিমের মধ্যে বিবাদ। তাদের বাড়ি পাশাপাশি রয়েছে। ইব্রাহিম আগেই পাকা বাড়ি দিয়েছেন। রহিম পাকা বাড়ি দেওয়ার জন্য এদিন দড়ি টেনে মাপজোক করছিলেন। একে অপরের দিকে বাস্তুভিটা পাওয়াকে কেন্দ্র করে দুই পরিবারের মধ্যে বচসা শুরু হয়। এরপর হাতাহাতিতে জড়িয়ে পড়েন। অভিযোগ, রহিম ও তার পরিবারের লোকেরা ধারালো অস্ত্র দিয়ে ইব্রাহিমের পরিবারের উপর হামলা চালায়। অস্ত্রের আঘাতে পাঁচজন গুরুতর জখম হয়। তড়িঘড়ি রক্তাক্ত অবস্থায় তাদেরকে উদ্ধার করে হরিশ্চন্দ্রপুর গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে আসলে আশঙ্কাজনক অবস্থায় চিকিৎসক মাজারুল ও তার স্ত্রী আঞ্জারা বিবি ও তরুণ রব্বানী কে চাঁচল সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে স্থানান্তর করে দেন। ঘটনার পর থেকে অভিযুক্ত ভাই রহিম ও তার পরিবারের লোকেরা পলাতক রয়েছেন।

রাত ১,৫৭ মিনিটে হামসফর ট্রেন রানাঘাট স্টেশনে প্রবেশ করে, রানাঘাটবাসী জাতীয় পতাকা নিয়ে দাঁড়িয়ে জাতীয় সঙ্গীত গেয়েছিলেন

নদীয়া, ১৫ জুন ঃ আবেগঘন মুহূর্ত এবং রানাঘাট সেই মুহূর্তটির সাক্ষী ছিল যখন ঘড়িতে ১,৫৭ বাজল যখন হামসফর ট্রেন রানাঘাট স্টেশনে প্রবেশ করে। এই আবেগ, উৎসাহ এবং স্মৃতিগুলিকে বাঁচিয়ে রাখতে, অনেক রানাঘাটবাসী জাতীয় পতাকা নিয়ে দাঁড়িয়ে জাতীয় সঙ্গীত গেয়েছিলেন। চালক এবং তার সহকারী চালক তাদের মালা পরিয়ে মিষ্টি এবং ক্যাডবেরি দিয়ে স্বাগত জানান। তারা ট্রেন গার্ডকেও উপহার দেন। এই স্মৃতিকে বাঁচিয়ে রাখতে, যারা ট্রেনের টিকিট কিনেছিলেন তারা রানাঘাট স্টেশনে ট্রেনে উঠেছিলেন এবং অনেক যাত্রী রানাঘাট স্টেশনে নেমেছিলেন, কেউ জলপাইগুড়ি থেকে এবং কেউ মালদা থেকে। আবেগঘন মুহূর্তে সবাই খুশি ছিলেন। দেশ বিভাগের পর প্রথম উত্তরবঙ্গগামী জলপাইগুড়ি শিয়ালদহ এক্সপ্রেস ০৩১১৬ ডাউন হামসফর এক্সপ্রেস শনিবার দুপুর ২টার দিকে জলপাইগুড়ি রোড স্টেশন থেকে আনুষ্ঠানিকভাবে যাত্রা শুরু করে এবং ট্রেনটি চলতে শুরু করার সাথে

সাথেই রানাঘাটের মানুষ খুশি এবং উত্তেজিত হয়ে ওঠে, গভীর রাতে রানাঘাট স্টেশনে ট্রেনের আগমনের মুহূর্তটি তাদের চোখ বা মোবাইল ফোন দিয়ে ক্যামেরাবন্দি করার চেষ্টা করে। রেলওয়ে সূত্রে জানা গেছে, দেশ বিভাগের পরেও দার্জিলিং মেল বাংলাদেশে যেত এবং রানাঘাটে পৌঁছাত। কিন্তু প্রবল বন্যার কারণে সেই রুটে ট্রেন চলাচল বন্ধ হয়ে যায়। সম্প্রীতি মুর্শিদাবাদের নসিপুর নতুন রেল সেতুটি খুলে দেওয়া হয়েছে, এবং ১৪ জুলাই একটি বিকল্প রুট খোলা হয়েছে তবে এই সাপ্তাহিক ট্রেনটি ২০ জুন শিয়ালদহ থেকে এবং ২১ জুন জলপাইগুড়ি থেকে চলবে রানাঘাটকে একটি ঐতিহাসিক স্থান বলা যেতে পারে, নেতাজি সুভাষ চন্দ্র বসু, কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাস, বাঘা যতীনের মতো মানুষের পদচিহ্ন এই শহরে রেখে গেছে। এই রানাঘাট শহর কৃষি ও সংস্কৃতির মিশ্রণ। দীর্ঘ ৬৪ বছরের ব্যবধানের পর, রানাঘাটের সাথে উত্তরবঙ্গের সংযোগ একটি নতুন দিগন্তের উন্মোচন করবে তা বলা অপ্রয়োজনীয় হবে।

IIFL FINANCE

CIN: L67100MH1995PLC093797
Regd. Office: IIFL House, Sun Infotech Park, Road No. 16V, Plot No.B-23, Thane Industrial Area, Wagle Estate, Thane - 400604
Tel: (91-22) 41035000 • Fax: (91-22) 25806654
E-mail: reach@iifl.com • Website: www.iifl.com

সোনার অলঙ্কারের ই-অকশন-এর পাবলিক নোটিশ

এতদ্বারা সকল সুনির্দিষ্টভাবে সংশ্লিষ্ট ঋণগ্রহীতাদের এবং সাধারণভাবে সকল জনসাধারণকে অবহিত করা হচ্ছে যে, আমরা, আইআইএফএল ফাইন্যান্স লিমিটেড ("আইআইএফএল") সেইসব ডিফল্ট গ্রাহকদের সোনার অলঙ্কার নিলাম করছি যারা বারবার নোটিস ও রিমাইন্ডার পাঠানোর পরেও তাদের লোন রেগুলারাইজ করেননি বা বকেয়া অর্থ পরিশোধ করেননি। নিম্নোক্ত লোন অ্যাকাউন্টে বন্ধক রাখা সোনার অলঙ্কারগুলির সর্বজনীন নিলাম **শ্রীরাম অটোমল ইন্ডিয়া লিমিটেড** এর মাধ্যমে তাদের অনলাইন নিলাম প্ল্যাটফর্ম **https://gold.samil.in** এর মাধ্যমে **23.06.2025 তারিখে দুপুর 2:00 থেকে বিকাল 5:00 টার মধ্যে** এর মধ্যে পরিচালিত হবে। স্থান বা তারিখের পরিবর্তন (যদি থাকে) নিলাম কেন্দ্রে প্রদর্শিত হবে। যদি কোনো কারণবশত এখানে উল্লিখিত তারিখে ই-নিলাম অনুষ্ঠিত হতে না পারে বা যদি নিলাম একই দিনে সম্পূর্ণ হতে না পারে, তাহলে আইআইএফএল নিলাম প্ল্যাটফর্মে পরবর্তী যেকোনো তারিখে এবং / অথবা নিলাম কেন্দ্রে একই শর্তাবলী সহ উল্লিখিত নিলাম পরিচালনা করার বা নিলাম সম্পন্ন করার অধিকার সংরক্ষণ করে। নিলাম না হওয়া সোনার অলঙ্কারগুলি নিলাম প্ল্যাটফর্ম এবং / অথবা নিলাম কেন্দ্রে বিশদ বিবরণ প্রদর্শনের পর পরবর্তী কার্যদিবসে নিলাম করা হবে। যদি শাখা পর্যায়ে নিলাম করা না যায়, তাহলে নির্দিষ্ট জেলা কেন্দ্রে জেলা পর্যায়ে আর কোনো বিজ্ঞপ্তি ছাড়াই **10.07.2025** এ পুনরায় নিলাম করা হবে। যদি কোনো কারণবশত এখানে উল্লিখিত তারিখে ই-নিলাম অনুষ্ঠিত হতে না পারে বা যদি নিলাম একই দিনে সম্পূর্ণ হতে না পারে, তাহলে আইআইএফএল পরবর্তী যেকোনো তারিখে এবং / অথবা নিলাম কেন্দ্রে একই শর্তাবলী সহ উল্লিখিত নিলাম পরিচালনা করার বা নিলাম সম্পন্ন করার অধিকার সংরক্ষণ করে। গ্রাহক যদি জীবিত না থাকেন, সেক্ষেত্রে নিলাম সংক্রান্ত সমস্ত শর্ত মনোনীত / আইনগত উত্তরাধিকারীর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে।

জেলা কেন্দ্র: **বীরভূম-বোলপুর জিএল - ১ম তলা, বোলপুর শ্রীনিকেতন রোড, পো ও পিএস - বোলপুর, জেলা - বীরভূম, পিন - ৭৩১২০৪, সিপিআইএম পার্টি অফিসের পাশে, পশ্চিমবঙ্গ**

শাখার নাম: বীরভূম-বোলপুর জিএল, তালুকা - বোলপুর শ্রীনিকেতন
গোল্ড লোন অ্যাকাউন্ট নম্বর: GL22547904, GL34016088, GL34062572, GL34166229, GL34187276, GL34196857, GL34216322.
শাখার নাম: বীরভূম-মুরারাই বাস স্ট্যান্ড জিএল, তালুকা - মুরারাই-I
গোল্ড লোন অ্যাকাউন্ট নম্বর: GL26651150, GL26918470, GL29977185, GL30309830, GL34252669, GL34379582.
শাখার নাম: বীরভূম-নলহাটি জিএল, তালুকা - বীরভূম
গোল্ড লোন অ্যাকাউন্ট নম্বর: GL22388976, GL26437845, GL28473920, GL34237324, GL34369387, GL34398296.
শাখার নাম: বীরভূম-রামপুরহাট জিএল, তালুকা - রামপুরহাট-I
গোল্ড লোন অ্যাকাউন্ট নম্বর: GL29117437, GL31269419, GL32030173, GL32757593, GL32773961, GL33504758, GL33514288, GL33614213, GL33791458, GL34093174, GL34113007, GL34382251.
শাখার নাম: বীরভূম-সাঁইথিয়া জিএল, তালুকা - সাঁইথিয়া
গোল্ড লোন অ্যাকাউন্ট নম্বর: GL32275736, GL32286374, GL32335345, GL33485928, GL33512686, GL34372580, GL34397467, GL34536926.
শাখার নাম: বীরভূম-সিউড়ি, তালুকা - সিউড়ি-I
গোল্ড লোন অ্যাকাউন্ট নম্বর: GL31004269, GL33369072, GL33372092, GL34324639, GL34338526, GL34370811.

ই-অকশন "যেখানে যেরকমভাবে আছে", "যেমতাবস্থায় আছে" এবং "যা আছে" ভিত্তিতে পরিচালনা করা হবে এবং আইআইএফএল উল্লিখিত সোনার অলংকারের গুণমান, বিশুদ্ধতা, ক্যারেটেজ, ওজন বা ভ্যালুয়েশনের বিষয়ে কোনো প্রতিনিধিত্ব বা ওয়ারেন্টি দেয় না। ই-অকশন প্রক্রিয়া এবং এই ধরনের ই-অকশন অনুসারে বিক্রয় (যদি হয়ে থাকে) শর্তাবলীর সাপেক্ষে হবে যেমনটি আইআইএফএল তার নিজস্ব বিবেচনার ভিত্তিতে আরোপ করা উপযুক্ত বলে মনে করবে। আইআইএফএল, কোনও পূর্ব নোটিশ ছাড়াই তার সম্পূর্ণ নিজস্ব বিবেচনার ভিত্তিতে, নিলাম তালিকা থেকে যে কোনও অ্যাকাউন্ট এবং কোনও কাজকে স্থগিত করতে পারে বা অপসারণ করতে পারে এবং তাই কোনও কারণ না জানিয়ে তারা যে কোনও একটি বা সমস্ত বিড বা অফার প্রত্যাখ্যান করতে পারে। খেলাপি করা ঋণগ্রহীতার বিবরণ, বন্ধক রাখা অলঙ্কার এবং অন্যান্য বিবরণ সংশ্লিষ্ট শাখায় প্রদর্শিত হয়েছে। খেলাপি ঋণগ্রহীতার(দের) কাছে সাম্প্রতিকতম সুদ এবং সমস্ত প্রযোজ্য চার্জ সহ সম্পূর্ণ বকেয়া পরিশোধ করার এবং এই নোটিশ প্রকাশের পরেও তাদের ঋণ অ্যাকাউন্ট বন্ধ করার বা সেটি নিয়মিত করার বিকল্প রয়েছে নিলামের তারিখ পর্যন্ত, কিন্তু এগুলি করতে ব্যর্থ হলে প্রতিশ্রুত নির্ধারিত সোনার অলঙ্কারগুলি বিক্রি করে দেওয়া হবে এবং বাকি বকেয়া (যদি থাকে) সুদ ও খরচ সহ আদায় করা হবে। তবে, এই প্রকাশনার পরে ক্লোজ বা রেগুলারাইজ করা লোন গুলোকে তাদের উপযুক্ত পাবলিকেশন চার্জ বহন করতে হবে। অকশনের অতিরিক্ত অর্থ ফেরতের জন্য ঋণগ্রহীতাদের তাদের লেটেস্ট ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টের বিবরণ জমা / আপডেট করার অনুরোধ করা হচ্ছে, যদি থাকে।

বিস্তারিত তথ্য ও শর্তাবলীর জন্য আইআইএফএল ফাইন্যান্স লিমিটেডের সংশ্লিষ্ট শাখা অফিসে যোগাযোগ করুন।

তারিখ: 16.06.2025
স্থান: বীরভূম

Sd/
অনুমোদিত স্বাক্ষর
আইআইএফএল ফাইন্যান্স লিমিটেড

IIFL FINANCE

CIN: L67100MH1995PLC093797
Regd. Office: IIFL House, Sun Infotech Park, Road No. 16V, Plot No.B-23, Thane Industrial Area, Wagle Estate, Thane - 400604
Tel: (91-22) 41035000 • Fax: (91-22) 25806654
E-mail: reach@iifl.com • Website: www.iifl.com

সোনার অলঙ্কারের ই-অকশন-এর পাবলিক নোটিশ

এতদ্বারা সকল সুনির্দিষ্টভাবে সংশ্লিষ্ট ঋণগ্রহীতাদের এবং সাধারণভাবে সকল জনসাধারণকে অবহিত করা হচ্ছে যে, আমরা, আইআইএফএল ফাইন্যান্স লিমিটেড ("আইআইএফএল") সেইসব ডিফল্ট গ্রাহকদের সোনার অলঙ্কার নিলাম করছি যারা বারবার নোটিস ও রিমাইন্ডার পাঠানোর পরেও তাদের লোন রেগুলারাইজ করেননি বা বকেয়া অর্থ পরিশোধ করেননি। নিম্নোক্ত লোন অ্যাকাউন্টে বন্ধক রাখা সোনার অলঙ্কারগুলির সর্বজনীন নিলাম **শ্রীরাম অটোমল ইন্ডিয়া লিমিটেড** এর মাধ্যমে তাদের অনলাইন নিলাম প্ল্যাটফর্ম **https://gold.samil.in** এর মাধ্যমে **23.06.2025 তারিখে দুপুর 2:00 থেকে বিকাল 5:00 টার মধ্যে** এর মধ্যে পরিচালিত হবে। স্থান বা তারিখের পরিবর্তন (যদি থাকে) নিলাম কেন্দ্রে প্রদর্শিত হবে। যদি কোনো কারণবশত এখানে উল্লিখিত তারিখে ই-নিলাম অনুষ্ঠিত হতে না পারে বা যদি নিলাম একই দিনে সম্পূর্ণ হতে না পারে, তাহলে আইআইএফএল নিলাম প্ল্যাটফর্মে পরবর্তী যেকোনো তারিখে এবং / অথবা নিলাম কেন্দ্রে একই শর্তাবলী সহ উল্লিখিত নিলাম পরিচালনা করার বা নিলাম সম্পন্ন করার অধিকার সংরক্ষণ করে। নিলাম না হওয়া সোনার অলঙ্কারগুলি নিলাম প্ল্যাটফর্ম এবং / অথবা নিলাম কেন্দ্রে বিশদ বিবরণ প্রদর্শনের পর পরবর্তী কার্যদিবসে নিলাম করা হবে। যদি শাখা পর্যায়ে নিলাম করা না যায়, তাহলে নির্দিষ্ট জেলা কেন্দ্রে জেলা পর্যায়ে আর কোনো বিজ্ঞপ্তি ছাড়াই **10.07.2025** এ পুনরায় নিলাম করা হবে। যদি কোনো কারণবশত এখানে উল্লিখিত তারিখে ই-নিলাম অনুষ্ঠিত হতে না পারে বা যদি নিলাম একই দিনে সম্পূর্ণ হতে না পারে, তাহলে আইআইএফএল পরবর্তী যেকোনো তারিখে এবং / অথবা নিলাম কেন্দ্রে একই শর্তাবলী সহ উল্লিখিত নিলাম পরিচালনা করার বা নিলাম সম্পন্ন করার অধিকার সংরক্ষণ করে। গ্রাহক যদি জীবিত না থাকেন, সেক্ষেত্রে নিলাম সংক্রান্ত সমস্ত শর্ত মনোনীত / আইনগত উত্তরাধিকারীর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে।

জেলা কেন্দ্র: **পশ্চিম মেদিনীপুর-ডেবরা জিএল - আইআইএফএল ফাইন্যান্স লিমিটেড, ১ম তলা, ডেবরা, পো-পিএস-ডেবরা, পশ্চিম মেদিনীপুর-৭২১১২৬**

শাখার নাম: মেদিনীপুর-টাউন জিএল, তালুকা-মেদিনীপুর
গোল্ড লোন অ্যাকাউন্ট নম্বর: GL25896183, GL34259957.
শাখার নাম: মেদিনীপুর-সিকে রোড জিএল, তালুকা - গড়বেতা-III
গোল্ড লোন অ্যাকাউন্ট নম্বর: GL25957450, GL34234274.
শাখার নাম: পশ্চিম মেদিনীপুর-ঘাটাল কোন্নগর জিএল, তালুকা- ঘাটাল
গোল্ড লোন অ্যাকাউন্ট নম্বর: GL23069742, GL32131983, GL32146484.
শাখার নাম: পশ্চিম মেদিনীপুর-কেশপুর সোহো জিএল, তালুকা-কেশপুর
গোল্ড লোন অ্যাকাউন্ট নম্বর: GL33300247, GL33325494, GL33684852, GL33946739, GL33999570, GL34395268, GL34485529.
শাখার নাম: পশ্চিম মেদিনীপুর-তেমাথানি সোহো জিএল, তালুকা - সবাং
গোল্ড লোন অ্যাকাউন্ট নম্বর: GL28891950, GL32670371, GL32691522, GL34328289.

ই-অকশন "যেখানে যেরকমভাবে আছে", "যেমতাবস্থায় আছে" এবং "যা আছে" ভিত্তিতে পরিচালনা করা হবে এবং আইআইএফএল উল্লিখিত সোনার অলংকারের গুণমান, বিশুদ্ধতা, ক্যারেটেজ, ওজন বা ভ্যালুয়েশনের বিষয়ে কোনো প্রতিনিধিত্ব বা ওয়ারেন্টি দেয় না। ই-অকশন প্রক্রিয়া এবং এই ধরনের ই-অকশন অনুসারে বিক্রয় (যদি হয়ে থাকে) শর্তাবলীর সাপেক্ষে হবে যেমনটি আইআইএফএল তার নিজস্ব বিবেচনার ভিত্তিতে আরোপ করা উপযুক্ত বলে মনে করবে। আইআইএফএল, কোনও পূর্ব নোটিশ ছাড়াই তার সম্পূর্ণ নিজস্ব বিবেচনার ভিত্তিতে, নিলাম তালিকা থেকে যে কোনও অ্যাকাউন্ট এবং কোনও কাজকে স্থগিত করতে পারে বা অপসারণ করতে পারে এবং তাই কোনও কারণ না জানিয়ে তারা যে কোনও একটি বা সমস্ত বিড বা অফার প্রত্যাখ্যান করতে পারে। খেলাপি করা ঋণগ্রহীতার বিবরণ, বন্ধক রাখা অলঙ্কার এবং অন্যান্য বিবরণ সংশ্লিষ্ট শাখায় প্রদর্শিত হয়েছে। খেলাপি ঋণগ্রহীতার(দের) কাছে সাম্প্রতিকতম সুদ এবং সমস্ত প্রযোজ্য চার্জ সহ সম্পূর্ণ বকেয়া পরিশোধ করার এবং এই নোটিশ প্রকাশের পরেও তাদের ঋণ অ্যাকাউন্ট বন্ধ করার বা সেটি নিয়মিত করার বিকল্প রয়েছে নিলামের তারিখ পর্যন্ত, কিন্তু এগুলি করতে ব্যর্থ হলে প্রতিশ্রুত নির্ধারিত সোনার অলঙ্কারগুলি বিক্রি করে দেওয়া হবে এবং বাকি বকেয়া (যদি থাকে) সুদ ও খরচ সহ আদায় করা হবে। তবে, এই প্রকাশনার পরে ক্লোজ বা রেগুলারাইজ করা লোন গুলোকে তাদের উপযুক্ত পাবলিকেশন চার্জ বহন করতে হবে। অকশনের অতিরিক্ত অর্থ ফেরতের জন্য ঋণগ্রহীতাদের তাদের লেটেস্ট ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টের বিবরণ জমা / আপডেট করার অনুরোধ করা হচ্ছে, যদি থাকে।

বিস্তারিত তথ্য ও শর্তাবলীর জন্য আইআইএফএল ফাইন্যান্স লিমিটেডের সংশ্লিষ্ট শাখা অফিসে যোগাযোগ করুন।

তারিখ: 16.06.2025
স্থান: পশ্চিম মেদিনীপুর

Sd/
অনুমোদিত স্বাক্ষর
আইআইএফএল ফাইন্যান্স লিমিটেড

নয়া সিজনের জন্য নিজেকে প্রস্তুত করছেন হিজাজি মাহের

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৫ জুনঃ আগের মরসুমে যথেষ্ট হতাশাজনক পারফরম্যান্স ছিল ইমামি ইস্টবেঙ্গলের। সিজনের শুরু থেকেই দলের রক্ষণভাগ নিয়ে উঠতে শুরু করেছিল একাধিক প্রশ্ন।

যার প্রভাব পড়েছিল ডুরান্ডের চ্যাম্পিয়নশিপের রাউন্ডে। ছিটকে যেতে হয়েছিল কোয়ার্টার ফাইনাল থেকে। তারপরে ও দেশের প্রথম ডিভিশন লিগ তথা আইএসএলে ভালো পারফরম্যান্স করতে মরিয়া ছিল লাল-হলুদ ব্রিগেড। কিন্তু সেটা সম্ভব হয়নি। পরাজিত হতে হয়েছিল টানা ছয়টি ম্যাচ। এমন পরিস্থিতিতে দলের দায়িত্ব থেকে সরে দাঁড়িয়েছিলেন কার্লেস কুয়াদ্রাত। পরবর্তীতে দলের দায়িত্ব তুলে দেওয়া হয় অস্কার ব্রুজনের হাতে। এই স্প্যানিশ কোচের হাত ধরেই সাময়িকভাবে নিজেদের ছন্দে ফিরেছিল ইস্টবেঙ্গল। আন্তর্জাতিক টুর্নামেন্টের গ্রুপ পর্বে ভালো ফল করার পর আইএসএলে ও জয়ের স্বাদ পেয়েছিল এই ফুটবল ক্লাব। কিন্তু চোট আঘাতের সমস্যা ফের ব্যাকফুটে ঠেলে দিয়েছিল দলকে। যারফলে একটা সময় সুপার সিক্সে যাওয়ার প্রবল সম্ভাবনা দেখার দিলেও কাজের কাজ কিছুই হয়নি। বিশেষ করে শক্তিশালী বেঙ্গালুরু এফসির সঙ্গে ড্র করার পরেই স্বপ্ন শেষ হয়ে যায় ইস্টবেঙ্গলের। কিন্তু তবুও কলিঙ্গ সুপার কাপ নিয়ে আশায় বুক বেঁধেছিল লাল-হলুদ জনতা। সেখানেও মিলেছে হতাশা। ছিটকে যেতে হয়েছে প্রি-কোয়ার্টার ফাইনালে। এই ধাক্কা ভুলে বেশ কয়েক মাস আগে থেকেই নতুন সিজনের জন্য প্রস্তুতি শুরু করে দিয়েছে লাল-হলুদ ব্রিগেড। এক্ষেত্রে ফের অস্কার ব্রুজনের উপরেই ভরসা রেখেছে ম্যানেজমেন্ট দল গঠনের ক্ষেত্রে এবার এই স্প্যানিশ কোচের পছন্দকেই গুরুত্ব দিতে চাইছে ম্যানেজমেন্ট। তবে এসবের মাঝে এখন থেকেই নয়া মরসুমের জন্য নিজেকে প্রস্তুত করতে শুরু করে দিয়েছেন জর্ডানের তারকা বিদেশি ফুটবলার হিজাজি মাহের। বেশকিছু ঘণ্টা আগে নিজের সোশ্যাল সাইটে সেই সম্পর্কিত বেশকিছু ছবি ও ভিডিও আপলোড করে ছিলেন স্টোরিতে। যেখানে বল পায়ে অনুশীলনের পাশাপাশি মাঠে ঘাম ঝড়াতে ও দেখা গিয়েছে এই ডিফেন্ডারকে।

কোচ ও নির্বাচকের দিক থেকে কোনও চাপ নেই, বললেন গিল

লন্ডন, ১৫ জুনঃ ভারতীয় টেস্ট দলের নতুন অধিনায়ক হিসেবে যাত্রা শুরু করতে চলেছেন ২৫ বছর বয়সী শুভমন গিল। তিনি হচ্ছেন ভারতের ৩৭তম টেস্ট অধিনায়ক, যিনি রোহিত শর্মার অবসর নেওয়ার পর এই দায়িত্ব গ্রহণ করছেন। এই দায়িত্ব পাওয়ার পর শুভমন গিল জানিয়েছেন, প্রধান কোচ গৌতম গম্ভীর ও প্রধান নির্বাচক অজিত আগারকারের পক্ষ থেকে তার ওপর কোনও রকম চাপ বা অতিরিক্ত প্রত্যাশা নেই। বরং তারা গিলকে স্বাধীনভাবে নেতৃত্ব দিতে উৎসাহিত করেছেন। স্কাই স্পোর্টসকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে দীনেশ কার্তিকের সঙ্গে কথা বলার সময় গিল বলেন, ''আমি বহুবার গৌতি ভাই ও অজিত ভাইয়ের সঙ্গে এই বিষয় নিয়ে আলোচনা করেছি। তারা আমাকে শুধু এটুকুই বলেছেন-আমি যেন নিজেকে একজন নেতা হিসেবে প্রকাশ করতে পারি। তারা কোনও রকম অতিরিক্ত প্রত্যাশা আমার ওপর চাপিয়ে দেননি। তারা কখনও বলেননি যে আমাকে এমন কিছু করতে হবে যা আমি পারি না।'' গিল আরও বলেন, ''তবে একজন খেলোয়াড় ও অধিনায়ক হিসেবে নিজের প্রতি কিছু প্রত্যাশা থাকা স্বাভাবিক। তাই আমি নিজের কাছ থেকেই কিছু

প্রত্যাশা করি, কিন্তু দলের কোচ ও নির্বাচকের দিক থেকে কোনও চাপ নেই। এতে আমি অনেকটাই স্বস্তিতে আছি এবং আমার কাজকে মন দিয়ে এগিয়ে নিতে পারছি।'' নতুন অধিনায়ক হিসেবে শুধু ম্যাচ জেতা বা ট্রফি জেতাকেই মূল লক্ষ্য হিসেবে দেখছেন না গিল। তার চেয়েও বেশি গুরুত্ব দিচ্ছেন দলের মধ্যে একটি ইতিবাচক ও নিরাপদ পরিবেশ গড়ে তোলার দিকে। তিনি বলেন, ''সব ট্রফি ও সাফল্যের বাইরে আমি চাই এমন একটা সংস্কৃতি গড়ে তুলতে যেখানে প্রত্যেকে নিজেদের নিরাপদ ও খুশি মনে করবে। কারণ আমি জানি আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে প্রতিযোগিতা অনেক বেশি, খেলোয়াড়দের রোটেশন হচ্ছে, অনেক ম্যাচ খেলতে হয়। এরকম অবস্থায় যদি একটা স্থিতিশীল পরিবেশ তৈরি করা যায়, তবে সেটাই হবে আমার সবচেয়ে বড় সাফল্য।'' গিলের অধিনায়ক হিসেবে প্রথম চ্যালেঞ্জ হতে চলেছে ইংল্যান্ড সফর, যা শুরু হবে ২০শে জুন থেকে। ঐতিহাসিকভাবেই ইংল্যান্ড সফর সবসময় কঠিন হয়ে থাকে ভারতীয় দলের জন্য। সেখানেই নিজেকে প্রমাণ করার সুযোগ পাবেন গিল-নেতৃত্বের মঞ্চে প্রথমবার। গিল এই মুহূর্তে ভারতের সবচেয়ে প্রতিশ্রুতিবান ব্যাটসম্যানদের একজন। টেস্ট, এক দিনের ক্রিকেট এবং টি-টোয়েন্টি তিন ফরম্যাটেই তিনি নিজের প্রতিভার প্রমাণ দিয়েছেন। বিশেষ করে ২০২৩ সাল থেকে ধারাবাহিক পারফরম্যান্সে তিনি ভারতীয় দলের নির্ভরযোগ্য মুখ হয়ে উঠেছেন। অধিনায়ক হিসেবে গিলের পথচলা শুরু হতে চলেছে এমন এক সময়ে, যখন ভারতীয় টেস্ট দল রূপান্তরের মধ্য দিয়ে যাচ্ছে। অভিজ্ঞ খেলোয়াড়দের অবসর, তরুণদের আগমন-সব মিলিয়ে একটি নতুন যুগের সূচনা হতে চলেছে। এই পরিপ্রেক্ষিতে গিলের নেতৃত্ব কতটা কার্যকর হবে, তা সময়ই বলবে। তবে আপাতত তার মানসিক প্রস্তুতি, চিন্তাধারা এবং নেতৃত্বের দর্শন যথেষ্ট ইতিবাচক ও ভবিষ্যতের জন্য আশাব্যঞ্জক। একজন তরুণ অধিনায়ক হিসেবে গিল যদি দলের মধ্যে আত্মবিশ্বাস, ঐক্য এবং স্বাধীনভাবে খেলার পরিবেশ তৈরি করতে পারেন, তবে তার নেতৃত্বে ভারতীয় টেস্ট দল এক নতুন উচ্চতায় পৌঁছাতে পারে। এখন দেখার বিষয়, ইংল্যান্ডের কঠিন কন্ডিশনে গিল কীভাবে নিজের প্রথম সিরিজ সামলান এবং দলের সাফল্যের পথে দলকে নিয়ে যেতে পারেন।

৬১ হাজার দর্শকের সামনে মেসিদের ড্রয়ে শুরু ক্লাব বিশ্বকাপ

লোকজনের আগ্রহ নেই, টিকিট বিক্রিতে সাড়া নেই। ক্লাব বিশ্বকাপ শুরুর আগের কিছু দিন এসব নিয়েই ছিল আলোচনা। টিকিটের দাম অনেক কমিয়েও দেওয়া হয়েছিল। শেষ পর্যন্ত টুর্নামেন্ট শুরুরে দিনে দেখা গেল ভিন্ন চিত্র। ৬৫ হাজার দর্শক ধারণক্ষমতার স্টেডিয়ামে আনুষ্ঠানিক হিসেবে দর্শক উপস্থিতি ৬০ হাজার ৯২৭ জন! সেই দর্শকেরা অবশ্য গোল দেখতে পেলেন না একটিও। গোলশূন্য ড্রয়ে শুরু হলো ক্লাব বিশ্বকাপ।

ফ্লোরিডা, ১৫ জুনঃ নতুন করে বড় পরিসরে ৩২ দলের ক্লাব বিশ্বকাপের প্রথম আসরের উদ্বোধনী ম্যাচে গোলশূন্য ড্র করেছে যুক্তরাষ্ট্রের ইন্টার মায়ামি ও মিশরের আল আহলি। গোল না হলেও অবশ্য দর্শকদের বিনোদনের উপকরণ ছিল যথেষ্টই। আক্রমণ ও পাল্টা আক্রমণে দুই দলই সুযোগ তৈরি করেছে বেশ কিছু। কিন্তু বাধার দেওয়াল হয়ে দাঁড়ান দুই গোলকিপার। গোল করার সবচেয়ে বড় সুযোগটি গোলকিপার। খুব পিছিয়ে ছিলেন না আল আহলির গোলকিপার মোহামেদ এল শেনাওয়ি। তিনি সেভ করেছেন পাঁচটি। ফ্লোরিডার হার্ডরক স্টেডিয়ামে ভারতীয় সময় রবিবার সকালে ম্যাচের প্রথমার্ধে প্রায় একচেটিয়া দাপট ছিল আল আহলির। কিন্তু গোল বের করতে পারেনি তারা নিজেদের ব্যর্থতা আর উস্তারির দৃঢ়তায়। প্রথমার্ধেই 'ওপেন প্লে' থেকে চারটি সেভ করেন মায়ামির গোলকিপার। এরপর ৪৬তম মিনিটে পেনাল্টি

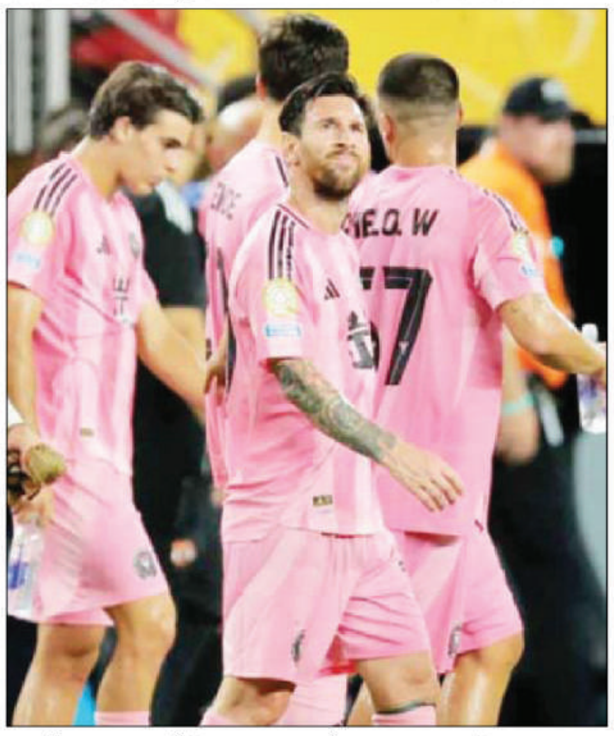

পেয়েছিল আল আহলিই। প্রথমার্ধের শেষ দিকে পেনাল্টি পায় তারা। কিন্তু ফরোয়ার্ড মাহমুদ আহমেদ ইব্রাহিম হাসান, ফ্রান্সের প্রাক্তন তারকা দাভিদ ত্রেজেগের সঙ্গে মিলের কারণে যিনি পরিচিত ত্রেজেগে নামেই, তার শট ফিরিয়ে দেন মায়ামির গোলকিপার অস্কার উস্তারি। ফিরতি বলে আবার পা ছোঁয়ান ত্রেজেগে, এবার বল হাতে জমিয়ে নেন উস্তারি। শুধু পেনাল্টি ঠেকানোই নয়, গোটা ম্যাচে আটটি সেভ করে মায়ামির পয়েন্ট পাওয়ার নায়ক উস্তারিই। বিশেষ করে, প্রথমার্ধে দুর্দান্ত খেলে দলকে রক্ষা করেন ৩৮ বছর বয়সী গোলকিপার। বেশ কিছুদিন ধরেই অবশ্য অসাধারণ গোলকিপিং করছেন তিনি। দলের প্রথম পছন্দের গোলকিপার ড্রেক ক্যালেন্ডারের চোটের কারণে সুযোগ পেয়ে মেজর লিগ সকারেও ম্যাচের পর ম্যাচ দারুণ পারফর্ম করে চলেছেন আর্জেন্টিনা জাতীয় দলের হয়ে দুটি ম্যাচ খেলা এই ঠেকানো তো আছেই। ২০২২ সালের ২৮ অক্টোবরের পর প্রথমবার পেনাল্টি ঠেকাতে পারলেন তিনি। দ্বিতীয়ার্ধে অনেকটা গুছিয়ে নেয় মায়ামি। দারুণ লড়াইয়ে খেলা জমে ওঠে। মেসি তার কিছু ঝলক দেখান এই অর্ধে। ৬৪তম মিনিটে ফ্রি কিক থেকে তিনি গোল পাননি অল্পের জন্য। ৮৫তম মিনিটে আরেকবার গোলের কাছাকাছি যায় মায়ামি। এবার মেসির ক্রস থেকে ফাফা পিকুঁর হেড ক্রসবার স্পর্শ করে চলে যায় বাইরে। ৯০ মিনিট শেষে যোগ করা সময়ের ষষ্ঠ মিনিটে নাটকীয় জয়ের সম্ভাবনা জাগিয়েছিল মায়ামি। এবার মেসির শটে বলে কোনোরকমে স্পর্শ করে বাইরে পাঠিয়ে দেন আল আহলির গোলকিপার এল শেনাওয়ি। মায়ামির পরের ম্যাচ বৃহস্পতিবার পর্তুগিজ ক্লাব পোর্তোর বিপক্ষে। একই দিনে ব্রাজিলের পালমেইরাসের সঙ্গে লড়বে আল আহলি।

দুরন্ত প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে প্রকাশক ও মুদ্রক অলোক কুমার নস্কর কর্তৃক সত্যযুগ এমপ্লয়িজ কো-অপারেটিভ ইন্ডাস্ট্রিয়াল সোসাইটি লিমিটেড, ১৩, প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা-৭২ হইতে মুদ্রিত ও ৯৪ ফিয়ার্স লেন, ৫ম তল, কলকাতা-৭০০০১২ হইতে প্রকাশিত, সম্পাদক-অলোক কুমার নস্কর Ph. No. 033-2237-0488, 9830217166
Printed & Published by Aloke Kumar Naskar on behalf of Duranta Prakashan Pvt. Ltd. and printed at Satyajug Employees Co Operative Industrial Society Limited, 13, Prafulla Sarkar Street, Kolkata-700072 and Published at 94, Phears Lane, 4th Floor, Kolkata-700012, Dist.-Kolkata, Editor: Aloke Kumar Naskar E-mail: dailydurantabarta@gmail.com